



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - সম্পূর্ণ কল্পে বৃহৎ থেকেও বৃহৎ ব্যক্তিত্বশালী হলেন এই ব্রহ্মা, এনার মধ্যেই বাবা প্রবেশ করেন, তোমাদের এনাকেই অনুসরণ করতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাবা আর দাদা এই দুজনের বিশেষ গুণ কি, যা তোমাদের অনুকরণ করতে হবে ?

*উত্তর:- বাবা নিরাকারী এবং নিরহংকারী, তাই দাদাও সাকারে থেকেও সদা নিরহংকারী । এতো বড় ব্যক্তিত্বশালী হওয়া সম্ভেও কত সাধারণভাবে থাকেন । একদিকে বলেন, ইনি উঁচুর থেকেও উঁচু হীরে বানানো বাবার বাহু, আবার অন্যদিকে বলেন, এ হলো অতি পুরানো লং বুট, যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন । এই দুইই বাচ্চাদের সেবার জন্য হাজির । তাই এভাবেই বাচ্চাদেরও বাবাকে অনুসরণ করে নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে ।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনেছে ? সব বাচ্চারাই বলবে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তাঁর নাম শিব । শিবায় নমঃ বলা হয় তাই না ? এ তো ভারতবাসীরাই জানে, তারা শিব জয়ন্তীও পালন করে । মহিমাও অনেক করে - স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব...কিন্তু কেবল এই পর্যন্তই বলে যে, শিবায় নমঃ...। তিনি কীভাবে মাতা - পিতা, কীভাবে উত্তরাধিকার দেন, এ সম্পূর্ণ দুনিয়ার কেউই জানে না । ইনি তো এক আশ্চর্যজনক ব্যক্তিত্ব । শিব বাবা হলেন নিরাকার । যতক্ষণ পর্যন্ত শিব বাবা শরীর না পাবেন, ততক্ষণ তিনি কি করবেন ? শিব বাবা তো নিরাকার । মানুষ নিরাকারেরই মহিমা করে । তাঁর স্থান সবথেকে উঁচু । কোন্ স্থান ? মূলবতন । এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্থান কোথায় ? সূক্ষ্মবতনে । তারপর জগদম্বার স্থান হলো এই স্থূলবতনে । এ তো সবাই জানে যে জগদম্বা এখানেই থাকবেন । জগৎ মানেই হলো মনুষ্য সৃষ্টি । নাম তো খুবই ভালো -- জগৎ অম্বা, কিন্তু তিনি কে ? কোথা থেকে এলেন ? মানুষ এসব কিছুই জানে না । কোথা থেকে পরিচিতি পেলেন ? অবশ্যই কোনো ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া চাই, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন । নিরাকার আত্মাও এই সাকার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আসেন । যদিও আত্মা তো জানোয়ারের মধ্যেও আছে, কিন্তু তার কোনো মহিমা নেই । মহিমা কোন্ ব্যক্তিত্বের হয় ? নিরাকার শিব বাবার । তিনি যতক্ষণ না এই বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আসছেন, ততক্ষণ কিছুই করতে পারেন না । আত্মাও যতক্ষণ এই শরীর না পায়, ততক্ষণ ভূমিকা পালন করতে পারে না । কেবল এই ব্যক্তিত্বের বা শরীরের কোনো মহিমা হয় না । এই হস্তী বা দেহের মধ্যে যখন আত্মা প্রবেশ করে তখনই তাঁর মহিমা হয় । বাবা বলেন, আমার মহিমা তো সবাই করে - পতিত পাবন, কিন্তু আমারও মনুষ্য তনের প্রয়োজন, যেখানে আমি প্রবেশ করবো । এই দেহ ব্যতীত আমি কিছুই করতে পারি না । তাই বাবা এসেও এই ব্যক্তিত্বের আধার নেন । তিনি কোনো গর্ভে আসেন না । শিব জয়ন্তীরও মহিমা করা হয়, কিন্তু শিব বাবা কোন্ বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং কখন এসেছেন, এ কেউই জানে না । আত্মা, রাত্রিতে এসেছিলেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এসেছিলেন, এ কেউই জানে না । মানুষ গেয়েও থাকে - ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ, তাহলে অবশ্যই মনুষ্য ব্যক্তিত্বই হবে । এই যে ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন, ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্বশালী ! তোমরা এখন জানো যে, শিব বাবা ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আসেন না । পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন, যখন ভারত অতি দুঃখী এবং ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়, তখনই পরমপিতা পরমাত্মা এই বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সুখী এবং শ্রেষ্ঠাচারী করেন । এই ভাগীরথ ব্যতীত শিব বাবাও কিছু করতে পারেন না । কাউকে তো চাই, তাই না । এই ব্যক্তিত্ব হলো শিব বাবার জন্য । ইনি না থাকলে তোমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারবে না । মহিমাও করা হয় - প্রজাপিতা ব্রহ্মা বা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা । মানুষ দেব দেব মহাদেব বলে থাকে । এই তিনের মধ্যেও ব্রহ্মার নাম উচ্চ কেন ? ব্রহ্মা তো এখানেই, যাঁর রথে (দেহে) শিব বাবা আসেন । বিষ্ণু আর শঙ্করকে তো দেবতা বলা হয় । আত্মা, যিনি ব্রহ্মা, তাঁকে কি দেবতা বলা উচিত ? তিনি তো হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । মনুষ্য তনের তো প্রয়োজন । গায়নও আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয় । তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখের দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে । তাহলে ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্ব, অথচ কতো সাধারণ । ইনি কতো বড় ব্যক্তিত্ব, অথচ এনার - জীবন যাপন দেখো কতো সাধারণ । ইনি কতো নিরহংকারী । এখন ইনি এসে তোমাদের সেবাতে উপস্থিত হয়েছেন । দেখো, ইনি কেমন বসে তোমাদের পড়ান । তোমরা কি পড়ো ? তোমরা বলবে, আমরা রাজযোগের পড়া পড়ি, কে তোমাদের পড়ান ? পরমপিতা পরমাত্মা । তাই ছোটো - বড়, বৃদ্ধ - যুবক, সবাই পড়ে । এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ - মনুষ্য থেকে দেবতা

অথবা বিশ্বের মালিক হওয়ার। এখানে আমরা পড়তেই এসেছি, অথবা বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন এই বিশ্বে রাজত্ব করতেন, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, না তখন অন্য কোনো থণ্ড ছিলো। একই ভারত থণ্ড ছিলো। এখন আবার সেই পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে কীভাবে বসে আছো। এই পড়া ব্যতীত তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। ভারতও শিবালয় হতে পারবে না। শিব বাবারই মহিমা হলো - নিরাকার, নিরহংকারী। যতক্ষণ না এই ব্যক্তিস্বের মধ্যে প্রবেশ করছেন, ততক্ষণ নিরহংকারিতা কিভাবে দেখাবেন? তাঁর কতো মহিমা - অকালমূর্তি - কিন্তু এমন নয় যে তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করতে পারেন। বাচ্চারা, তোমাদের খুবই নেশা থাকা প্রয়োজন যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ব্রহ্মা ব্যতীত কাউকেই প্রজাপিতা বলা যাবে না। এমন নয় যে, শিব বা বিষ্ণু প্রজাপিতা। তা নয়। ব্রহ্মাই সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টির পিতা, আর আত্মাদের পিতা হলেন শিব বাবা, বাকি ওই পিতাকে তো কেউই জানে না। নিজের আত্মাকেও জানে না। মানুষ বলে থাকে - পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা, তাহলে কেন বলে, আমিই পরমাত্মা। মানুষ কতো ঠগি। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শান্তি, পবিত্রতা এবং সম্পদ ছিলো। বাবা এখন বলছেন, আমি এসে সবাইকে জ্ঞান প্রদান করি, প্রথমে তোমরা কিছুই জানতে না, এখন সবকিছুই জানো। বাবার বায়োগ্রাফি বাবার কাছেই জানা যায়। এখন নিরাকারের বায়োগ্রাফি কীভাবে হতে পারে। তাহলে অবশ্যই যখন তিনি সাকারে আসবেন, তখনই বায়োগ্রাফি হবে। কেবল আত্মার কোনো বায়োগ্রাফি হতে পারে না। জীবাত্মা হলে, পুনর্জন্মে এলে তখন বায়োগ্রাফিও হবে। ওরা বলে ৮৪ লক্ষ্য যোনি আছে। বাবা বলেন ৮৪ লাখ জন্ম তো হতেই পারে না। এ সব হল গালগল্প। বাবা নিজেই বলেন, আমি ব্রহ্মার তনে এসে তোমাদের বেদ এর সার বুঝিয়ে বলি। এর সাথে সাথে আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই আর রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্তের রহস্যও বুঝিয়ে বলি। যখন প্রথম দিকের বড় - বড় ঋষি - মুনিরাই জানতেন না, তখন তাঁদের সন্তানরা কিভাবে জানতে পারে। তাহলে দেখো, বড়-র থেকেও বড় ব্যক্তিস্ব কতো সাধারণ রূপে আছেন। উঁচুর থেকে উঁচু হীরা বানান বাবাই। ইনি হলেন তাঁর বাচ্চ বা পাত্র। রথ বো, পুরানো জুতো বো, সবথেকে পুরানো জুতো ইনি। প্রথম প্রথম যখন আত্মা আসে, তখন সম্পূর্ণ এক নম্বর থাকে, শ্রী নারায়ণকে এক নম্বরে রাখা হবে। শ্রী লক্ষ্মীও এক নম্বরে যুক্ত আছেন। এঁরাও পুনর্জন্ম নিয়েছেন। প্রথমে সূর্যবংশে তারপর চন্দ্রবংশী... এমন জন্ম নিতে ৮৪ র হিসাব তো চাই, তাই না। ৮৪ লাখের হিসাব তো কেউ বলতেই পারবে না। ৮৪ লাখ জন্ম বলার জন্য কল্পের আয়ুও তখন লাখ বছর লিখে দিয়েছে। যদি লক্ষ বছর হতো, তাহলে হিন্দু ভারতবাসী আরো অনেক হতো, কিন্তু এর তো সংখ্যা আরো অনেক কম। ভারতের দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউই নিজেকে দেবতা বলতেই পারে না, কেননা দেবতা তো সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। এখন আর তাঁরা নেই। এ হল রাবণ রাজ্য, নাকি রাম রাজ্য? দুনিয়ার মানুষ না রামের বায়োগ্রাফি জানে, না রাবণের বায়োগ্রাফি জানে। দিনে দিনে রাবণের প্রভাব - প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গেছে। দুনিয়াও পতিত হয়ে যাচ্ছে। ১৬ কলা থেকে নামতে নামতে এখন কলাহীন। সবাই বলে - আমার মতো নিষ্ঠুরের কোনো গুণ নেই। তুমিই দয়া করো। আমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। ভারত পূর্বে পরীক্ষান ছিলো। মানুষ বলার জন্য তো এই কথা বলে কিন্তু সৃষ্টি চক্রকে কিছুই জানে না। বাবা বলেন, মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধির বানিয়ে দিয়েছে, মানুষের দেখা কতো অহংকার।

বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা রামকে স্মরণ করো, তাহলে মালাতে গ্রথিত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। রুদ্র মালার পরে হয় বিষ্ণু মালা। ভক্ত মালাতে ভক্তদের মহিমা হয়। এই রুদ্র মালা আবার বিষ্ণুর মালায় গ্রথিত হবে অর্থাৎ বিষ্ণুর রাজ্যে যাবে। এই জ্ঞান কতো উচ্চ। সন্ন্যাসও দুই প্রকারের। এক হলো হঠযোগ সন্ন্যাস। কর্ম সন্ন্যাস তো কখনোই হতে পারে না। কর্ম করা ছাড়া তো মানুষ থাকতেই পারে না। প্রাণায়াম করার সময়ও তো কর্ম করাই বলা হবে, তাই না। মানুষ অনেক প্রকারের অভ্যাস করে। সে সব কোনো রাজযোগ নয়। সে হলো জাগতিক সন্ন্যাস, হঠযোগ সন্ন্যাস। সেও ভারতের পবিত্রতার ধর্ম, কিন্তু দেবী - দেবতাদের মতো পবিত্র আর কোনো ধর্ম হতে পারে না। ওখানে কোনো সন্ন্যাস নিতে হয় না, কেননা আত্মা পবিত্র তাই তাঁদের শরীরও পবিত্র হয়। আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয়। কলা কম হতে হতে আত্মাকে পতিত হতে হয়। এখন আত্মারা আয়রন এজে আছে, সকলেই অপবিত্র। আত্মা যখন পবিত্র ছিলো তখন শরীরও সুন্দর ছিলো। এখন আত্মা অপবিত্র, তাই শরীরও অপবিত্র এবং কালো। গায়নও আছে -- শ্যাম - সুন্দর। কৃষ্ণের চিত্রও কালো এবং ফর্সা বানানো হয়। এখন তোমরা সকলেই শ্যাম - সুন্দর। প্রথমে ভারতে ছিলো স্বর্ণ যুগ, এখন আয়রন এজ। এখন বাবা আবার জ্ঞান চিতায় বসিয়ে তোমাদের সুন্দর করেন। যদি তোমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তি চাও, তাহলে বিকারের হাতিয়ার ত্যাগ করতে হবে। তোমরা পবিত্রতার রাখী বাঁধো। এ হলো এখনকার কথা, যখন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হও। ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত কেউই এখানে আসতে পারবে না। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। শিব বাবা বলেন, তোমরা আমি নিরাকারের মহিমার তো গায়ন করো, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা শরীর ধারণ করো, ততক্ষণ কি

করতে পারো। আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি। এখন সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কীসের? কলিযুগের স্থাপনা তো কখনোই হয় না। স্থাপনা হয় সত্যযুগের, এই সঙ্গমে। বাবা বলেন, আমি আসি এই সঙ্গম যুগে। তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের জন্য এ হলো সঙ্গম যুগ, বাকি সকলের জন্য এ হলো কলিযুগ। এই সময় সকলেই ঘোর অন্ধকারে আছে। তাই এই ঘোর অন্ধকারকেই বাবা এসে নতুন প্রভাত করেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ তো বিচিত্র জিনিস। কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, সে তো সবকিছু বোঝাতে পারবে না। কৃষ্ণের আত্মাও ভিন্ন নাম রূপে এনার কাছ থেকে বৃষ্ণে এই অন্তিম জন্মে, এরজন্য কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দরও বলা হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাপদাদার সমান নিরহংকারী আর নিরাকারী হতে হবে। সকলের সেবা করতে হবে।

২) মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে। জ্ঞান চিতায় বসতে হবে।

বরদানঃ:- শক্তিশালী ব্রেকের দ্বারা সেকেণ্ডে ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্ব থাকা অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী ভব চারিদিকে আওয়াজের বায়ুমণ্ডল যদি থাকেও তোমরা এক সেকেণ্ডে ফুলস্টপ লাগিয়ে ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্ব চলে যাও, একদম ব্রেক লেগে যাবে। তখন বলা হবে অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী। এখন এই অভ্যাসের খুবই প্রয়োজন, কেননা হঠাৎই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, সেই সময় বুদ্ধি যেন অন্য কোথাও না যায়, ব্যস্, বাবা আর আমি, বুদ্ধিকে যেখানে লাগাতে চাও সেখানেই যেন লেগে যায়। এরজন্য অন্তরীণ করার আর গুটিয়ে ফেলার শক্তির প্রয়োজন, তখনই উড়তি কলাতে যেতে পারবে।

স্লোগানঃ:- খুশীর খাবার খেতে থাকো তাহলে মন আর বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"দুনিয়াতে অনেক প্রকারের মত থেকে পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ মত"

এই দুনিয়াতে তিন প্রকারের মত আছে, এক হলো -- মনমত, দ্বিতীয় হলো গুরু মত, তৃতীয় হলো শাস্ত্র মত। এখন বিচার্য হলো, এই মন মত, গুরু মত অথবা শাস্ত্র মত, সমস্তই হ'ল আত্মাদের মত। কোনোটাই না দেবতাদের মত, না পরমাত্মার মত। যদি কোনো দেবতার মতও পাওয়া যায়, সেও হবে মনুষ্য আত্মারই মত। কিন্তু দেবতারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তাঁদের গুরু মত, শাস্ত্র মতের প্রয়োজন নেই। তাঁদের গুরুও প্রয়োজন ছিলো না। গুরুর প্রয়োজন হয় সদগতির জন্য। তাই যারা অধোগতিতে আছে, তারা গুরু করতে পারে, কিন্তু সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে তো অধোগতি থাকে না, তাই ওখানে গুরু করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাস্তবে প্রকৃত গুরু একমাত্র পরমাত্মা, যিনি সর্ব আত্মার সদগতি করার জন্য এই ড্রামার অন্তিম সময়ে আসেন। বাকি তো সবাই নামমাত্র গুরু, কেননা কোনো মনুষ্য আত্মাই মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে পারে না। দেবতারাও মনুষ্য থেকেই দেবতা হয়েছেন, বাকি তাঁরা কেউই ত্রিনেত্রধারী, চার ভুজধারী ছিলেন না। মানুষ তো মনে করে যে, দেবতারা মনুষ্য থেকে ভিন্ন হবেন, হ্যাঁ, ভিন্নতা এটাই যে, তাঁরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে খুবই পবিত্র ছিলেন, তাঁদের সংস্কার শুদ্ধ ছিলো, বাকি মনুষ্য তো মনুষ্য ছিলো। মনুষ্যের মধ্যে যখন দৈবী গুণ ছিলো তখন তাঁদের দেবতা বলা হতো। এখন এই মত আমরা পরমাত্মার কাছে প্রাপ্ত করছি, আমরা কোনো মনুষ্য মতে বা গুরুর মতে নেই। আমরা পরমাত্মার মতে চলছি, সমস্ত আত্মার মতের থেকে পরমাত্মার মত অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মত হবে আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন ঈশ্বরীয় খাজানায় জীবন যাপন করছো, তোমাদের কর্তব্য হল - জ্ঞানের খাজানা সর্বজনে বিতরণ করে সকলের কল্যাণ করা”

*প্রশ্নঃ - মায়ার গ্রহণ লাগলে বাচ্চারা কোন্ ওয়ান্ডারফুল খেলা শুরু করে ?

*উত্তরঃ - যখন গ্রহণ লাগে তখন উঁচু থেকে উঁচু পিতা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু এই তিনকে ভুলে যায়। ওয়ান্ডার হল যে, ভালো ভালো নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারাও বলে - আমরা মানি না। আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি এবং ভাগন্তি হয়ে যায়। আজ মাম্মা বাবা বলে আগামী দিনে পালিয়ে যায়। কোনো খবর পাওয়া যায় না, তবুও বাবা বলেন সবাই আসবে কারণ সবাইকে শরণাগতি তো এক বাবার কাছেই হতে হবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওম্ শান্তি । এই গীত তো বাচ্চারা সময়ে সময়ে শোনে এবং নিজের পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণও করে। স্মরণ সদা তাকেই করা হয় যার কাছে সুখের প্রাপ্তি হয়। বেনারসে শিবের মন্দির আছে। সেখানে অনেকে যায় এবং নিরাকার পিতাকে স্মরণ করে। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণকে সবাই স্মরণ করে, কারণ তাদের রাজ্যে সুখ ছিল, তবেই রাজা রানীর মহিমা বর্ণনা করা হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়া স্মরণ করে - ও গড ফাদার! একমাত্র তিনিই হলেন ওয়ার্ল্ডের ফাদার, অন্য কেউ তো ওয়ার্ল্ডের ফাদার নয়, ওয়ার্ল্ডের ফাদার হলেন নিরাকার গড, এক তাঁরই অবতরণ হয় অর্থাৎ রিইনকারনেশনও বলা হয়। তিনি হলেন একমাত্র পিতা যার নিজস্ব সূক্ষ্ম অথবা স্থূল দেহ নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। তাদের অবতরণ বলা হবে না। অবতরণ শব্দটি খুবই উচ্চ। তিনি সকলের পিতা, তিনি হলেন সকলকে সুখ প্রদানকারী পতিত-পাবন। সর্ব মনুষ্য আত্মারা যারা আসে তারা প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে আসে। তাদেরকে পতিত দুঃখী হতেই হবে। পুনর্জন্ম তো সবাই নেয় তাই না। ব্রহ্মাকেও মানুষ বলা হয়, বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণকেও মানুষ বলা হয়। সুতরাং তাদের অবতরণ বলা হবে না। অবতরণ হল কেবলমাত্র একজনেরই। বাবা আসেন বাচ্চাদেরকে স্বর্গের অধিকার প্রদান করতে। আসেনও তখন যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত হয়ে যায়। মানুষ মাত্রই সবাই হল গড ফাদারের রচনা। ভিন্ন নাম রূপের দ্বারা সবাই গড ফাদার নিশ্চয়ই বলে। প্রত্যেক আত্মার বুদ্ধি সেই পিতাকেই স্মরণ করে। এমন নয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকে স্মরণ করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকে পিতা বলা হবে না। পিতা তো একমাত্র ক্রিয়েটরকেই বলা হবে। যখন সঙ্গমযুগ হয়, সব মানুষ পতিত হয়ে যায় তখন বাবার অবতরণ ঘটে, কল্পের সঙ্গমযুগে, কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করতে। তিনি হলেন ক্রিয়েটর, তাইনা। দেখানো হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণুর দ্বারা পালনের কর্তব্য করেন। আসেনও ভারতে। শিবরাত্রি উৎসবও ভারতেই পালন করা হয়। কিন্তু জানেনা যে শিবের নাম রূপ দেশ কাল কি! বাবা বলেন আমার পরিচয় না জেনে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। আমার অনেক নিন্দে গ্লানি করেছে, যার জন্য ভারতবাসী সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গেছে। যখন ভারতে সব আত্মারা পতিত আত্মা হয়ে যায় তখন আমি আসি। কলিযুগে কেউ পুণ্য আত্মা, পবিত্র আত্মা হতে পারে না। পবিত্র দুনিয়ায় পবিত্র আত্মারা বাস করে, তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। তার তুলনায় কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি সময়কে বলা হয় সঙ্গম। দ্বাপর আর ত্রেতাযুগকে মেলানো যাবে না। অন্তিম সময় অর্থাৎ সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার অন্তিমকাল আর নতুন দুনিয়ার আদিকাল। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া তারপরে আত্মার গুণ বা কলা (কোয়ালিটি) কম হতে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতাকেও একই রকম বলা হবে না। বাবা বলেন আমার পরিচয় বাচ্চারা নশ্বর অনুক্রমে পেয়েছে - এই সময়েই এমন বলা হয় কারণ মায়া সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। বাচ্চারা বলে আমরা ব্রহ্মার সন্তান শিবের পৌত্র। এমন কথা বলেও ভুলে যায়। অজ্ঞান কালে এমন কথা কখনোই ভুলবে না। এখানে সম্মুখে বলে দেয় আমরা ব্রহ্মার সন্তান নই। একদম ভুলে যায়। এমন ভুলে যায় যে আর কখনও স্মরণ করে না। এ হল খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ভারতবাসী এই কথা জানে যে স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা এবং নরকের রচয়িতা হল মায়া রাবণ। পরে দুটি কথাই ভুলে যায়। না বাবার পরিচয় জানে, না রাবণের। শিবের পূজা করে এবং রাবণকে দাহ করে। কিন্তু ওয়ান্ডার হল এই যে যাদের পূজা করে তাদের অক্যুপেশন, বায়োগ্রাফির বিষয়ে জানেনা এবং রাবণ যাকে তারা দহন করে তার বিষয়েও জানেনা যে আসলে রাবণ কি। মানুষ মাত্রই যথা রাজা রানী তথা প্রজা - তাতে সবাই এসে যায়, সবাই হল তুচ্ছ বুদ্ধি। বাবা বোঝান অন্য ধর্মের স্থাপক যারা আসে, তাদের উদ্দেশ্যে রিইনকারনেশন বলা হবে না। অবতরণ একমাত্র বাবার হয় ভারতে। কিন্তু ভারতবাসী নিজেরাই ভুলে যায়। যদিও পরম পিতা পরমাত্মার পূজা করে

কিন্তু কবে এসেছেন, কি করেছেন, কিছুই জানেনা। না পিতাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানে, না দেবী-দেবতাদের বায়োগ্রাফি জানে, তার জন্য দুঃখে আছে। ভারতবাসী প্রথমে অনেক সুখী ছিল, সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল। এখন সেই ভারতবাসীরাই এই কথা জানেনা যে আমরা সবাই পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী ছিলাম। যদি ছিলাম তো কীভাবে হয়েছিলাম, কিছুই জানেনা, এ হল ওয়ান্ডার! বাবা কতখানি স্পষ্ট করে বোঝান। কাদেরকে বোঝাবেন? নিজের সন্তানদের বোঝাই। বাচ্চাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হই। কিন্তু বাচ্চারা প্রত্যক্ষ হয়েও মাঝমা বাবা বলেও ভুলে যায়। এটাই হল ওয়ান্ডার। অজ্ঞানকালে কখনও নিজের পিতা টিচার গুরুকে ভুলে যায় না। এখানে এই পারলৌকিক পিতা যিনি এমন উঁচু থেকেও উঁচু, যিনি সব দুঃখ দূর করেন, তাঁকেই ভুলে যায়, তবেই বলা হয় আশ্চর্য হয়ে শুনে, অন্যকে শুনিয়ে (শুনন্তি, কথন্তি), অহো মম মায়া তুমি কত প্রবল! অসীম জগতের পিতার আপন হয়েও, টিচার রূপে স্বীকার করে তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জন করেও, পতিত-পাবন সদ্ধরু তিনি, দূত বিশ্বাসের সাথে বুঝে নেওয়ার পরেও তিন রূপকেই ভুলে যায়। এককে ভুলে গেলে তিনকেই ভুলে যাবে। এককে স্মরণ করো তাহলে তিন স্বরূপই স্মরণে আসবে, কারণ তিনটি রূপই হল কন্সাইন্ড। তিনি নিজেই হলেন পিতা টিচার এবং সদ্ধরু, তাও একেবারে অ্যাক্যুরেট। তিনি বলেন আমি তোমাদের পিতা তোমাদেরকে নিশ্চয়ই নিজ পরমধামে নিয়ে যাব। আমি তোমাদের শিক্ষক, পড়াশোনা করিয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে রাজার রাজা বানাব। আমি সদ্ধরু, বাচ্চারা - তোমাদের সবাইকে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এই কথার গ্যারান্টি করেন। এমন পিতাকেও চলতে চলতে ভুলে যায়। মায়ার গ্রহণ এমন যে, আজ বাবা বলে ডাকবে আর কাল বলবে সংশয় রয়েছে। এমন হতেই থাকে। কেউ তো আবার শেষকালে এসে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। গ্রহণ কাটলে আসবে। ড্রামাতে এমনটাই নির্দিষ্ট আছে। বিনাশ তো হবেই, তখন কার শরণাপন্ন হবে? সবার সঙ্গতি দাতা তো হলেন একজনই। সবাইকে শরণেও নেবেন, সবাই এসে মাথা নত করবে। কিন্তু সেই সময় কি আর করতে পারবে। তখন এমন হবে যে একত্রে এতজন ভীড় করে আসতেও পারবে না। এই খেলা এমনই ওয়ান্ডারফুল বানানো হয়েছে। এত ভীড় করে এসে তখন কী করবে? তখন তো অকস্মাৎ বিনাশ সামনে এসে উপস্থিত হবে। হ্যাঁ, আওয়াজ শুনবে যে, বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, এখন ফিরে যেতে হবে। আর মিলিত হয়ে কি লাভ হবে তখন? বাবা ডাইরেকশন দেন যে যদি কেউ বিদেশেও থাকে তবুও বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্তিম সময়ে যেমন মতি সেই অনুসারেই গতি হবে। সবাই খবর তো পাবেই। এক জায়গায় এত জন দেখা করতে তো পারবে না। কিন্তু ড্রামা খুবই ওয়ান্ডারফুল তৈরি হয়েছে। সবাই জানবে যে ফাদার এসেছেন। খ্রীস্টানরা সবাই পোপের সঙ্গে দেখা তো করে না। সবাই পৌঁছাতে পারে না। এই কথাও সবাই অন্তিম সময়ে জানবে যে বাবা এসেছেন, সবাইকে লিবারেট করে নিয়ে যাবেন। কতো বিশাল ভাবে বিনাশ হবে! রুদ্র মালাও কত বড়! তার তুলনায় বিষ্ণুর মালা খুবই ছোট। সেভাবে বলতে হলে বলা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ মালা হল বিষ্ণুর। সর্ব প্রথমে তো হল বিষ্ণুই, তাইনা? মনুষ্য সৃষ্টির গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই পরে বিষ্ণু হন। বিষ্ণুর দুই রূপ হল লক্ষ্মী-নারায়ণ। তফাৎ তো কিছুই নেই। এ হল খুবই ওয়ান্ডারফুল কথা, এই কথা স্মরণ করতে থাকলেও খুশি থাকবে। বাবা বুঝিয়েছেন - রিইনকারনেশন শুধু একজনের বলা হয়, কারণ তাঁর নিজস্ব শরীর নেই এবং সকলের নিজের শরীর আছে। বাবাকে তো দেহের লোন নিতে হয়। অন্য সকলের তো নিজের দেহ আছে। লোন নেওয়া হয় অন্যের জিনিসের। কোনও আত্মা এমন তো বলবে না যে, আমরা লোন নিয়েছি। আত্মা তো বলে - আমার শরীর। শিববাবা তো বলতে পারেন না যে এই শরীরটি আমার। তিনি কেবল আধার নেন, বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করার জন্য এবং যোগের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। বাচ্চারাও জানে যে, বাবা আধার নিয়েছেন তা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। দেহ-অভিমাত্রী হয় তখন রিগার্ড হারিয়ে যায়। নাহলে বাবার স্বরূপ কি, যদি জানে তবে তাঁর আদেশ অনুযায়ী নিশ্চয়ই চলবে। পদে পদে শ্রীমৎ নিতে হয়। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। কখনও শ্রীমৎ অনুসারে, কখনও আসুরিক মতানুসারে চলে। কখনও ওদিকে ভারী, কখনও হালকা। কখনও এই মতে, কখনও ওই মতে। একমাত্র শিববাবার মতে চলতে থাকলে তবেই সঠিকভাবে উল্লতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু নিজের মতানুযায়ীও চলতে থাকে। বাবা যে ডাইরেকশন ইত্যাদি দেন সেসব নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে হবে। তবুও যদি কিছু হয়ে যায় তখন বলা হবে ড্রামাতে এমনটাই হওয়ার ছিল। রাজধানী তো স্থাপন হবেই, এতে একটুও চেঞ্জ হতে পারে না। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনেকেই আসে কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেই সব শেষ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ দূত নিশ্চয় নিয়ে তো আসে না। কারো ৫% নিশ্চয় আছে তো কারো ১৫%। অজ্ঞানকালে যখন কেউ জানতে পারে অমুকে আমার কাকা, অমুকে মামা, তখন তো কোনো সংশয় থাকে না। এখানে তো মায়া সংশয় যুক্ত করে পতিত বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ দূত নিশ্চয় নেই। নিশ্চয় আসার পরেও হারিয়ে যায়। ওয়ান্ডার তাইনা। ইনি হলেন একমাত্র পিতা, টিচার, সদ্ধরু। প্রত্যেকে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কল্প পূর্বের মতন জ্ঞান অর্জন করে। পূর্ব কল্পে যে যতখানি বর্সা প্রাপ্ত করেছে, প্রত্যেকের সেইরকম অ্যাক্ট চলছে। এই সময় ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারে না কারণ মায়ার গ্রহণ লাগতে থাকে তখন দূত নিশ্চয় ভেঙে পড়ে। তখন প্রজার মালায় এসে যায়। প্রজাতেও কখনো এমন, কখনও অমন। মালা তো আছে অবশ্যই। রুদ্রের মালা ও বিষ্ণুর মালা - এক হল আত্মিক মালা,

অন্যটি দৈহিক মালা। এই কথা বুঝবার জন্য বিশাল বুদ্ধির ও স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রয়োজন। বিশ্বস্ত, আন্তরিক চাই যারা শ্রীমতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে। এ হল শিববাবার বিশাল সার্ভিস। বাচ্চারা বলে পতিত-পাবন এসো। বাবা পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করেন। তারাই আবার পতিত হয়। তখন তাদেরকে পুনরায় পবিত্র বানাতে বাবাকে আসতে হয়। কেমন ওয়াল্ডারফুল পার্ট প্লে হয় এই সময়, তাই বলিহারী এই সময়টি হল পরমপিতা পরমাত্মার পার্ট প্লে করার সময়। নম্বরওয়ান স্মরণিক হল কেবল একজনের। যিনি সব কিছু করেন তাঁরই জয়ন্তী পালন করা হয়। যাকে তৈরি করেন তারও অনেক মহিমা। বাকি এই সময়ে মানুষ মাত্রে সবাই হল পতিত, ভ্রষ্টাচারী। সত্য যুগ ছিল শ্রেষ্ঠাচারী, পরিস্থান, অন্য সময়ের সাথে যেন রাত-দিনের তফাৎ। এখন আমরা শিববাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। এখন আমাদের কি উৎসব পালন করতে হবে? উৎসব পালন হয় ভক্তি মার্গে। এই সময় শ্রীমৎ অনুসারে তোমাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে, সার্ভিস করতে হবে। প্রদর্শনীর আয়োজন করে বোঝাবার ব্যবস্থা খুবই ভালো। ঈশ্বরীয় সার্ভিসে বাচ্চাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে। যারা ঈশ্বরীয় খাজানায় প্রতিপালিত হয়, তাদেরকে তো পুরোপুরি সার্ভিস করতে হবে, যাতে অতি দ্রুত মানুষের কল্যাণ হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উত্তরণ কলায় যাওয়ার জন্য প্রতিটি কদমে (পদক্ষেপে) শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যথার্থ রূপে বাবার পরিচয় জেনে, দেহী-অভিমানী হয়ে সম্পূর্ণ রিগার্ড রাখতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় সার্ভিসে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা বুদ্ধিকে স্বচ্ছ এবং বিশাল বানাতে হবে।

বরদানঃ:- নলেজের লাইট ও মাইটের দ্বারা সোল কনসাস থাকা স্মৃতি স্বরূপ ভব তোমার অনাদি রূপ হল নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ আত্মা এবং আদি স্বরূপ হল দেব আত্মা। দুই স্বরূপ সদা স্মৃতিতে তখনই থাকবে যখন নলেজের লাইট-মাইটের আধারে সোল কনসাস স্থিতিতে থাকার অভ্যাস থাকবে। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ নলেজের লাইট-মাইটের স্মৃতি স্বরূপ হওয়া। যারা স্মৃতি স্বরূপ, তারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকে আর অন্যদেরও সন্তুষ্ট করে।

স্নোগানঃ:- সাধারণত্বের মধ্যে মহানতার অনুভব করাই হল মহান আত্মা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিনিয়ত এই ঈশ্বরীয় নেশায় থাকো যে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন, সবাইকে ফিরে যেতে হবে"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এই সময় সবচেয়ে বড় পুণ্য কোনটা যা তোমরা করে থাকো ?
- *উত্তরঃ - নিজের সবকিছু শিববাবার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া - এটাই হলো সবচেয়ে বড় পুণ্য। সমর্পণ করে সম্পূর্ণ শ্রীমতে চললে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।
- *প্রশ্নঃ - কোন্ সে নতুন কথা যা মানুষের বুদ্ধিতে অতি কষ্টে বসে ?
- *উত্তরঃ - শিববাবা যিনি নিরাকার, ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ওঁনার ভূমিকা হল উচ্চ থেকেও উচ্চ, এই নতুন বিষয় অতি কষ্টে মানুষের বুদ্ধিতে বসে।
- *গীতঃ- কে এলেন আজ প্রাতে:....

ওম্ শান্তি । শিববাবা বসে তাঁর বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা তো বুঝেছে যে শিববাবা নিরাকার আর আমরা আত্মারাও নিরাকার। তাদেরকেই বসে বোঝান। এই যুক্তি একমাত্র বাবার কাছেই আছে। বাবা বসে বোঝান, ভগবান কার সাথে কথা বলেন ? নিজের বাচ্চাদের সাথে, আত্মাদের সাথে। বাচ্চারাও জানে আর বাবাও জানেন। আত্মা শরীর ছাড়া তো কিছুই শুনতে পারবে না। শরীর দ্বারাই শুনতে থাকে। একমাত্র সংসঙ্গ এটাই যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা বসে বোঝান যত আত্মারা আছে, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, কেননা ডামার চক্র এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এই কথা সম্পূর্ণ ভারতবাসীদের জন্য। বাবা আসেন এই ভারতেই আর ভারতবাসীদেরই বলেন — বাচ্চারা তোমরাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। তোমরাই সত্যযুগে দেবী-দেবতা ছিলে। এখন শূদ্র হয়ে গেছ। পুনরায় তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে দেবতা করে তুলি, অন্যদের কীভাবে শিক্ষা প্রদান করব। গীতাও ভারতের। প্রত্যেকের নিজ-নিজ গ্রন্থ আছে। ধর্ম পিতা যারা এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই মানুষ। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের শরীর আছে। ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের নিরাকার পিতা, যিনি নলেজফুল। যাঁর মধ্যে ডামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। বাচ্চারা, বাবাকেই তোমাদের পড়াতে হবে কেননা তোমরাই আবার চক্রবর্তী রাজা হবে। সবাই তো মানুষ থেকে দেবতা হবে না। যারাই দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তাদেরই কলম তৈরি হবে, যখন দেবী-দেবতা ধর্মের পূর্ণ রূপে স্থাপনা হবে তখন অন্যান্য মঠ, পন্থের বিনাশ হয়ে যাবে। সমস্ত আত্মাদেরকে বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা আসেন এই পতিত দুনিয়াতে, সবাইকে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা জানে যে সহজ রাজযোগ আমরা কল্প পূর্বে শিখেছিলাম সেটাই আবারও শিখছি।

বিনাশ এগিয়ে এলে সবার চোখ খুলবে। এখন তো শুধুমাত্র তোমরাই নিশ্চিত যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে প্রবেশ করেন। গেয়েও থাকে গাইড বা লিবরেটর(মুক্তিদাতা) আসবেন-যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন। এই যে ব্রহ্মা-ওনার মধ্যেই পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন। ইনি কত বড় ব্যক্তিত্ব তবে ! বাচ্চারা তোমাদের এমনই ঈশ্বরীয় নেশায় বঁদু হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ কর। এতখানি রিগার্ডের সাথে খুব কমজনই দেখে। ভগবানের কত বড় মহিমা। তিনি সর্বশক্তিমান। দ্বিতীয় আর কারো এমন মহিমা নেই। এতটাই রিগার্ড বাচ্চারা তোমাদের রাখা উচিত। যখন তোমরা সংগঠনে বস তখন ভালোভাবে স্মরণ থাকে কিন্তু যখন এখানে-ওখানে যাও তখনই স্মরণে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত রাখতে পারলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। এমন বাবার সাথে রিগার্ড রেখে চলা উচিত। কিন্তু বাবা অতি সাধারণ হওয়ার কারণে সেই রিগার্ড (সম্মান) থাকে না। বুঝতে পারে যে বাবা কালেরও কাল, এই শিববাবা যাঁকে তোমরা বাপদাদা বলে থাকো তিনি সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিকা পেয়েছেন, যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্মরণ করে। আত্মা কি, কেউ-ই এই ব্যাপারে বলতে পারে না। বলে থাকে লিঙ্গ, পূজাও শিবলিঙ্গেরই হয়ে থাকে। আমরাও লিখে থাকি জ্যোতির্লিঙ্গম। কিন্তু বাস্তবে সেটা এতো বড় নয়। ইনি হলেন নক্ষত্রের মতো। এনার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে। এটাও কারো বুদ্ধিতে নেই। যখন শুনবে আত্মা নক্ষত্রের মতো, পরমাত্মাও নক্ষত্র সদৃশ তখন অবাক হয়ে যাবে যে ইনি কত শক্তিশালী এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন। যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকেন, তাঁর মধ্যে বসেই সম্পূর্ণ নলেজ দিয়ে থাকেন যে তোমরা সবাই আত্মা। তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাচ্চারা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আত্মা কত ছোট বিন্দু। তার মধ্যে ৮৪ জন্মের

পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে সময়ানুসারে যার পুনরাবৃত্তি হবেই। কিন্তু সবচেয়ে উচ্চ পার্ট হলো শিববাবার, যেমন ড্রামায় রাজা-রানীর উচ্চ পার্ট থাকে তাইনা। এই ড্রামাও পূর্ব নির্ধারিত যার পুনরাবৃত্তি হবেই আর বাচ্চারা তোমরা এটাও জানো উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার ভূমিকাও উচ্চতর। তোমাদের বুদ্ধিতেও সম্পূর্ণ অনন্ত ড্রামার ধারণা হয়েছে। সুপ্রিম সোল বাবা কীভাবে সাধারণ শরীরে প্রবেশ করেন। শাস্ত্রে তো অর্জুনের রথকে ঘোড়ার গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। রথের অর্থ কত বড়। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন শিববাবার রথ। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বলছেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সব ব্যাখ্যা করি। এই জ্ঞানের কথা কোনও শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই। শিববাবা ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেন। সম্পূর্ণ নতুন বিষয় হওয়ার কারণে কারো বুদ্ধিতেই বসে না। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে, তিনি এই শরীরে বসে আছেন। এনাকে তো তোমরা দাদা বলতে। এই বাপদাদা দুজনেই কম্বাইন্ড রূপে আছেন। তোমরা বাপদাদা বলে থাকো তাইনা। প্রথমে বাবা তারপর দাদা। আবার ইনিই (ব্রহ্মা) তোমাদের মা। এই গুহ্য বিষয় তিনি বুঝিয়ে বলেন। ইনি হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী। সাগর নন। সবচেয়ে বড় নদী এনাকেই বলা হয়। তারপর সরস্বতী। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত জ্ঞানের গঙ্গা। ওরা (ভক্তি মার্গে) তারপর চিত্র তৈরি করেছে। ব্রহ্মপুত্র কোথা থেকে নির্গত হয়েছে, ওরা কিভাবে জানবে। এরপর সিন্ধু সরস্বতীর নামও আছে। কিছু না কিছু অল্প-স্বল্প অনেক শাস্ত্রেই আছে। আত্মাই পবিত্র, আত্মাই পতিত হয়। শরীরের জন্য এ'কথা বলা হয় না, আত্মার জন্যই বলা হয়। এই সময় প্রায় সবাই পতিত হয়ে গেছে। কারো শরীর পবিত্র নেই। সবাই পাপ আত্মা। সবচেয়ে বেশি পুণ্য আত্মা তোমরাই হও। সবকিছুই শিববাবাকে সমর্পণ করে থাকো। এমন অনেকেই আছে যারা একটা-একটা করে সারেন্ডার করিয়ে থাকে। লোভকে সারেন্ডার (ত্যাগ) কর, অমুক জিনিস ত্যাগ কর। এখানে তোমরা যখনই বাবার হয়ে গেছ, তখনই সবকিছু বাবার কাছে সারেন্ডার করে দাও। বাবা তারপর উপহার দিয়ে থাকেন। যে যত শ্রীমৎ অনুসারে চলে, সারেন্ডার করে সে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। প্রধান কথাই হলো শিববাবাকে স্মরণ করা। শিববাবা এখানে আসেন ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করতে। সারাদিন তো এনার মধ্যে বসে থাকবেন না। সেকেন্ডের বিষয়। তোমরা স্মরণ করবে আর তিনি এসে যাবেন। তোমরা মনে কর যে বাবা সবসময় এনার মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজেই ভুলে যান। এই সময় বাবা স্বয়ং বলছেন আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। বিবেকও বলছে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখন মনুষ্য সংখ্যা অধিক হয়ে গেছে। বিনাশের জন্য জোরদার প্রস্তুতিও চলছে, এটাও তোমরা জানো। যদিও সবাই বলে থাকে বিনাশ তো হবেই কিন্তু তারপর কি হবে, এটা কেউ জানেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে জানে যে বাবা এসেছেন, রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরাও বাবার সাথে সার্ভিসে সহযোগ দিচ্ছি। তিনি কাঁটাকে ফুল বানাচ্ছেন। ভক্তি মার্গের ওরা তো বাবাকে জানেই না। যদি বলে যে শাস্ত্র পড়লে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পথ পাওয়া যায়, তবে তো সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবা বলেন পরমধামে কেউ-ই ফিরে যায়নি। কেউবা মনে করে নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন রূপে উৎপন্ন হবে। দুনিয়াতে অনেক মত-মতান্তর আছে। বাবা বলেন এ'সবই অসত্য। সত্য বলেন একমাত্র বাবা। বলাও হয়ে থাকে সত্য শ্রী অকাল মূর্তি। সমস্ত আত্মারা অকাল মূর্তি (অমর, অবিনাশী)। সুতরাং সত্য শ্রী (সত্য, সুন্দর) অকাল মূর্তি একজনই। বাকি সবই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। সত্য, জ্ঞানের বিষয় প্রসঙ্গেই বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর সম্পর্কে যে জ্ঞান দিয়ে থাকে সে'সবই মিথ্যে। ঈশ্বরীয় নলেজ একমাত্র ঈশ্বরই এসে দিয়ে থাকেন। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। যখন নাটকের শেষ পর্ব চলে তখন কলাকুশলীরা বুঝতে পারে এখন নাটক শেষ হতে চলেছে এবার আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাব। আমরাও সবাই অ্যাক্টর যখন আমাদেরও নলেজ সম্পর্কে জানা উচিত যে এখন অল্প কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। বাবা এসেছেন আমরা সমস্ত আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু কবে নিয়ে যাবেন, এই ব্যাপারে কিছু বলেন না কেননা এটাই ড্রামা। হঠাৎ করেই সবকিছু ঘটতে থাকবে। যতটুকু সম্ভব অন্যদেরও এই বিষয়ে বোঝাতে হবে। ওরা এতো বুঝতে পারে না যে এটাই সঠিক - কিন্তু যে বলছে সে তো অবশ্যই বুঝতে পারছে তবেই তো বলছে না ? বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাতে হবে - লৌকিক বাবার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে উত্তরাধিকার নিয়ে আসছ। এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। তীর তাদেরই লাগবে যারা কল্প পূর্বে নিয়েছিল। বাচ্চারা তোমরা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ কর যে আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। গভর্নমেন্টের সার্ভেন্ট ৮ ঘন্টা সার্ভিস করে, তোমাদেরও ৮ ঘন্টা এই স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে হবে। শেষে তোমরা ৮ ঘন্টা এই সার্ভিসে থাকবে তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে পারবে। সবাই তো করতে পারবে না। যদিও কেউ তীর পুরুষার্থ করে থাকে কিন্তু তারপরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ্য বড় কঠিন।

বাচ্চারা তোমরা জানো বাবাকে সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে। কখনো কখনো ব্রহ্মারও খেয়াল হয় যে এখন তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবার সংস্কার এনার মধ্যে ভর্তি করতে থাকেন। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) পুরুষার্থী। এখন

খেলা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, যদি এটাও কেউ স্মরণ করে তো একে বলা হয় মন্মনাভব।

তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছ। সামনে বসে শুনলে মনে ছাপ পড়ে যায়। মুহূর্তে-মুহূর্তে স্মরণ কর যে এখন ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মৃত্যু ভয় শেষ হয়ে গেছে। মরতে কখনও দ্বিধা করা উচিত নয়। দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহী-অভিমানী ভালো সার্ভিস করতে পারবে। জ্ঞানী আত্মার প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে ধ্যানীর সার্ভিস নয়, জ্ঞানীর প্রয়োজন। বাবার সমান জ্ঞানী আত্মাই হল বাবার প্রিয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য বাবার সার্ভিসের সহযোগী হতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে।

২) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের যাত্রায় থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মৃত্যুকে ভয় পেও না, কেননা বুদ্ধিতে আছে "এখন ঘরে যেতে হবে"।

বরদানঃ-

নিজেকে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী মনে করে সব সাধারণত্বকে সমাপ্তকারী পরম এবং শ্রেষ্ঠ ভব যেমন বাবা পরম আত্মা, তেমনই বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বাচ্চারাও প্রতিটি বিষয়ে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। চলতে-ফিরতে, আহার আর পানীয় গ্রহণ করতে করতে বিশেষ পার্টধারী মনে করে ড্রামার স্টেজে ভূমিকা পালন কর। প্রতিটি কর্ম করার সময় নিজের ভূমিকার প্রতি যেন অ্যাটেনশন থাকে। বিশেষ পার্টধারী কখনোই অলস হতে পারে না। যদি হিরো অ্যাক্টর সাধারণ অ্যাক্ট করে তবে সবাই হাসবে। সেইজন্যই প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সঙ্কল্প সব সময় যেন বিশেষ হয় সাধারণ না নয়।

স্লোগানঃ-

নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী করতে পারলে সেবাতে বৃদ্ধি স্বতঃতই হবে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য- "নিরন্তর স্মরণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ থাকা"

দেখো, পরমাত্মার আদেশ হচ্ছে আমাকে নিরন্তর স্মরণ কর - এখন নিরন্তর শব্দের রহস্যকে বুঝতে হবে। নিরন্তর বলা হয় তাকে যার মধ্যে কোনো অন্তর নেই, একটানা যোগ, যা কখনো খন্ডিত না হয়, তাকে অটুট যোগও বলা হয়। পরমাত্মা প্রতিজ্ঞা করছেন, যদি আমাকে নিরন্তর স্মরণ কর তাহলে আমি তোমাদের করা অতীতের পাপ কর্মকে ভস্ম করে দেব। সুতরাং এই সেই জ্ঞান অগ্নি যাতে বিকর্ম দহন হয়। এই বাবা ধর্মরাজও, যিনি সাজা দিয়ে বিকর্ম বিনাশ করতে পারেন। তাহলে বাবার ভালবাসার সাথে তা করবার নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো পদ্ধতি আছে। সুতরাং যারা প্রাকটিক্যাল ভাবে তাঁর বাচ্চা হয়েছে, তাদের প্রতি বাবার আদেশ বাচ্চারা - মন্মনাভব, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করলে তোমরা বিকর্মাজিত হতে পারবে, ধর্মরাজের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। পরমাত্মার কাছে বিকর্ম বিনাশ করার দুটি উপায় আছে - এক হচ্ছে শাস্তি দিয়ে পবিত্র করে তোলার উপায়, দ্বিতীয় হল যোগের দ্বারা পবিত্র হওয়ার উপায়, যার দ্বারা পাপ নাশ হয় আর জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত হয়। দুঃখের আবাগমন (আসা - যাওয়া) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরমাত্মার স্মরণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা - ওম শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের হৃদয় রূপী আয়নাতে দেখো যে নিজের মধ্যে কোনো ভূত নেই তো, ভূতকে তাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে বাবার সাথে বাচ্চাদের কোন রীতি চলে যা বাইরের দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ?

*উত্তরঃ - দুনিয়াতে বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলে, কিন্তু এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার বলেন। বাবা স্বয়ং বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবায় এসে উপস্থিত হয়েছি, তাই তোমরা বাচ্চারা হলে আমার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু। দ্বিতীয়তঃ, আমি হলাম নিরহংকারী, নিরাকারী পিতা ; সুতরাং অবশ্যই আমি প্রথমে নমস্কার বলব। এটা হলো সঙ্গমযুগের অনন্য রীতি।

ওম্ শান্তি । বাবা যখন আসবেন তখন প্রথমে বাচ্চাদের নমস্কার বলবেন নাকি বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলবে ? (বাচ্চারা বাবাকে বলবে) না। প্রথমে বাবাকে নমস্কার বলতে হবে। সঙ্গমযুগের রীতিনীতি হলো সবথেকে অনন্য। বাবা স্বয়ং বলেন - আমি সকলের পিতা, তোমাদের সেবায় এসে উপস্থিত হয়েছি, সুতরাং অবশ্যই তোমরা বাচ্চারা হলে বড় তাই না। দুনিয়াতে তো বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলে, এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার বলেন। গায়ন রয়েছে তিনি নিরাকারী, নিরহংকারী তাই তাঁকে তা দেখাতে হবে। ওরা তো সন্ন্যাসীদের পায়ে প্রণাম করে, এমনকি তাদের পায়ে চুম্বন করে, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না। বাবা তো কল্পের পরে বাচ্চাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তোমরা হলে দীর্ঘদিনের হারানিধি সন্তান, এইজন্য বাবা বলছেন, মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছো। ভগবান দ্রৌপদীর পায়ে মালিশ করেছিলেন তাই তিনি ছিলেন সেবক। 'বন্দে মাতরম্' কে বলেছেন ? বাবা। বাচ্চারা বোঝো যে, বাবা সমগ্র সৃষ্টির অসীম সেবায় এসেছেন। এই সৃষ্টিতে কত আবর্জনা রয়েছে, এটা হলো নরক। তাই বাবাকে আসতে হয় নরককে স্বর্গ বানানোর জন্য। তিনি হৃদয়ে অনেক ভালোবাসা নিয়ে আসেন। তিনি জানেন তাঁকে বাচ্চাদের সেবায় আসতে হয়। প্রত্যেক কল্পে সেবায় উপস্থিত হয়েছেন। এখানে বসে সকলের সেবা হয়ে যায়। এমন নয় যে তাঁকে সবার কাছে যেতে হবে। একমাত্র তিনিই হলেন সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকারী দাতা। মানুষ কোনো সেবা করতে পারে না যা তার সেবার সাথে তুলনা করা যায়। তাঁর সেবা সীমাহীন।

গীত :- জাগো সজনীরা জাগো... কত সুন্দর গীত এটা। নতুন যুগ সম্পর্কেও বোঝানো উচিত। ভারতবাসীদের জন্যই যুগ রয়েছে। ভারতবাসীদের থেকে মানুষ শোনে যে, অতীতে সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগ ছিল, কারণ তারা দ্বাপর যুগে আসে। তাই অন্যদের থেকে শোনে যে, ভারত প্রাচীন ভূমি ছিল, সেখানে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যা এখন নেই। গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের মাতা-পিতা, বাকি সব পরে আসে। সুতরাং এটা হলো সবথেকে প্রাচীন ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, এক গীতা হলো মুখ্য, যা সকলের বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু তারা কী আর বিশ্বাস করে ! তারা নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করে। এটা তো জানে না যে ভগবান কখন গীতা উচ্চারণ করেছিলেন ? গীতা হলো বাবার উচ্চারিত ধর্মগ্রন্থ। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে জটিল করে দিয়েছে, এই কারণেই তারা বলতে পারে না কখন শিব রাত্রি উদযাপন করা উচিত। শিব জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। কখনো শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ গায়ন করা হয় না, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ গায়ন করা হয়। এর থেকেই বিনাশের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তোমরা এখন সত্যিই দেখছো। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তারপর আর অনেক ধর্ম থাকবে না। কৃষ্ণও তখনই আসবেন যখন অন্যান্য ধর্ম আর থাকবে না। বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। সকলকেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাই না, সবাই বাবাকে সেলাম জানাবে। বাবাও এসে বাচ্চাদের সেলাম জানান, তারপর বাচ্চারা বাবাকে সেলাম জানায়। এই সময়ে বাবা সাকারে এসেছেন। এখানে তো সকল আত্মারা বাবার সাথে মিলিত হতে পারবে না কারণ কোটির মধ্যে কিছুজনই আসবে। তাহলে সকল ভক্তরা তাঁর সাথে কখন এবং কোথায় মিলিত হবে ? যেখানে ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানেই গিয়ে মিলিত হবে। ভগবানের নিবাস স্থান হলো পরমধাম। বাবা বলেন, আমি সমস্ত বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে পরমধামে নিয়ে যাই। এটা হলো তাঁরই কাজ। বাবাকে পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য আসতে হয়। তিনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার, তাই অবশ্যই স্বর্গ সৃষ্টি করবেন তাই না ! রাবণ নরক সৃষ্টি করে আর বাবা স্বর্গ সৃষ্টি করেন। ওঁনার সঠিক নাম হলো শিব, বিন্দু। আত্মাও হলো বিন্দু, ভ্রুকুটির মধ্যে কেবল বিন্দুই থাকতে পারে। সুতরাং আত্মা যেমন, তেমনই পরমাত্মা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত রয়েছে। যা কখনো মুছে যাবে

না, চিরকাল অব্যাহত থাকবে। কত গভীর বিষয় !

এখন মানুষ শান্তি চায় কারণ সবাই শান্তিতে যেতে চলেছে। তারা বলে সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। গীতায় বলা হয়েছে রাজযোগের মাধ্যমে তোমরা রাজাদেরও রাজা হবে, তাই যারা সুখকে কাক বিষ্ঠার সমান মনে করে তারা কীভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করবে ? এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গের বিষয়। ঘর-পরিবারে থেকেও তোমাদের কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। শিববাবাও বলেন, আমি প্রথমে এই একজনকে (সাকার ব্রহ্মা) বোঝাই। এটা হলো শিববাবার চৈতন্য ঘর। প্রথমে ইনি (ব্রহ্মা) সবকিছু শেখেন, তারপর ওনার থেকে সমস্ত অ্যাডপ্টেড সন্তানরা নস্বরক্রমে শেখে। এগুলো খুবই গভীর বিষয়। সঙ্গতি দাতা পতিত পাবন স্বয়ং এসে এই সমস্ত রহস্য বোঝান। এমন নয় যে তিনি ওখান থেকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তো এখানে আসেন। স্মরণিক হিসেবে শিবের অনেক মন্দির রয়েছে। তিনি স্বয়ং বলেন, আমি সাধারণ ব্রহ্মার তনে আসি। সে নিজেই তার জন্মকে জানে না। এটা কেবল একজনের কথা নয়। সবাই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা বসে আছো, ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই বোঝান। যজ্ঞ সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যারা গীতা শোনায়, তাদের কাছে তো ব্রাহ্মণ নেই, এইজন্য ওটা যজ্ঞ নয়। এটা হলো অসীমের পিতার দ্বারা তৈরি অনেক বড় যজ্ঞ। দীর্ঘদিন ধরে বড় বড় যজ্ঞ কুন্ডে আগুন লেগেছে। ভান্ডারা এখনো চলেছে। কখন শেষ হবে ? যখন সমগ্র রাজত্ব স্থাপন হয়ে যাবে। বাবা বলেন তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তারপর ক্রম অনুসারে পার্ট প্লে করার জন্য পাঠাবো। এরকম আর কেউ বলতে পারে না যে আমি হলাম তোমাদের পান্ডা (পথপ্রদর্শক), তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তিনি পতিত মানুষদের পবিত্র করে নিয়ে যান। তারপর নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করার সময়ে পার্ট প্লে করার জন্য আত্মারা আসতে শুরু করে। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে, কেবল একটা ধর্ম নেই। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ এর মাধ্যমে সকলের গতি সদগতি হয়ে যায়। ভারতবাসীদের মধ্যেও তারা ইত্তান গ্রহণ করে যারা প্রথমে পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রথমে তারা আসতে শুরু করে এবং তারপর ক্রম অনুসারে সবাই আসবে। সকলকেই সত্য, রজঃ, তমঃ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এখন কল্পের আয়ু শেষ হয়েছে। সমস্ত আত্মারা আছে, বাবাও এসে গেছেন। প্রত্যেককে নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। নাটকে সমস্ত অভিনেতারা একই সময়ে স্টেজে আসতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের সময়ে আসে। বাবা বুঝিয়েছেন - ক্রম অনুসারে কীভাবে আসে। জাত-পাতের রহস্যও বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মণদেরই শিখা রয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কে সৃষ্টি করেছে ? শূদ্ররা তাদের সৃষ্টি করবে না। শিখার উপরে রয়েছেন ব্রাহ্মণদের পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। সুতরাং তোমরা হলে শিববংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা হয়ে যাবে। বংশের হিসাবও বোঝানো দরকার। বাচ্চাদের উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ সবাই তো একইরকম সুচতুর নয়। নতুন কারও কাছে পন্ডিত ব্যক্তির আসে বিতর্ক শুরু করলে সে বোঝাতে পারবে না। তাই বলা উচিত, আমি তো নতুন, আপনি এই সময়ে আসবেন তখন আমাদের বড় দিদি আপনাকে বোঝাবেন। সে আমার চেয়েও দক্ষ। ক্লাসে তো সবাই নাম্বার ওয়াইজ হয়। এতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয়। নাহলে তোমাদের সম্মান চলে যাবে। তারা বলবে বি.কেরা ভালোভাবে বোঝাতে পারে না। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে তাদের সিনিয়ার কারো কাছে রেফার করা উচিত। বাবাও তো বলেন - আমি উপরে জিজ্ঞাসা করব। মহারথী, ঘোড়া সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য রয়েছে তাই না ! কেউ কেউ সিংহারোহীও হয়। সিংহ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। যদিও তারা জঙ্গলে একা থাকে এবং হাতি সব সময় পালের মধ্যে থাকে। তারা একা থাকলে কেউ তাদের মেরে ফেলত। শক্তিরেও সিংহ বাহিনী দেখানো হয়।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ বলা ভুল। কৃষ্ণের শাস্ত্রকে তো সমস্ত ধর্মের লোকেরা মানবে না। তোমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন। তাঁদেরকে গড-গডেজ'ও বলা হয়। ঈশ্বর তো আলাদা। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তাঁরা হলো পালনের নিমিত্ত। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয় তাহলে বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও প্রথমে ভগবান বলতে হবে। তোমরা জানো ভগবান ছাড়া কেউ গীতা বলতে পারে না। ভগবানের মুখ দ্বারা গাওয়া গীতা। এটা শ্রী শ্রী রুদ্রের গীতা, আর কেউ বলতে পারে না যে এই গীতা তার মুখ থেকে এসেছে। শিববাবা ব্যতীত অন্য কারও মুখ থেকে গীতা আসতে পারে না। গীতা হলো মা এবং এর রচয়িতা হলেন শিববাবা। উনি বসে মৌখিকভাবে বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই না। সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টির জ্ঞান দেবেন, এই কারণে ঋষি-মুনিরাও বলে থাকেন যে ঈশ্বর অসীম। ঈশ্বরের গতি মতি ঈশ্বরই জানেন। ঈশ্বরের মত অর্থাৎ শ্রীমৎ যার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়, এটাই ভালো। গতির সাথে সদগতি দুটোই বলতে হবে। কারণ ভারতে যখন স্বর্গ হয় তখন অন্যান্য ধর্মের সবাই মুক্তিতে থাকে। ভারতবাসীরা সদগতি অর্থাৎ জীবনমুক্তিতে থাকে। বাবা এই সমস্ত রহস্য বোঝান যা তোমাদের ধারণ করতে হবে। ভক্তি মার্গের লোকেরা বলে বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে ঈশ্বরের পথ খুঁজে পাওয়া

যায়, কিন্তু এইরকম তো নয়। এটা কী আর সিমলার কোনো পাহাড় যে, যেখান থেকেই যাও পৌঁছে যাবে ! এখানে তো প্রিয়তমকে সজনিদের কাছে আসতে হয়। সজনিদের শৃঙ্গার করতে হয় স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। সবাই মহারাজা-মহারানী হতে চায়, কিন্তু বাবা বলেন প্রথমে তো নিজের মুখ দেখো। নারদের কথাও হলো এই সময়েরই। তিনি লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে প্রথমে তার মুখ দেখতে বলা হয়েছিল। বাবাও বলেন নিজের হৃদয় রূপী আয়না দেখো। কামের ভূত আসে না তো ? যাচাই করতে থাকো এবং ভূতদের তাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে থাকো। বাবা তো সমস্ত যুক্তি বলতে থাকেন। মনে তো অনেক সংকল্প আসবে কিন্তু কর্মে আসা উচিত নয়। বাবা ভালো কর্ম শেখান তাই না। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতির জ্ঞানও গীতাতে রয়েছে, আর কেউ তো জানে না। মায়া বিকর্ম করতে বাধ্য করে, সত্যযুগে এর অস্তিত্ব নেই। শ্রীমৎ অনুসারে চললে তবেই তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। এটা কোনো মানুষের মত নয়। বাবার শ্রীমতের দ্বারা স্বর্গ তৈরি হচ্ছে, অন্যদের মত দ্বারা স্বর্গবাসী হতে পারবে না বরং আরও পদদ্রষ্ট হয়ে যাবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো এখন এক ধর্মের স্থাপন হচ্ছে। তোমরা যোগবলের দ্বারা ছদ্মবেশী উপায়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছে। হাতে অস্ত্র ইত্যাদি কিছু নেই। তোমাদের জ্ঞানের তীর-ধনুক ইত্যাদি আছে। ওরা স্থূল রূপে দেখিয়ে দিয়েছে। এই সব হলো গুপ্ত শক্তি। দেখো শক্তিদের কত পূজা করা হয়। ১০ বা ২০ ভূজধারী কেউ নেই। সবার দুটি ভূজ থাকে। মনুষ্য সৃষ্টিতে ৮-১০ ভূজধারী কেউ হয় না। সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুর ৪ টি ভূজ দেখানো হয়, এটি অর্থপূর্ণ। বীজকে জানলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান এসে যায়।

আচ্ছা - জ্ঞানের খাজানা তো বাচ্চারা প্রাপ্ত করতে থাকো, তখন তোমাদের মুখ মিষ্টি করানোর জন্য টোলি খাওয়ানো হয়। শিববাবা নিজে খান না, সমস্ত কিছু হলো বাচ্চাদেরই জন্য। রাজস্বও হলো বাচ্চাদেরই জন্য। লক্ষ্মী-নারায়ণও অবশ্যই তাঁদের সন্তানদের দিতেন। তাঁরা সবাইকে বিতরণ করবে না, এই বাবা সমস্ত বাচ্চাদের দেন। ওখানে প্রজারাও বলবে আমরা হলাম স্বর্গের মালিক। সুখ তো প্রজাদেরও রয়েছে। দুঃখের নামও নেই। বাকি নশ্বরের ক্রমে তো হয়। ওখানে প্রচুর সোনা থাকে। এখানে তো সমস্ত খনি খালি হয়ে গেছে। গায়নও রয়েছে কারো ধন-সম্পদ ধুলোয় মিশে যাবে, কারোর সম্পদ রাজা অর্থাৎ সরকার গ্রাস করে নেবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজের থেকে বড়দের সামনে রাখতে হবে। কেউ বিতর্ক করলে সিনিয়রদের কাছে রেফার করো। সম্মান হারিয়ে ফেলো না ।

২) চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। প্রথমে পরিবারের কল্যাণ করতে হবে, ঘর-পরিবারে থেকেও কমল পুষ্পের সমান পবিত্র হতে হবে।

বরদানঃ:- দেহের অহংকার বা অভিমানের সূক্ষ্ম অংশকেও ত্যাগ করে আকারী তথা নিরাকারী ভব কারো কারো স্থূল রূপে দেহ ভাব বা অভিমান থাকে না, তবে তাদের দেহের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিশেষ সংস্কার, বিশেষ বুদ্ধি, বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রতিভা বা কোনও বিশেষ শক্তি - এগুলোর অভিমান অর্থাৎ অহংকার, নেশা, কতৃষ্ণ থাকে, এগুলো হলো দেহ-অভিমানের সূক্ষ্ম রূপ। এই অভিমান কখনো আকারী ফরিস্তা বা নিরাকারী হতে দেবে না, এইজন্য এর অংশ মাত্রকেও ত্যাগ করো তাহলে সহজেই আকারী তথা নিরাকারী হতে পারবে।

স্নোগানঃ:- উপযুক্ত সময়ে সহযোগী হও তাহলে পদম গুণ রিটার্ন পেয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে নিজের দৈনন্দিন চার্ট দেখো, কোনও কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়নি তো ! সারাদিনে কোনও ভুল হলে নিজেকে নিজেই শাস্তি দাও”

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের ব্যবসা করার বা উঁচু পদ প্রাপ্ত করার আধার কি?

*উত্তরঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের ব্যবসা করতে হলে বাবার প্রতিটি শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা বলেন, বাচ্চারা - যদি উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে অন্তরে যা কিছু খারাপ সংস্কার আছে, সেগুলিকে বের করে দাও। কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে অনেক ক্ষতি হয়, এইজন্য কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গুপ্ত গতি, যেটা বাবা বুঝিয়েছেন, সেটা বুদ্ধিতে রাখো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছে ? প্রত্যেক কথাতেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বাবা যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করো আমি আত্ম-অভিমানী হয়ে বসে আছি ? বাবাকে স্মরণ করছি ? তোমরা হলে সেনা। ওখানকার সেনাতে কেবল যুবকরাই থাকে, তোমাদের এই সেনাতে বৃদ্ধ যুবক বাচ্চা ইত্যাদি সবাই আছে। ৮০ থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধও আছে। তোমরা হলে সেনা - মায়ার বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্ত করার জন্য। প্রত্যেককে মায়ার বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্ত করে বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী, অত্যন্ত প্রবল। অনেক তুফান নিয়ে আসে। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়। সব থেকে বেশী ধোঁকা দেয় কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ? চোখ সবথেকে বেশী ধোঁকা দেয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় - স্ত্রী-পুরুষ যাই হও, তথাপি বুদ্ধির দ্বারা মনে করবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। না হলে তো চোখ অনেক ধোঁকা দিয়ে দেবে। এটাও চার্টের মধ্যে লিখতে হবে - সারাদিনে আমাকে কোন্ কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দিয়েছে ? চোখ প্রথম নম্বরের ধোঁকা দেয়। অনেক ক্ষতি করে দেয়। সূর্যদাসের উদাহরণ তো জানো, “আমার চোখ ধোঁকা দিয়েছে তো চোখটাকেই নষ্ট করে দিয়েছি।” যদিও বাচ্চারা সেবা খুব ভালো করছে - কিন্তু মায়াও কম নয়। চোখ অনেক ধোঁকা দেয় আর একদম পদত্রস্ত করে দেয়। যে বাচ্চারা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবে সে সারাদিন নোট করতে থাকবে যে আমি কোনও ভুল তো করিনি! ভক্তি মার্গেও নিজেকে চাটি মারতে থাকে, যাতে স্মরণ থাকে এই কাজ আর কখনো করবে না। সেইরকমই এক্ষেত্রেও তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। চোখ যদি কখনো ধোঁকা দিয়ে দেয় তাহলে নিজেকে শাস্তি দাও। সেখান থেকে প্রস্থান করে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে না। বেশীরভাগ সন্ন্যাসীরা চোখ বন্ধ রেখে বসে থাকে, স্ত্রীলোককে দেখেও না। সেখানে পুরুষরা আগে বসে, নারীরা পিছনে বসে। এখানেও বাচ্চারা তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত করা সহজ লভ্য নয়।

এখন বাচ্চারা তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। বাবা বলেন, সঙ্গমের সাথে-সাথে পুরুষোত্তম শব্দটি অবশ্যই লেখো, যাতে কাউকে বোঝাতে খুব সহজ হয়। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছ। গায়ন আছে তাইনা - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না... কোন্ মানুষ ? কলিযুগের মানুষ। দেবতার তো থাকেন সত্যযুগে। তাই কলিযুগের মানুষকে দেবতা, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্যই বাবা আসেন। এটাও এখন তোমরা জানো। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে। অনেকেই আছে যারা কখনো স্বর্গকে দেখবেও না। বাবা বলেন তোমাদের এই ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী। যদিও গাইতে থাকে - হেভেনলি গড ফাদার, কিন্তু তিনিই যে স্বর্গের স্থাপন করেছেন, এটা জানেনা। অন্যান্য ধর্মের আত্মারাও বলে হেভেনলি গডফাদার। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে স্বর্গে আমাদের কোনও পার্ট-ই নেই। খ্রীস্টান ধর্মের আত্মারা নিজেরাই বলে যে স্বর্গোদ্যান ছিল। এই দেবী-দেবতাদেরকে গড-গডেজও বলা হয়। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে অবশ্যই গড এসে এঁাদেরকে গড-গডেজ বানিয়েছেন। তোমাদেরকে বাবা এখন এই রকম তৈরি করছেন। তাই তোমাদেরকে পরিশ্রমও করতে হবে। প্রতিদিন নিজের সাথে নিজে কথা বলা, জিজ্ঞাসা করো আমাকে কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয় ? মুখও কম নয়। ভালো কোনও জিনিস দেখলে মন চাইবে যে এটা খাই.... আগে বাচ্চারা তোমাদের জন্য বিচার সভা বসানো হতো। যে যা ভুল করেছে সে সেখানে সেটা বলতো। শিব বাবার যন্তু থেকে কোনও জিনিস চুরি করা হল অত্যন্ত খারাপ কর্ম। কিন্তু মায়া অনেকেরই নাক ধরে নেয়। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা খারাপ সংস্কার যা কিছু আছে, সেসব বের করে দাও। না হলে তো উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যদিও স্বর্গে যাবে - কিন্তু কোথায় রাজা, কোথায় প্রজা.... প্রজাতেও গরীব-ধনী হয়ে থাকে। তাই কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অনেক সাবধানে রাখতে

হবে। দৈনন্দিন চার্ট রাখতে হবে - এটাও এক প্রকারের ব্যবসা, তাই না! কোনও বিরল ব্যক্তিই এই ব্যবসা করতে পারে।

বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, যদি আমার সাথে ব্যবসা করতে হয়, উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে আমার নির্দেশ অনুসারে চলো। মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেবে অবশ্যই, যদি বাবার শ্রীমতে না চলো তাহলে অস্তিম সময়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন তোমরা অনেক অনুতাপ করবে। এখন তো সবাই বলে যে - আমি নর থেকে নারায়ণ হব। কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, বাবার নির্দেশগুলিকে জীবনে ধারণ করো তাহলে অনেক উন্নতি হবে। সারাদিনের দৈনন্দিন চার্ট বের করো। চোখ কোথাও ধোঁকা তো দেয়নি! গন্তব্য অনেক উচ্চ, এইজন্য আট রত্নই সম্মানের সাথে পাশ করবে। যদিও নয় রত্ন হয়, তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তো হলেন বাবা। বাকি থাকলো আট রত্ন, যখন কোনও গ্রহের দশা বসে তখন আট রত্নের আংটি পরে, তাই সম্মানের সাথে পাস করবে আটজনই। বাদবাকিদের কিছু না কিছু দাগ লেগে যায়, এক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এটা হল রাবণ রাজ্য, তাই না! সত্য যুগে এই সব কথাই হবে না কেননা সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। উচ্চপদ দেওয়ার জন্য ভগবান তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বিচার করে দেখো। মানুষ গুরুও করে, তাই না! ইনি তো হলেন সন্ন্যাসী। তারা তো সর্বব্যাপী বলে বাবার থেকে সবাইকে বিমুখ করিয়ে দিয়েছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে - বাবা বলেন, এক আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম পতিত-পাবন। তথাপি তোমরা বলে থাকো যে নুড়ি-পাথরেতে আছেন। এখন বাবা বলছেন, তোমরা সবাই আসুরিক মতে চলে আমার গ্লানি, অপকার করে এসেছ। এখন আমাকে সকলের উপকার করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি কিছু যেন না থাকে। কারণ এর দ্বারা তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে থাকো। কুদৃষ্টি থাকলে তো তারও ভাইব্রেশন আসতে থাকে। অন্যদেরকেও আকর্ষণ করে। বাবা সময়ে সময়ে বাচ্চাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান যে, বাচ্চারা নিজেদেরকে দেখো যে কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে বিকর্ম তো করছো না! এটা হল বিক্রম সম্বৎ, পূর্বে ছিল বিকর্মাজিৎ সম্বৎ। পরে যখন তোমরা বিকর্ম করা শুরু করো তখন থেকে বিক্রম সম্বৎ শুরু হয়। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও বোঝাচ্ছেন। কর্ম তো করতেই হয়। সত্যযুগে তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়। এইসব কথা তোমরা এখন জানছো। অন্যরা তো একদমই ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা-ই এসে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী তৈরি করেন। এই ড্রামার রহস্যকে একদমই কেউ জানে না। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন সবকিছুই জানো। অর্ধেক কল্প পর থেকে পুনরায় অন্যান্য ধর্মের আত্মারা আসতে থাকে, ক্রমশঃ তাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। তাদেরকে গুরু বলা যাবে না। গুরু তো একজন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না অর্থাৎ সঙ্গতি করেন এক বাবা-ই। এখন সকলের সঙ্গতি হবে। তাদেরকে তো ধর্ম স্থাপক বলা যায়, গুরু নয়। সুতরাং তাদেরকে স্মরণ করলে কোনও সঙ্গতি হবে না। বিকর্ম বিনাশ হবে না। তাকেও ভক্তি বলা যায়। জ্ঞানের লাইনে কেবল তোমরাই আছো। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তোমরা সবাই হলে পাণ্ডা, শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা হলাম পথপ্রদর্শক। বাবাও হলেন মুক্তিদাতা এবং পথপ্রদর্শক। প্রত্যেককে মুক্তি দিতে আসেন। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। পুনরায় যদি কোনও বিকর্ম করেছে তো একশত গুণ শাস্তি পেতে হবে এইজন্য যতটা সম্ভব হয় বিকর্ম করো না, যার কারণে নাম বদনাম হয়ে যায়। বিকর্ম করার ফলে পুনরায় বৃদ্ধি হয়ে যাবে, এই জন্য এখন অত্যন্ত সাবধানে থাকো। ভাই-বোনের দৃষ্টি অত্যন্ত পাকা চাই। আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র। শিব বাবার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি তথাপি মায়া অনেক ধোঁকা দিয়ে দেয়। বলা খুবই সহজ যে আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। কিন্তু নির্দেশগুলিও ধারণ করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ সারাদিন এই জ্ঞানের কথাই নিজেদের মধ্যে বলতে থাকবে। দু'জনেই বলবে আমি বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করব। শিক্ষকের কাছে সম্পূর্ণরূপে পড়বো। আরে এইরকম শিক্ষক পুনরায় কখনও প্রাপ্ত হবে কি? এটা কেবল তোমরাই জানো, দেবতারাও বাবাকে জানেনা তো অন্যান্য ধর্মের আত্মারা কীভাবে জানবে। এখন তোমাদেরকে বাবা সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এই জ্ঞান পুনরায় প্রায়ঃলোপ হয়ে যাবে। আমিই প্রায়ঃলোপ হয়ে যাই তো এই জ্ঞান পুনরায় কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে যুক্তি বলে দিচ্ছেন তাই সর্বক্ষণ স্মরণে রাখো যে আমাকে শিব বাবা শোনাচ্ছেন। ইনিও জানেন যে আমিও শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। ইনিও ছাত্র জীবনে আছেন। তোমরাও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। দেবতারা তো সত্যযুগে হলেন। কলিযুগে আছে মানুষ। তাদের মধ্যেও অনেক ধর্ম আছে। এসব অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এখানে আসে তো অনেকেই তথাপি ভাগ্যে নেই তো বলতে থাকে আমাদের সংশয় আসছে, শিব বাবা এঁনার মধ্যে কীভাবে এসে পড়াচ্ছেন। আমি জানিনা। আরে শিব বাবা যদি না আসেন তাহলে শিব বাবাকে স্মরণ কীভাবে করবে, যার দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ওঁনাকে স্মরণ করা ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হতে পারেনা। অনেক শাস্তি পেতে হবে। বাদ-বাকিদের তো এক পয়সার পদ প্রাপ্ত হবে। এই রাজধানী তৈরী হচ্ছে। রাজাদের সামনে দাস-দাসীরাও তো থাকে তাই না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি এখন শরীর ত্যাগ করলে সেখানে গিয়ে কি হবে? তখন বাবা সবকিছু বলে দেবেন। নম্বরের ক্রমে তো হবে তাই না। এই পড়াশোনা হল অত্যন্ত শক্তিশালী, এখানে

অনেক উপার্জন আছে। সাধারণ মানুষ তো উপার্জন করার জন্য কতোই না হযরান হতে থাকে। রাতদিন বুদ্ধি সেখানেই লেগে থাকে। সাড়া লাগাতে থাকে। তোমাদের কাছেও অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসে। বলে, কি করব সময়ই পাইনা। আরে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে, কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের ইষ্টদেবকে তো স্মরণ করে থাকো না? কোনও দেবতাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবেনা। এইজন্য বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, যাতে কেউ এইরকম বলতে না পারে যে আমাকে কেউ বোঝায়নি। বাচ্চারা তোমাদেরকে প্রত্যেককে বাবার সংবাদ দিতে হবে। এরোপ্লেন থেকে পর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার সেবাও খুব ভালো। এমন কেউ যেন বঞ্চিত থেকে না যায় যে আমি জানতেই পারলাম না যে বাবা এসেছিলেন, এইজন্য এইসব করতে হয়।

ব্রহ্মা হলেন শিবের প্রথম বাচ্চা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তিনিও তো বাবা, তাইনা। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা স্বর্গের স্থাপন করেন। বাবা বলেন, আমি ঐনার দ্বারা আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করছি। ভবিতব্য বিনাশের পর বিশ্বে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা হবে। কল্প-কল্প এইরকম স্বর্গের স্থাপনা হয়ে থাকে। সর্বদাই বাবা-বাবা বলতে থাকো। বাবা বললেই চোখ থেকে প্রেমের অশ্রু এসে যাবে। বাবা তোমার সাথে কবে মিলিত হবো! কিন্তু যারা সন্মুখে বসে আছে তারা মানে না, আর যারা সন্মুখে দেখতে পাচ্ছে না তারা ছটফট করছে। আশ্চর্যের বিষয়! লিখতে থাকে, বন্ধন থেকে মুক্ত করো। কেউ কেউ তো বাবার হয়ে পুনরায় মাযার হয়ে যায়। পুনরায় অস্তিমে স্মরণে আসবে। মৃত্যুর সময় সবাই বলে রাম-রাম বলো। শেষে সবার আকর্ষণ হবে। বুঝতে পারবে যে বাবার স্মরণের দ্বারা আমরা আমাদের বিকর্ম তো বিনাশ করি। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজের কল্যাণ করো। বাবার শ্রীমতে চলো। সবাইকে সন্দেশ দিতে থাকো। এরোপ্লেন থেকে কারো কারো যদি এই পর্চা প্রাপ্ত হয় তাহলে সে জাগ্রত হবে (তাদেরকে হিস্ট্রি শোনাতে হবে)। সমগ্র বিশ্বে মুখ্যতঃ ভারতে সুখ-শান্তি তো স্থাপন হবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভাই-বোন বা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্ষা করতে হবে, অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এইরকম কোনও কর্ম যেন না হয় যার দ্বারা বাবার নাম বদনাম হয়ে যায়।

২) বাবার প্রতি কখনও সংশয় নিয়ে আসবে না। প্রেমের সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রাতদিন পড়াশোনার প্রতি একাগ্রচিত হয়ে উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদান:- সর্বদা বিজয়ের স্মৃতির দ্বারা হাসি-খুশীতে থেকে আর সকলকে খুশি প্রদান করে আকর্ষণ মূর্তি ভব আমি হলম কল্প-কল্পের বিজয়ী আত্মা, বিজয়ের তিলক ললাটে সর্বদা ঝলমল করতে থাকলে এই বিজয় তিলক অন্যদেরকেও খুশি প্রদান করবে। কেননা বিজয়ী আত্মার চেহারা সর্বদাই হাসিখুশি থাকে। হাসিখুশি চেহারাকে দেখে এই খুশির পিছনে সর্বদাই সকলে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যখন অস্তিমে কারোর কাছে শোনার সময় থাকবে না, তখন তোমাদের আকর্ষণীয় মূর্তি হাসিখুশি চেহারাই অনেক আত্মাদের সেবা করবে।

স্নোগান:- অব্যক্ত স্থিতির লাইট চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই হল লাইট হাউস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"হোলিহংসের পরিভাষা"

আজ জ্ঞানের সাগর বাবা 'হোলিহংস'দের সংগঠনকে দেখছেন। হোলিহংস অর্থাৎ স্বচ্ছতা এবং বিশেষত্ব সম্পন্ন আত্মারা। স্বচ্ছতা অর্থাৎ মন-বচন-কর্ম, সম্বন্ধ সব এর পবিত্রতা। পবিত্রতার লক্ষণ হিসেবে সর্বদাই সাদা রঙ দেখানো হয়। তোমরা হোলিহংসরাও হলে শ্বেত বস্ত্রধারী, পরিষ্কার হৃদয় অর্থাৎ তোমরা হলে স্বচ্ছতা-স্বরূপ। তন - মন আর অন্তর থেকে সদা বেদাগ অর্থাৎ স্বচ্ছ যেন হয়। তন এর দিক থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে যে যত স্বচ্ছই হোক না কেন, পরিষ্কার থাকুক, কিন্তু মন যদি তার পরিষ্কার বা সাফ না হয়, স্বচ্ছ না হয়, তখন বলা হয় আগে মনকে পরিচ্ছন্ন (সাফ) রাখো ! সাফ মন বা সাফ হৃদয়ে সাহেব রাজী থাকেন (ভগবান আসন গ্রহণ করেন, খুশী হন)। তার সাথে সাথে পরিষ্কার অন্তর যার, তার সকল মনোবাঞ্ছা অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হয়। হংসের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছতা অর্থাৎ পরিষ্কার হয়, সেইজন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে 'হোলিহংস' বলা হয়। চেক করো যে, আমি হোলিহংস আত্মার চারটি বিষয়ে অর্থাৎ তন-মন-অন্তঃকরণ আর সম্বন্ধে স্বচ্ছতা রয়েছে ? সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা - এটাই হল এই সঙ্গমযুগে সকলের লক্ষ্য। সেইজন্যই তোমরা ব্রাহ্মণ তথা দেবতাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হিসেবে প্রশস্তি রয়েছে। কেবল নির্বিকারী বলা হয় না, বরং বলা হয় 'সম্পূর্ণ নির্বিকারী'। ১৬ কলা সম্পন্ন বলা হয়। শুধু ১৬ কলা বলা হয় না, বলা হয় তাতে 'সম্পন্ন'। গায়ন হল তোমাদের দেবতা রূপেরই, কিন্তু হও কখন ? ব্রাহ্মণ জীবনে নাকি দেবতা জীবনে ? হয়ে ওঠার সময় হল এখন 'সঙ্গমযুগে'। সেইজন্য চেক করো যে, কতখানি অর্থাৎ কত পার্সেন্টেজে স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতাকে ধারণ করেছে ?

তন এর স্বচ্ছতা অর্থাৎ সদা এই তনকে আত্মার মন্দির মনে করে সেই স্মৃতিতে স্বচ্ছ রাখা। মূর্তি যত শ্রেষ্ঠ হয় ততই মন্দিরও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ মূর্তি নাকি সাধারণ ? ব্রাহ্মণ আত্মারা সমগ্র কল্পে হল নম্বর ওয়ান আত্মা ! ব্রাহ্মণদের সামনে দেবতারাত্তর হল স্বর্ণ তুল্য আর ব্রাহ্মণ হল হীরক তুল্য ! তো তোমরা সকলে হলে হীরে তুল্য মূর্তি। কত উঁচু হয়ে গেলে তোমরা ! নিজের এতখানি স্বমান জেনে এই শরীর রূপী মন্দিরকে স্বচ্ছ রাখো। সাদা থাকুক কিন্তু স্বচ্ছ যেন হয়। এই বিধির দ্বারা তন এর পবিত্রতা সদা রুহানী সৌরভের অনুভব করাবে। এমন স্বচ্ছতা, পবিত্রতা কতখানি ধারণ হয়েছে ? দেহ ভাব'এ স্বচ্ছতা থাকে না কিন্তু আত্মার মন্দির মনে করলে তখন স্বচ্ছ রাখা হল। আর মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ আর পরিচালনা করতে বাবাই তোমাকে দিয়েছেন। এই মন্দিরের ট্রাস্টি বানিয়েছেন। তোমরা তো তন-মন-ধন সব দিয়ে দিয়েছ, তাই না ? এখন আর সেটি তোমার নয়। আমার বলবে নাকি তোমার বলবে ? তো ট্রাস্টি ভাব স্বতঃতই নষ্টমোহ অর্থাৎ স্বচ্ছতা আর পবিত্রতাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসে। মোহের মধ্যে স্বচ্ছতা নেই, বরং বাবা সেবা দিয়েছেন - এইরূপ মনে করে তনকে স্বচ্ছ, পবিত্র রাখো, তাই তো ? নাকি যেমন আসে সেইরকমই চালাতে থাকো ? স্বচ্ছতাই হল আত্মিকতার (রুহানিয়তের) নিদর্শন।

এই ভাবেই মনের স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা, এরও পার্সেন্টেজকে দেখো। সারাদিনে কোনো প্রকারেরই অশুদ্ধ সংকল্প মনের মধ্যে চলেছে ? তবে তাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বলা যাবে না। মন এর বিষয়ে বাপদাদার ডায়রেকশন হল - তোমার মনকে আমাতে নিযুক্ত করো কিম্বা বিশ্ব-সেবাতে নিয়োজিত করো। 'মন্মনাভব' - এই মন্ত্রের স্মৃতি সদা যেন থাকে। একে বলা হবে - মনের স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা। আর কোনো দিকেই মন যদি ছুটে বেড়ায়, তবে ছুটে বেড়ানো অর্থাৎ অস্বচ্ছতা। এই বিধির দ্বারা চেক করো যে, কত পার্সেন্টেজে স্বচ্ছতা ধারণা হয়েছে ? বিস্তারিত ভাবে তো তোমরা জানোই, তাই না !

তৃতীয়তঃ - হৃদয়ের স্বচ্ছতা। একেও তোমরা জানো যে, 'সততাই হল পরিচ্ছন্নতা'। নিজের স্ব উন্নতির জন্য যা কিছু পুরুষার্থ রয়েছে, পুরুষার্থ যেমনই হোক, সে সব কিছুকে সততার সাথে বাবার সামনে রাখা। অতএব এক - নিজের পুরুষার্থের স্বচ্ছতা, দ্বিতীয় - সেবা করবার সময় কতখানি সততার সাথে অন্তর থেকে সেবা করছে, এর স্বচ্ছতা। যদি এতটুকুও স্বার্থ রেখে সেবা করবে তবে তাকে সত্যিকারের সেবা বলা হবে না। তো সেবাতে সততা আর পরিচ্ছন্নতা কতখানি রয়েছে ? কেউ কেউ ভাবে সেবা তো করতেই হবে। যেমন লৌকিক গভর্নমেন্টের ডিউটি হয়, সেটা সততার সাথে অন্তর থেকে করো, কিম্বা বাধ্য হয়ে করো অথবা অমনোযোগের সাথে করো, যেভাবেই করো করতেই হয়। যেভাবেই হোক ৮ ঘন্টা অতিবাহিত করতেই হবে। সেই রকম অলমাইটি গভর্নমেন্টের থেকে ডিউটি প্রাপ্ত হয়েছে - এই রকম মনে করে সেবা করা, একে সত্যিকারের সেবা বলা হবে না। কেবলমাত্র ডিউটি নয়, বরং ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কারই হল

'সেবা'। তো সংস্কার স্বভাবতই সত্যিকারের সেবা ছাড়া থাকতে দেয় না। তো এইভাবে চেক করো যে, সত্য হৃদয়ের সাথে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনের স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারা সেবা কত পার্সেন্টেজের করেছে ? এতগুলো মেলা করে ফেলেছ, এতজনকে কোর্স করিয়ে ফেলেছ, কিন্তু স্বচ্ছতা আর পবিত্রতার পার্সেন্টেজ কতখানি ছিল ? ডিউটি নয়, বরং আমার নিজস্ব সংস্কার, স্ব-ধর্ম, স্ব-কর্ম এটা।

চতুর্থতঃ - সম্বন্ধে স্বচ্ছতা। এটিকে সার রূপে বিশেষ ভাবে এটাই চেক করো যে, সন্তুষ্টতা রূপী স্বচ্ছতা কত পার্সেন্টেজে রয়েছে ? সারাদিনে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটি আত্মাদের সাথে সম্বন্ধ হয়। তিন প্রকারের সম্বন্ধে তোমরা এসে থাকো। এক - ব্রাহ্মণ পরিবারের, দুই - আগত জিগ্গাসু আত্মাদের, তিন - লৌকিক পরিবারের। তিনটিই সম্বন্ধে সারাদিনে নিজের সন্তুষ্টতা এবং সম্বন্ধে যে সব আত্মারা আসছে সেই সব আত্মাদের সন্তুষ্টতার পার্সেন্টেজ কতখানি ছিল ? সন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - নিজেও সে মনের দিক থেকে হাল্কা এবং খুশী থাকবে আর অন্যরাও খুশী হবে। অসন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - সে নিজেও মনের দিক থেকে ভারী থাকবে। যদি সে সত্যিকারের পুরুষার্থী হবে, তবে বারে বারে না চাইলেও তার সংকল্প আসতে থাকবে যে, যদি এই রকম না বলতাম তবে ভালো হত, এই রকম না করতাম তবে ভালো হত। এটা যদি বলতাম বা এটা যদি করতাম - এ'সব মনে আসতে থাকবে। উদাসীন পুরুষার্থীর তো এটাও আসবে না। তো এই বোঝা খুশী থাকতে দেবে না, হাল্কা থাকতে দেবে না। সম্বন্ধের স্বচ্ছতা অর্থাৎ সন্তুষ্টতা। এটাই হল সম্বন্ধের সততা এবং পরিচ্ছন্নতা। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো - 'সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে' ('সচ তো বিঠো নচ')। অর্থাৎ যে সত্য, সে সদা খুশীতে নাচতে থাকবে। তাহলে শুনলে, হোলিহংসের পরিভাষা ? যদি সত্যতার স্বচ্ছতা নেই, তবে হংস তুমি, কিন্তু হোলিহংস নও। তাহলে চেক করো - সম্পন্ন আর সম্পূর্ণর যে গায়ন আছে, তা কতখানি হতে পেরেছে ? ড্রামা অনুসারে আজই যদি শরীরের হিসাব সমাপ্ত হয়ে যায়, তবে কত পার্সেন্টেজে পাশ হবে ? নাকি ড্রামাকে বলবে - কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো ? এটা তো ভেবে বসে থাকনি যে, আমার তো এখন বয়স কম ? এভাররেডির অর্থ কী ? সময়ের অপেক্ষা করো নাকি যে এখনও ১০ - ১১ বছর রয়েছে ? অনেকেই ২০০০ পর্যন্ত সময়ের হিসাব রের করে। কিন্তু সৃষ্টির বিনাশের ব্যাপার হল আলাদা আর নিজেকে এভাররেডি রাখা হল আলাদা ব্যাপার। সেইজন্য এটা তার সাথে মিলবে না। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন পার্ট। সেইজন্য এটা মনে কর না যে, আমার তো অ্যাডভান্স পার্টিতে পার্ট নেই কিন্তু আমার তো বিনাশের পরেও পার্ট রয়েছে। অনেক আত্মাদেরই রয়েছে, কিন্তু আমি হলাম এভাররেডি। নইলে অমনোযোগিতার অংশ প্রকট হয়ে যাবে। এভাররেডি থাকো, তারপর ২০ বছর বাঁচো কোনো তো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো রকম আধারের উপরে নির্ভরশীল থাকবে না। একেই বলা হবে - 'হোলিহংস'। জ্ঞান-সাগরের উপকণ্ঠে এসেছ না তোমরা! তো আজ হোলিহংসের স্বচ্ছতা শোনালাম পরে বিশেষত্ব শোনাবো।

টিচার্স তোমরা চেক করতে পারো তো, তাই না ? টিচারদের বিশেষতঃ সমর্পিত হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। প্রবৃত্তি থেকে মন থেকে যতই সমর্পিত হোক, তবুও টিচারদের এতে বিশেষ ভাগ্য রয়েছে। কাজই হল 'স্মরণ আর সেবা'। তা সে খাবার প্রস্তুত করুক কিম্বা জামাকাপড় কাচুক - এটাও হল যজ্ঞ সেবা। সেটাও হল তোমাদের অলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য সেবা। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে, তাদের দুটি দিকেই দেখতে হয়। তোমাদের তো হল একটি দিকেরই কাজ, ডবল (দুটো দিক) তো দেখতে হয় না, না ? যারা সততা আর পরিচ্ছন্নতার সাথে বাবা আর সেবাতে সদা তৎপর থাকে, তাদেরকে আর কোনো পরিশ্রম করবার প্রয়োজন হয় না। বলেছিলাম না যে, যোগ্য টিচারের ভান্ডারা (খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি) আর ভান্ডারী (ধন, আগার) সদা ভরপুর থাকবে। চিন্তা করতে হয় না যে পরের মাসে কীকরে চলবে, মেলা কীভাবে হবে ! সেবার সাথে সাথে সাধনও স্বতঃই প্রাপ্ত হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) আকর্ষণ সেবাকে আর সেবাকেন্দ্রকে স্বতঃই বৃদ্ধি করাতে থাকবে। যখন বেশী ভাবতে থাকো যে, জিগ্গাসু কেন বেশী আসছে না, থাকছে না কেন, কেন চলে যাচ্ছে... তাহলে জিগ্গাসু স্থায়ী হবে না। যোগযুক্ত হয়ে রুহানিয়তের সাথে (আত্মিক আর দয়ার ভাব) যদি আস্থান করো, তবে জিগ্গাসু স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। এইরকমই হয়, তাই না ? তাই মনকে সদা হাল্কা রাখো, কোনো প্রকারের বোঝা রেখো না। যে কোনো প্রকারের বোঝা, তা সে নিজেরই হোক বা সেবা সাথীদের, তোমাদেরকে উড়তে দেবে না - সেবাও উচ্ছে উঠতে পারবে না। সেইজন্য সদা দিল সাফ আর মনোবাস্থা পূর্ণ (মুরাদ হাসিল) করতে থাকো। সকল প্রাপ্তি তোমাদের সামনে স্বতঃই আসতে থাকবে। কী শুনলে ? সকল রুহানী প্রাপ্তি হলই ব্রাহ্মণদের জন্য, সেগুলো আর কোথায় যাবে তবে ! অধিকার কেবল তোমাদেরই। অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আচ্ছা -

সকল হোলিহংসদেরকে, চতুর্দিকের সত্য সাহেবকে রাজী করতে পারা সত্য হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে এভাররেডি রাখা নম্বর ওয়ান বাচ্চাদেরকে, সদা নিজেকে গায়ন যোগ্য সম্পূর্ণ সম্পন্ন বানাতে সক্ষম, বাবার সমীপ

বাস্তাদেরকে, সদা নিজেকে অমূল্য হীরে তুল্য অনুভবকারী অনুভাবী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

মহারাষ্ট্র গ্রুপের প্রতি বাপদাদার সাক্ষাৎকার - সদা খুশীতে ভরপুর থাকো ? খুশহাল অর্থাৎ ভরপুর, সম্পন্ন। খুশীতে ভরপুর থাকতে নিজেরও ভালো লাগে অন্যদেরও ভালো লাগে। যেই স্থান খুশীতে ভরপুর থাকে না, তাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । সুতরাং তোমাদের সকলের জীবন খুশহাল হয়ে গেছে । আর চাল কেমন হয়ে গেছে ? উড়তি কলার ফরিস্তার চাল হয়ে গেছে। তাহলে হালও ভালো আর চালও ভালো। দুনিয়ার মানুষ যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন হালচাল কেমন চলছে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে না ? তো তোমাদের হালচাল কেমন ? হাল হল 'খুশহাল' আর চাল হল 'ফরিস্তার' চাল। দুটোই ভালো, তাই না ? খুশীতে ভরপুর থাকলে সেখানে কোনো কাঁটা আসবে না। পূর্বে কাঁটার জঙ্গলে জীবন ছিল, এখন বদলে গেছে। এখন ফুলে ফুলে ভরা জগতে (খুশহালিতে) চলে এসেছো। জীবন এখন সদা দিব্য গুণের ফুল গুলির পুষ্প স্তবকে মোরা (ফুলওয়াড়ী)। দিব্য গুণের পুষ্প স্তবকের চিত্র বানানো হয়েছে না ? সেই দিব্য গুণ গুলির পুষ্প স্তবকে কারা রয়েছে ? তোমরা নাকি অন্য কেউ ? কাঁটার স্তবক তৈরী করা যায় না, ফুলেরই স্তবক তৈরী করা হয়। শুধু পাতা দিয়ে তৈরী করা হলেও বলবে স্তবকটা ঠিক নয়। অতএব তোমরা স্বয়ং দিব্য গুণ গুলির পুষ্প স্তবক অর্থাৎ খুশীতে ভরপুর হয়ে গেছ। তোমাদের সংস্পর্শে যারাই আসবে, দিব্য গুণ গুলির পুষ্পের সুবাস তাদের কাছে আসতে থাকবে আর তোমাদেরকে খুশীতে ভরপুর থাকতে দেখে তারাও খুশী হবে। শক্তিরও অনুভব করবে। সেইজন্য আজকাল ডাক্তাররাও বলে - বাগানে গিয়ে হাটাঘাটি করতে। তো খুশহালি অন্যদেরকেও শক্তিশালী বানায় আর খুশীতেও নিয়ে আসে। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো যে, আমরা হলাম এভার হ্যাপি । তোমরা চ্যালেঞ্জও করে থাকো যে, কেউ যদি এভার হ্যাপি হতে চান, তবে আমাদের কাছে আসুন। আপনাদের সবাইকে বাবার স্মৃতি জাগ্রত করে দেব আমরা। তবে এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি আর এভার হ্যাপি হয়ে যাবেন । এ হল আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই অধিকার আপনার প্রাপ্ত হয়ে গেছে তো ? তোমরা সকলকে বলে থাকো জন্মসিদ্ধ অধিকার। শারীরিক ভাবে যত অসুস্থই থাকো না কেন কিন্তু মন তো খুশীতে ভরপুর, তাই না ? মন খুশী থাকলে জগৎ খুশী, কিন্তু মন অসুস্থ হলে শরীরও ক্যাকাসে হয়ে যায় । মন ঠিক থাকলে শরীরের রোগ ব্যাধিও মনকে স্পর্শ করতে পারবে না। এমনই তো হয়, তাই না ? কেননা তোমাদের কাছে যে সর্বোত্তম খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার রয়েছে । ওষুধ যদি ভালো পড়ে তবে রোগও দূর হয়ে যায়। তোমাদের কাছে খুশীর যে পুষ্টিকর আহার রয়েছে, তা রোগ দূরও করে, ভুলিয়েও দেয়। তাই মন খুশীতে তো জগৎ খুশীর, জীবন খুশীর। সেইজন্য তোমরা যেমন এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দিও তেমনই হ্যাপিও। নিজে থাকলে তখন অন্যকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। নইলে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। নিজের দিকে তাকালে তখন অন্যদের প্রতিও দয়ার অনুভব হবে, কারণ নিজেরই পরিবার যে। সেই আত্মা যেমনই (যেমন সংস্কারেরই) হোক না কেন কিন্তু একই পরিবারের যে। যার দিকেই তাকাবে এই অনুভবই করবে এ তো আমাদেরই ভাই, আমাদেরই পরিবারের। পরিবারের মধ্যেও কেউ কাছের হয়, কেউ দূরের হয়, তাও পরিবারেরই তো বলা হবে তাই না ?

যেমন বাবা হল দয়াবান। বাবার কাছে তো এই প্রার্থনাই করে যে, কৃপা করো, দয়া করো ! তোমরা কৃপা করবে, দয়া করবে তো, তাই না ? কারণ বাবার সমান নিমিত্ত হয়েছে যে তোমরা। ব্রাহ্মণ আত্মাদের কারো প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না। দয়া আসবে, ঘৃণা আসতে পারে না। সবাই হল মায়ার বশ। তো যে পরবশ তার উপরে তো দয়া আসে, ক্ষমার ভাব আসে। যেখানে ঘৃণা আসবে না সেখানে ক্রোধও আসবে না। যখন ঘৃণা আসে তখন রোষ চলে আসে, ক্রোধ চলে আসে। কিন্তু যেখানে ক্ষমা ভাব থাকে সেখানে শান্তির দান দেবে। দাতার সন্তান যে তোমরা ! তবে শান্তি দেবে তাই না ? আচ্ছা !

বরদান:- জ্ঞান খাজানার দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভব করতে পারা সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব
জ্ঞান রঞ্জের খাজানা হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাজানা। এই খাজানার দ্বারা এই সময়ই মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভূতি করতে পারো। বাবার সমান জ্ঞানী আত্মা সে-ই যে দুঃখ আর অশান্তির সব কারণ গুলিকে সমাপ্ত করে অনেক অনেক বন্ধনের রশিকে কর্তন করে মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভব করবে। অনেক ব্যর্থ সংকল্পের থেকে, বিকল্প গুলির থেকে এবং বিকর্ম গুলির থেকে সদা মুক্ত থাকা - এটাই হল মুক্ত আর জীবনমুক্ত অবস্থা।

স্নোগান:- সে-ই বিশ্ব পরিবর্তক যে নিজের শক্তিশালী বৃত্তি গুলির দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করে দেবে।

2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ অতি উচ্চমার্গের পড়াশোনা, এতে মায়া রাবণই বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এর থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখো"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে কবে ?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা অর্থাৎ সেবাপ্রার্থী বাচ্চারা পাকাপাকিভাবে নষ্টমোহ, যোগযুক্ত হবে তখন তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পাবে। তোমরা সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে যাবে। ২) যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে, বাবার প্রতিটি ডায়রেকশনকে গুরুত্ব দেবে তখন সার্ভিসে সফলতা প্রাপ্ত হবে"

*গীতঃ- আমি একটি ছোট বাচ্চা.....

ওম্ শান্তি । বাবা এসে ছোট-ছোট বাচ্চাদেরকেই বুঝিয়ে থাকেন। কেউ ছোট, কেউ মধ্যম, কেউ বড় হয়। বড় তাকেই বলা হয়ে থাকে যে জ্ঞানকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে পারে। যে বোঝাতে পারে না তাকেই ছোট বাচ্চা বলা হয়ে থাকে। ছোট বাচ্চা হলে তখন পদও ছোট হয়ে যায়, এ হলো বুঝবার মতন বিষয়। মানুষ জলে স্নান করে, কুস্ত্র মেলা করে। এখন কুস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গম। সঙ্গমের মেলা তো হয়ই এক সর্ব-বৃহৎ মেলা, যাকে জ্ঞান-সাগর আর জ্ঞান-নদীর মেলা বলা হয়। জলের নদী তো অনেকই রয়েছে। তারাও সকলে সাগরেই পতিত হয়। কিন্তু তাদের (সঙ্গমস্থলে) এত মেলা হয় না, ব্রহ্মপুত্র নদী হলো বড় যা কলকাতার দিকে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। এমনিতে তো সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি অনেক নদীই রয়েছে, যেগুলি সাগরে যায়(মিলিত হয়)। নদী থেকে আবার জলাশয় ইত্যাদি তৈরী হয়। তাহলে বাচ্চারা জানে যে জ্ঞানসাগর হলেন একমাত্র শিববাবা। এই ব্রহ্মাও তাহলে জ্ঞান-নদীই হলেন। এঁনার আর জ্ঞানসাগরের মেলা। বাস্তবে একেই প্রকৃত কুস্ত্র বলা হয়ে থাকে। সর্বাপেক্ষা বড় মেলা হলো এখানে জ্ঞানসাগরের কাছে আসা। এই ব্রহ্মপুত্র (ব্রহ্মা) হলেন সর্ব-বৃহৎ নদী। সর্বপ্রথমে ইনিই বিহীভূত হয়েছেন। এঁনারই হলো সঙ্গম (বাবার সঙ্গে প্রথম মিলন)। (কলিযুগের) অন্তিমে গিয়ে মিলিত হয়েছেন, তাহলে প্রথমে ওঁনার থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। তাহলে জ্ঞানসাগরের থেকে প্রথম আবির্ভূত হন এই ব্রহ্মা। পুনরায় সত্যযুগে প্রথম স্থানেও ইনিই যান। সরস্বতী এবং ব্রহ্মার মেলা নয়, ব্রহ্মপুত্র আর সাগরের মেলা(মিলন)। মানুষ কুস্ত্রমেলায় যায়, সেখানে গিয়ে স্নান করে। অনেক নদীই তো মিলিত হয়। এখানে কত জ্ঞানগঙ্গারা এসে মিলিত হয়। বাবা অত্যন্ত ভালভাবে বুঝিয়েছেন। এই যে নদীতে রোজ স্নান করতে থাকে যারা, তাদের রক্ষা করবে কে ? বাবা বলেন, এ কোনো জ্ঞান-গঙ্গা নয়, এখানে তো কচ্ছপ-মৎস্য সকলেই স্নান করে। যারা রোজ স্নান করতে যায় তাদের বোঝানো উচিত যে তোমরা এ'সব করতে-করতে কাঙ্গাল হয়ে গেছো, তীর্থে গিয়ে মানুষ প্রচুর খরচ করে। এখানে খরচের কোনো কথা নেই। যখন আমি আসি তখন এসে সকলের সঙ্গতি করি। জ্ঞান প্রদান করি। কোন্ জ্ঞান ? মন্মথানাভব। আমাকে স্মরণ করো তাহলে যোগের অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা পবিত্র হবে। যোগের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হতে পারো, জলে স্নান করে নয়। বাস্তবে এ হলো জ্ঞান স্নান। ওগুলি হলো জলের নদী, এগুলি হলো জ্ঞানের নদী, এখানে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একে স্নানও বলা যাবে না। এ তো বাবা মত (শ্রীমৎ) দেন। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য সঙ্গতিতে গিয়ে পুনরায় দুর্গতিতে আসো। সত্যপ্রধান থেকে সত্যঃ, রজঃ, তমঃ-তে অবশ্যই আসতে হবে। এ'সমস্ত কথা তোমরা বাচ্চারাই বোঝ আর এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বাচ্চারাই আসে, আর নতুন কেউ তো আসতে পারে না।

বাবা বলেন -- আমিই বাচ্চাদের সামনে আসি। ইনি হলেন গুপ্ত মাতা। বাচ্চারা, তোমরা কাউকে দিয়ে যখন প্রদর্শনী, মেলার উদ্বোধন করাও তখন তাকে কিছুটা বুঝিয়ে তারপর করানো উচিত। এমন যেন না হয় যে কিছু উল্টো-পাল্টা বলে দেয়। সেবার বৃদ্ধির জন্য বাধ্য হয়ে করতে হয় । কিছু বুঝলে তখন বলতে পারবে -- এই সংস্থা অত্যন্ত ভাল, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করে। কিন্তু এত কিছু বোঝায় না, না কারোর বুদ্ধিতে বসে। যাদের-যাদের দ্বারা উদ্বোধন করিয়েছো, তারা কোনো কথা বোঝেনি। কারোরই নিশ্চয় হয়নি, এত যে এসেছে তাদের মধ্যেও কাউকে বলা হবে আধা(সেমি) নিশ্চয় হয়েছে যে আবার এসে কিছু না কিছু বোঝার প্রচেষ্টা করবে। হাজারে-হাজারে বোঝার জন্য আসে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে ৫-৭ জন বেরোলে বলা হয় কোটি-কোটির মধ্যে কেউ। যখন কোনো প্রদর্শনী মেলা ইত্যাদি করা হয় তখন ৫-৬ জন বেরিয়ে আসে। তা নাহলে মুশকিলই কখনও কেউ আসে। বেশিরভাগই পুরোনোরাই আসতে থাকে। তাতেও কারোর নিশ্চয় অর্ধেক, কারোর চারভাগের একভাগ, কারোর ১০ শতাংশ। বাস্তবে স্কুলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় ব্যতীত তো কেউ বসতে পারে না। নিশ্চয় হলে তখন বুঝবে, ব্যারিস্টার হতে হলে তখন পরীক্ষায় অবশ্যই পাশ করতে হবে। এখানে তো

সংশয়বুদ্ধিসম্পন্নরাও বসে পড়ে। মনে করে ধীরে-ধীরে নিশ্চয় হয়ে যাবে যে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। এখানে নিশ্চয় হওয়ার জন্য বসে। পুনরায় চলতে-চলতে ভেঙ্গেও পড়ে। পড়তে-পড়তে ৪-৫ বছর পরে আবার সংশয় এসে যায় তখন বেরিয়ে যায়। এ হলো অতি উচ্চমার্গের পঠন-পাঠন আর এতে মায়া রাবণ বিঘ্ন ঘটায়। মায়া বুঝতে দেয় না। মায়া বাম্বাদের পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই স্কুল অতি আশ্চর্যের। দিলওয়াড়া মন্দিরের মতো কত সুন্দর স্মারক নির্মিত হয়েছে, ওইটি হলো জড় মন্দির, যারা স্বর্গ স্থাপনের নিমিত্ত হয়ে চলে গেছে - জগদম্বা, জগৎ-পিতা আর তাঁদের সন্তানেরা, তাঁদেরই জড় স্মারক(মূর্তি) নির্মিত হয়। যেমন শিবাজী ইত্যাদিরা সকলেই চৈতন্যে ছিলেন, এখন তাদের জড় স্মারক রয়ে গেছে। এখন জগদম্বা আর জগৎ-পিতা চৈতন্যে (সাকারে) এসেছেন। ৫ হাজার বছর পর পুনরায় সেই ভূমিকাই পালন করবেন যারজন্য তাঁদের চিত্র বেরোবে। প্রথমে তো অবশ্যই চিত্র ছিল না। এ'সকল চিত্র ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর প্রথম চিত্র নির্মাণ শুরু হবে। স্মারকও তো সর্বপ্রথমে শিববাবারই নির্মিত হবে তারপর ওঁনার পর ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের, তারপর তোমরা যারা এখন সেবা করছো তাদেরও বেরোবে। সকলেই পতিত-পাবনকে স্মরণ করে -- কিন্তু বোঝে না যে আমরা পতিত। বাস্তবে সত্যিকারের জ্ঞান এটাই যার দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো গুরু দ্বারা প্রাপ্ত হয়। জলের নদী কি কোনো গুরু হয় নাকি! এ'সমস্ত হলো অন্ধশ্রদ্ধা। অক্যুপেশন(পেশা) জানা ব্যতীত কিছুই পেতে পারো না। এমন নয় যে দর্শন করলেই..... এ'সমস্ত হলো অর্থহীন। দর্শনের কোনো কথাই নেই। বাবার এর জন্য নতুনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, কারণ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু দেখা গেছে বড়লোকেরা আওয়াজ করতে পারে না। গরীবরা করতে পারে। হ্যাঁ, কেউ জ্ঞানধনেও ধনবান হয়ে গেলে সে আওয়াজ করতে পারে। এই জলের নদীতে তো স্নান করেই চলেছো। এই গঙ্গা-স্নানে সঙ্গতি প্রাপ্ত হতে পারে না। পতিত-পাবন সঙ্গতিদাতা তো হলেন একমাত্র বাবা-ই, উনি এসে সকলের সঙ্গতি করেন। বাবা বলেন, সঙ্গতি তো এক সেকেন্ডে পাওয়া যেতে পারে। শ্রীমৎ বলে -- আমাকে স্মরণ করো তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। একে যোগ অগ্নি বলা হয়ে থাকে। এই চক্রকে স্মরণ করলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। প্রতি কল্পে বাবা একবারই এসে সঙ্গতি প্রদান করেন। উনি হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। তোমরা কারোর সঙ্গতি করতে পারো না। তাহলে শিববাবার থেকেই এই সত্যিকারের জ্ঞান-গঙ্গারা নির্গত হয়েছে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। ওরা আবার জলের গঙ্গা(নদী) মনে করে নিয়েছে। ওদের বোঝানো উচিত। তোমরা যোগযুক্ত হলে তখন সার্ভিসও করতে পারবে। নষ্টমোহ, ভাল যোগিনী যে হবে, সে সম্পূর্ণ সেবা করতে পারবে। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সেবা হবে। সাধু ইত্যাদিদেরও তোমাদেরই উদ্ধার করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে - সঙ্গতিদাতা হলেন একজনই। তিনিই বলেন - এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তবেই আমার কাছে চলে আসবে। মুক্তি এক সেকেন্ডে পাওয়া যায়। মুক্তির পর জীবনমুক্তি তো আছেই। এ অতি বুঝবার মতন বিষয়। এইরকমও নয় যে সকলের একই রকমের ধারণা হবে। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে ধারণা হয়। পয়েন্টস্ অতি ভাল-ভাল আছে। পয়েন্টস্ ধারণ করলেও নেশা চড়বে। বাবা অত্যন্ত সহজ অপেক্ষাও সহজ নিয়ম বলেন, তবুও কেউ-কেউ লেখে, বাবা কৃপা করো। বাবা শক্তি দাও। তখন বাবা বুঝে যান যে এ হলো ভক্তবুদ্ধির। ভক্ত তো অনেক আছে আর সকলেই গায় -- পতিত-পাবন এসো। স্মরণ সকলেই করে, বলে যে ও গডফাদার! কিন্তু বোঝে না, তাহলে ক্ষমা, কৃপা আর পাবে কিভাবে? বাস্তবে ত্রিমূর্তি হলো এইটি। উপরে শিববাবা তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো এখানে উপস্থিত রয়েছেই, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই বলে আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তাহলে দুজনে ভাই-বোন হয়ে গেল। তোমরাও প্রজাপিতার সন্তান ছিলে, কিন্তু এখন নও। তোমরা জানো না। গায়নও করে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন তাহলে প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ধর্ম আসবে। যখন সৃষ্টি রচনা করা হয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারীও তখনই হয়। তখন সেই ধর্মের স্থাপনা হবে আর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। এইসময় তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তারপর হবে দেবকুমার-দেবকুমারী। তারপর কখনো বিশ্ব কুমার তারপর যেমন যেমন জন্ম নেবে সেই অনুসারে হতে থাকবে। তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় কুমার তারপর দেবকুমার....। দেখো, পরে নামও কেমন-কেমন রাখে -- বসরমল, বেগুনমল ইত্যাদি। সত্যযুগে এই ধরণের নাম হয় না। এখন বাবা তোমাদের কত রমণীয় নাম পাঠিয়েছেন। বাম্বারা, এখন তোমাদের বাবার ডায়রেকশনের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তোমাদের সওদাগরীও (ব্যবসা) এখন অনন্ত জগতের। সওদা বড় হলে পদও বড় (উচ্চ) প্রাপ্ত হবে - ২১ জন্মের জন্য। অধিকতর গরীব অবলারাই ভাল উত্তরাধিকার পায়। ধনবান পায় না। যদিও ধনবানদের মধ্যে স্ত্রী-রা কিছু পায়। পুরুষদের তো পয়সার উপরে মোহ থাকে। আমার-আমার করতে থাকে। কিন্তু বাবার উত্তরাধিকারী তো বাম্বারাই হয়। এখানে বাবা বলেন - পুরুষ অথবা নারী দুজনেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। দেখা যায় -- মাতা'রা অধিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, সেইজন্য শক্তি নামের গায়ন করা হয়। কন্যারা, মাতা'রা ভাল পদ প্রাপ্ত করে সেইজন্য বাবাকে কানুও (কানহাইয়া) বলা হয়ে থাকে।

এই দিলওয়াড়া মন্দির হলো সম্পূর্ণ তোমাদেরই স্মারকচিহ্ন। অন্যদেরকে বোঝালে নেশাও খুব চড়তে থাকবে। তীর্থস্থান গুলিতে আরোই বেশি সার্ভিস হতে পারে। এখন তো অনেক পয়েন্টস্ পাওয়া গেছে। সঙ্গতি তো জ্ঞানের সাগরের দ্বারাই হবে, জলের দ্বারা নয়। গীতার ভগবানই হলেন সঙ্গতিদাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান-ধনে ধনবান হয়ে বাবার নাম মহিমান্বিত করার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। কোনও কথায় সংশয় এনো না।

২) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য "আমার-আমার" এর এই যে মোহ রয়েছে তাকে ত্যাগ করতে হবে। লৌকিক উত্তরাধিকারের নেশা রাখা উচিত নয়।

বরদানঃ- আশীর্বাদের রকেটের দ্বারা তীব্রগতিতে উড়তে থাকা বিঘ্ন প্রফু ভব
মাতা-পিতা এবং সকলের সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে আশীর্বাদের খাজানার দ্বারা নিজেকে সম্পন্ন করো, তাহলে কখনোই পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হবে না। সায়োন্সের ক্ষেত্রে যেমন সবচেয়ে তীব্রগতি রকেটের হয়, তেমনই সঙ্গমযুগে সর্বাপেক্ষা তীব্রগতিতে উড়ে এগিয়ে যাওয়ার যন্ত্র অথবা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ রকেট হলো "সকলের আশীর্বাদ", যাকে কোনও বিঘ্ন এতটুকুও স্পর্শ করতে পারে না, এর দ্বারাই বিঘ্ন-প্রফু হয়ে যাবে, যুদ্ধ করতে হবে না।

স্লোগানঃ- পরোপকারের ভাবনার দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের আধার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এক বাবা-ই আছেন, যাঁর মহিমা অপরমপার, বাবার মতো মহিমা আর কারোরই হতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়ার খুবই কদর করা চাই - কেন ?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ কল্পে বাবা একবারই পরমধাম থেকে পড়ানোর জন্য আসেন । মানুষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারত থেকে বিদেশে যায়, এ কোনো বড় কথা নয় । এখানে তো টিচার কতো দূর থেকে আসেন । তাই বাচ্চাদের এই পড়ার অনেক কদর করা উচিত । কিছু যদি সমস্যাও হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই । তোমাদের স্কুল গলিতে - গলিতে হওয়া উচিত । তা না হলে এতো সবাই পড়বে কীভাবে ! বাবার পরিচয় তো সবাই অবশ্যই পাবে ।

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা বলে, ইনি কে ? ইনি তো কোনো সাধু - সন্ত - মনুষ্য নন । ইনি তো অন্য কিছু । মানুষকে তো চট করে চেনা যাবে, ইনি অমুক সাধু - সন্ন্যাসী, নাম নিয়ে বলবে - অমুক মহাত্মা । এ কেবল বাচ্চাই জানে । বাচ্চা বলা হয় আত্মাকে । আত্মাই সব জানে, শরীর নয় । আত্মাই বলে, এ অমুক । আত্মা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা জানতে পারে । আত্মা না থাকলে এই চোখ কোনো কাজ করতে পারবে না । সবকিছু আত্মাই জানে ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের আত্মা - অভিমানী তৈরী করা হয় । আত্মা বলে, এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি অমুক কর্তব্য করি । বাস্তবে আত্মাকে মেল বলা হবে, ফিমেল নয় । আত্মা মেল, কেননা আমরা সবাই ভাই - ভাই । তোমরা এখন নতুন কথা শুনছো । ইনি কে এসেছেন ? তাঁর কোনো নিজের মনুষ্য রূপ নেই । তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা হলেন শিব বাবা, যিনি এনার দ্বারা বোঝান । এমন নয় যে, অমুক সন্ন্যাসী, তাঁর আত্মা বলছে । তা নয়, মানুষের সমস্ত মনোযোগ নাম - রূপের প্রতি যায় । তোমরা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো যে, ইনি আমাদের অসীম জগতের বাবা । তিনি এই শরীরের দ্বারা আমাদের নিজের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন । ইনি আমাদের রাজযোগ শেখান । ইনি হলেন সকলের বাবা । সর্বের পতিত - পাবন, কেবল মনুষ্যের নয়, পাঁচ তত্ত্বেরও । সকলের সদগতি করেন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা । এই সৃষ্টিতে মহিমা করার উপযুক্ত যদি কেউ হয়, তিনি একমাত্র এই বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না শঙ্করের মহিমা করা যেতে পারে । তাঁদের জন্মদিন পালন করে কি করবে ! লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁর কঙ্কাইন্ড রূপ হলো বিষ্ণু - এখন তিনি কোথায় ? লক্ষ্মী - নারায়ণ পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অস্তিম জন্মে । এখন শিব বাবা তাঁকে উপযুক্ত তৈরী করছেন । সর্বের সদগতিদাতা তিনি একজনই । মহিমাও একজনেরই । সেই পতিত পাবনকে ছাড়া দেখো এই সৃষ্টির হাল কি হয়ে গেছে । কৃষ্ণের ভক্তদের জিজ্ঞেস করো যে, রাধা - কৃষ্ণ কোথায়, তারা বলবে - সর্বব্যাপী । রাধার পূজারী বলবে, চারিদিকে রাধাই রাধা । হনুমানের পূজারী বলবে - যদিকে দেখো হনুমানই হনুমান, কিন্তু তা নয় । বাবা তো নিজের মহিমা করবেন না । তিনি তাঁর পার্টের দ্বারাই তা সিদ্ধ করেন, আর কারোরই মহিমার গায়ন হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণই রাজত্ব করেন, ছোটোবেলায় তাঁদেরই রাধা - কৃষ্ণ বলা হয় । সে তো হলো প্রালব্ধ । তাহলে তাঁদের কি মহিমা করা হবে । ব্রহ্মারও কোনো মহিমা নেই, বিষ্ণুরও কোনো মহিমা নেই । মহিমা তো একজনেরই । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, বিষ্ণু কে । বিষ্ণুকে সূক্ষ্ম বতনে কেন স্বদর্শন চক্রে দেখানো হয় ? মানুষের তো অনেক ভুজ হয় না । সূক্ষ্ম বতনেও চার ভুজ দেখানো হয়েছে, তা প্রবৃত্তি মার্গকে সিদ্ধ করার জন্য ।

বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন জেনে গেছো, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । তোমাদের গৃহস্থ জীবন পবিত্র ছিলো । মন্দিরে গিয়ে মানুষ তো গাইতে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন - ভূমি মাতা - পিতা, এখন এই মহিমা তো ভুল হয়ে গেল । এই মহিমা হলো কেবল একজনের । দেবতাদের নয় । যা কিছু মহিমা, তা একজনেরই । তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । পরমপিতা, পরম টিচার, পরম সন্তুষ্ককে অকাল বলা হয়, তাই না ? তাঁকেই স্মরণ করা হয়, তিনিই হলেন অকালমূর্তি । শিব বাবাকে যাঁড়ের উপর বিরাজিত দেখানো হয় । ওরা আবার অকাল সিংহাসন দেখায়, এখন এ তো কেউই জানে না যে, শিব বাবা কে ? মন্দিরে যা রাখা হয়, তা তাঁর অংশ । তিনি তো হলেন জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন । তাঁর তো মনুষ্য তন চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, তাঁর সিংহাসন হলেন এই ব্রহ্মা । ধর্ম স্থাপকদের কি মহিমা আছে ? তাঁরা তো কেবল এসে ধর্ম স্থাপন করেন । তাঁরা কোনো জীবনমুক্তি প্রদান করেন না । মানুষ চায় যাতে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু তা পায় না । ধর্ম স্থাপকরা তো নিজেদের ধর্মের মানুষদের নীচে নামিয়ে আনার নিমিত্ত হয় ।

তাদের তো এসে কেবল নিজেদের ধর্ম স্থাপন করতে হবে । এ হলো ড্রামার পার্ট । যারাই আসে, তাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হবে। এই স্থাপনা তো বাবা করেন, তিনি সকলকে পতিত থেকে পাবন তৈরী করেন, তিনি ছাড়া আর কেউই পাবন করতে পারে না । তারা তো নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে । ওরা কেবল ধর্ম স্থাপন করেছে, ব্যস্ - সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে । তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছে, তারই শাস্ত্র তৈরী হয়েছে । যারা ধর্ম স্থাপন করে, তাদের অবশ্যই পালনাও করতে হবে । ফিরে তো কেউই যায় না । সকলেই এই সময় ভিন্ন - ভিন্ন নাম রূপে এই পতিত দুনিয়াতে আছে । প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো । তাঁরাও এখন এখানে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয় । এরপর এঁরা গিয়েই রাধা - কৃষ্ণ হবেন । যতক্ষণ না শিব বাবা আসছেন, ততক্ষণ কেউই পাবন হতে পারবে না । মাহাত্ম্য তো ওই একেরই । তাঁরই যত মহিমা । মানুষ বলেও থাকে - শিবায় নমঃ, তুমিই মাতা -পিতা... সবাই স্মরণ করে । সবথেকে বেশী মহিমা ওই বাবার । মানুষ ডাকতেও থাকে - ও গড ফাদার, বাবাকেই ডাকতে থাকে । এই নাটক পূর্ব রচিত । সৃষ্টি যখন পুরানো হয়, বাবা তখনই আসেন । তিনি মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন আর স্থূল বতন, এই তিন বতনের জ্ঞান প্রদান করেন । এই জ্ঞান একবারই পাওয়া যায় । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । বাকি এই সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি তো অসীম জগতের মণ্ডপকে আলোকিত করার বাতি । ওই রাত, ওই দিন, এ সবই হলো মণ্ডপের বাতি । এমন নয় যে সূর্য দেবতায় নমঃ বলা হবে । তা নয়, দেবতা তো হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । মূলবতন থেকে আস্বা যখন এখানে আসে, তখন সোজা গর্ভে প্রবেশ করে । সূক্ষ্মবতনে যায় না । সত্যযুগেও সোজা গর্ভ মহলেই আসবে । ওখানে তো কোনো পাপ কর্ম হয় না । এখানে সবাই পাপ করে, তাই তো গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকে, বলতে থাকে - ধর্মরাজ, আমাকে বাইরে বের করো, আমি আর পাপ করবো না । বাইরে বের হলেই আবারও পাপ করতে শুরু করে । যা প্রতিজ্ঞা করলো, তা সেখানেই ভুলে গেলো, এও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে । ভারতের সবথেকে বড় শত্রু রাবণই, দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এই দ্বাপর যুগ থেকেই দেবী - দেবতারা বাম মার্গে যায় । তাঁদেরও দেখো মন্দির তৈরী হয়েছে । পুরীতে দেখো কেমন মন্দির বানানো আছে । ভিতরে দেখো জগন্নাথের মূর্তি, আর বাইরে দেবতাদের নোংরা চিত্র । এমন চিত্র মন্দিরে থাকা উচিত নয় । তোমরা তো এখন শ্রীমতের আধারে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । আদিত্যে, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ তো শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই না । তাঁরা এই শ্রেষ্ঠ পদ কীভাবে পেয়েছিলেন । তোমরা এখন পুনরায় এই পার্ট গ্রহণ করছো । বাবা বলেন, আমি কল্পে - কল্পে, কল্পের এই সঙ্গম যুগে আবার আসি, আর আসতেই থাকবো । বাচ্চারা, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাবো । আবার তোমাদের সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতে হবে । যারা প্রথমদিকে আসে, তাদের ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয় । সবাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে না । ৮৪ লাখ জন্ম তো হয়ই না । মানুষকে কেউ যা কিছুই বললো, মানুষ তাই শুনে সত্য - সত্য করতে লাগলো । ৮৪ লাখ জন্ম যদি থাকতো তাহলে কল্পের আয়ু অনেক বড় হয়ে যেত । বাবা বলেন - ৮৪ জন্ম হয়, তাও দেবী - দেবতাদের । আচ্ছা, তাহলে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি, এরা কতো জন্মগ্রহণ করবে । হিসাব তো আছে, তাই না । অনেকেই তো আসে, শাখাপ্রশাখা অনেক আছে ।

তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । ভারতই প্রথমে এক নম্বর বিশ্বের মালিক ছিলো, আর কোনো ধর্ম তখন ছিলোই না । এখন সেই দেবী - দেবতা ধর্মের চরণও নেই । তাঁদের শাস্ত্রও নেই । এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র আবার লেখা হবে । এমন নয় যে, তোমরা যে প্রকৃত গীতা বানাও, তাই আবার হবে । যা লেখা হবে তা অবশ্যই এই গীতাই । ভক্তি মার্গের জন্য তো সবই প্রয়োজন, তাই না । বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । এখন অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই ভগবানের প্রাপ্তি হয় । বাবা বলেন, এ সবই হলো ভক্তিমার্গ । আমার প্রাপ্তি তখনই হয়, যখন আমি এই ভারতে আসি । ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড । ভারতই কতো বিত্তবান ছিলো । সোমনাথের মন্দির কতো বড় । সবই লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে । বিড়লাদের কাছে অনেক অর্থ আছে, তাই দেখো কতো বড় মন্দির বানিয়েছে । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, এমনভাবে আর কেউই বোঝাতে পারে না । জ্ঞানের সাগর বাবা যখন বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, তখনই বাচ্চারা বুঝে যায় । ইনি কে পড়ান ? ইনি কোনো সল্যাসী নন । তাঁর নামই হলো শিব । সমস্ত আত্মারা তাঁর সন্তান । আত্মার শরীরের নাম পরিবর্তন হতে থাকে । আর এঁনার নামই হলো এক । ইনি বলেন, আমার দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । তোমরা তো জন্ম - মৃত্যুতে আসো, দেহ অভিমাত্রীও হও । আমি কখনোই দেহ অভিমাত্রী হই না । বাবা হলেনই চিরন্তন দেহী অভিমাত্রী, কেননা তিনি পুনর্জন্মে আসেন না । তোমরা তো শিবরাত্রি পালন করো, কিন্তু রাত্রির অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না । কতো ভুল হয়ে গেছে । এখন হলো রাত, এরপর দিন হতে হবে । এখন কল্পের অন্তিম সময় অর্থাৎ রাত হয়ে আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন । দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত । আমাকে সঙ্গম যুগেই আসতে হয় । এ হলো অসীম জগতের রাত আর দিন । ভগবান উবাচঃ, তোমরা বোঝাও যে, এই বেলা বা সময় হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু শিব বাবার কোনো নির্ধারিত সময় নেই । তিনি কখন আসেন, বুঝতেই পারা যায় না । তাই এ হলো অসীম জগতের দিন এবং রাত, একেই কল্পের সঙ্গম যুগ বলা হয় । জন্মদিনও যদি পালন করা হয়, তাও একজনেরই । শিব বাবা আসেন, আবার

চলে যান । তাঁর না জন্ম আছে, আর না মৃত্যু আছে । মানুষ বলবে, বাবা চলে গেছেন, এ হলো খেলা । বাবা বসে বোঝান, এমন গাওয়াও হয় - পথ চলতে চলতে এসে ব্রাহ্মণ আটকে গেছে । এই বাবা তো জানতেনই না । হঠাৎই প্রবেশ হয়ে গিয়েছিলো । প্রথমে তো জানতেই পারেননি । ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, এ হলো বাবার কাজ । এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হতে হবে । অসীম জগতের যজ্ঞে অসীম জগতের সামগ্রী স্বাহা হতে হবে । এ হলো অসীম জগতের বাবার যজ্ঞ । এর পর অন্য কোনো যজ্ঞের রচনা করা হয় না । ভক্তি মাগই শেষ হয়ে যায় । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখার প্রয়োজন । এই পঠন-পাঠন করার জন্য আসতে হবে । প্রথমে কিছু সমস্যা হয় মানুষ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারত থেকে আমেরিকাতেও যায় । সেখানে এ তো কি । বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে পরমধাম থেকে তোমাদের পড়ানোর জন্য আসি, তাই বাচ্চাদের কতো কদর করা উচিত । ভবিষ্যতে তোমাদের স্কুল গলিতে গলিতে হবে । তা না হলে সবাই কীভাবে পড়বে । বাবার পরিচয় তো সকলেরই পাওয়া উচিত, বাবাকে তো অবশ্যই জানবে ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে সদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের জন্য কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না । অবশ্যই এই পাঠ গ্রহণ করতে হবে ।

২) আদিতে যেমন পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো, তেমনই এখন নিজেদের পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম তৈরী করতে হবে । এক বাবার কাছেই বলিহারি যেতে হবে, তাঁরই গুণগান করতে হবে ।

বরদানঃ:- প্রতিটি সম্পদকে নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি কাজে লাগিয়ে অনুভাবী মূর্তি ভব অন্তলীন করার শক্তিকে ধারণ করে সর্ব সম্পদে সম্পন্ন হয়ে তা নিজের কাজে অথবা অন্যদের সেবায় ব্যবহার করো । এই সম্পদকে ব্যবহার করলে অনুভাবী মূর্তি হয়ে যাবে । শোনা, অন্তলীন করা আর সময় মতো কাজে লাগানো - এই বিধিতেই অনুভবের অর্থটি হতে পারো । শুনতে যেমন ভালো লাগে, পয়েন্টসও খুবই সুন্দর এবং শক্তিশালী ; এমনভাবেই তা ব্যবহার করে শক্তিশালী, বিজয়ী হয়ে যাও, তখনই বলা হবে অনুভাবী মূর্তি ।

স্নোগানঃ:- গুণবান তাকেই বলা হয় - যে গ্লানিকারীকেও গুণের মালা পরাতে থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সমস্ত দুঃখী আত্মাদের সুখী করে তোলা, এটা একমাত্র বাবার কর্তব্য, তিনিই সবার সঙ্গতি দাতা"

- *প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের উত্তরণের কলায় যাওয়ার জন্য কোন্ যুক্তি বলে দেন ?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি যা বলি, তোমরা সেটাই শুনবে। আর এতদিন যা কিছু শুনে এসেছ, সেই সব কিছু ভুলে যাও, কেননা এগুলো শুনেই তোমরা নীচে নেমে এসেছ।
- *প্রশ্নঃ - কোন্ গুপ্ত রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, যার মধ্যে সব বেদ শাস্ত্রের সার আছে ?
- *উত্তরঃ - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়েছেন, কীভাবে একে অপরের নাভি থেকে নির্গত হয়েছে, এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ। এটাই হল সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার।
- *গীতঃ- নেত্রহীনকে পথ দেখাও...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা অর্থ তো বুঝতে পেরেছে। বাবার তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ অবশ্যই আছে। বাচ্চারাও জানে সমস্ত মানুষ মাত্রই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। পরিবারে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা বাবার প্রতি থাকে, যিনি বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছেন। অসীম জগতের পিতা বলেন প্রিয়, মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হয়েছ। কখন মিলিত হয়েছ ? এই সঙ্গম যুগে। যখন বাবা এসে সব বাচ্চাদের অশান্তি থেকে শান্তিতে নিয়ে যান। শান্তির জন্য কত কনফারেন্স ইত্যাদি করে থাকে। নিজেদের মধ্যে মিলিত হয় যেন সৃষ্টিতে মহামারী বন্ধ হয়ে যায় আর নিজেদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে। তা না হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিনাশ করে দেবে। বিনাশকে ভয় পায়। এটা ভুলে গেছে যে বাবা এসেই সুখধাম অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপন করে থাকেন, যা এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সবাই বসেছ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। তোমরা জানো পূর্বের মতোই পরমপিতা পরমাত্মা এসে আসুরি দুনিয়ার বিনাশ ঘটান। বিনাশ তো অবশ্যই হওয়া উচিত কেননা এই সময় সবাই দুঃখী। কল্পে-কল্পে এটা বাবারই দায়িত্ব- যারা দুঃখে আছে তাদের সুখী করে তোলা। যারা নিজেরাই দুঃখী পতিত, তারা কীভাবে অন্যদের পবিত্র ও সুখী করে তুলবে। এই কথা সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য। গেয়েও থাকে - সবার সঙ্গতি দাতা একজনই। হে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এসে আমাদের, পতিতদের পবিত্র করে তোলা। এটা তো সব ধর্ম সম্প্রদায় জানে যে ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ঐ সময় আমরা ছিলাম না। প্রাচীন ভারতের অনেক মহিমা আছে। ভগবান প্রথমে স্বর্গ রচনা করেছেন, তার মালিক কে ছিল ? ভারত ছিল মালিক। স্বর্গে সোনা হীরের প্রাসাদ ছিল। ভারত অতি বিত্তবান ছিল। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়ে অনেক ধর্ম। শুধু এক দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কাঙাল দুঃখী হয়ে গেছে। শিব বাবা বলেন এই ব্রহ্মা দাদা জহরী ছিলেন। ইনি এটা বলেন না। নিরাকার বাবা বলেন এই শরীরে ব্রহ্মাও তার নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেনা। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরাও নিজেদের জন্ম সম্পর্কে জানতে না। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। কীভাবে প্রবেশ হয়, এটা কোনো প্রশ্ন নয়। বাবা বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি। এই ভারতেই আসি। ব্রহ্মা নিজের জন্ম সম্পর্কে জানত না, আমিই এসে বুঝিয়ে থাকি। এ'সবই অসীমের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। যা সেকেন্ডে পার হচ্ছে তাই পুনরায় রিপিট হবে। এই অনন্ত ড্রামার রহস্য বাবা-ই এসে বুঝিয়ে থাকেন।

বাবা বলেন বাচ্চারা যে দান পুণ্য ইত্যাদি করে এসেছ, এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের জন্য। এতে প্রাপ্তি কিছুই হয়না। কেননা ভক্তিতে কোনো সার নেই। যা কিছু চিত্র ইত্যাদি তৈরী করেছে, একে পুতুল পূজা বলা হয়। চিত্র তৈরী করেছে, থাইয়েছে তারপর বিসর্জন দিয়েছে - এ'সবই করেছে, না বোঝার কারণে। যখন যন্তু রচনা করে, মাটির একটা বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট-ছোট শালগ্রাম তৈরী করে। কার পূজা করছে, কিছুই জানা নেই। বাবা আর বাচ্চারা সার্ভিস করে থাকে তবেই তাদের পূজা হয়। শিবের লিঙ্গ তৈরি করে, বাচ্চারা তোমাদের শালগ্রাম তৈরী করে। বাচ্চারা তোমরা পূর্বের মতোই ভারতকে পবিত্র করে তোলার জন্য সার্ভিস করছ। তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী। তোমাদের হল বাবার প্রতি ভালোবাসা। তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো, তাই শ্রীমত ভগবৎ গীতার গায়ন হয়। ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়েন না। কোনো ধর্ম স্থাপকই শাস্ত্র পড়েন না। ওরা আসেন ধর্ম স্থাপন করতে। ওনাদের যে নলেজ আছে, সেটাই শোনাবেন। এমন নয় যে ক্রাইস্ট এসে বাইবেল পড়েছেন। তা নয়, তিনি এসেছিলেন ধর্ম স্থাপন করতে। বাবা এসে শ্রীমত দেন। শ্রী অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ মত। উষ্ণ থেকে উষ্ণতম হচ্ছে ভগবানের শ্রীমত। তোমরা বাচ্চারা এখন শ্রীমতে চলছ। বাবা বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। মাত্র দুটি শব্দ। বড় ভালোবাসার সাথে বলেন বাচ্চারা, সুতরাং তিনি হলেন পিতা আর আমরা সবাই ঐশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। এই বিষয় কারো বুদ্ধিতেই নেই, এনার (ব্রহ্মা) বুদ্ধিতেও ছিল না। এখন বাবা বসে এনার দ্বারা বোঝাচ্ছেন যত মানুষ আত্মা আছে, এই সব আত্মাকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ড্রামা অনুসারে পুনরায় এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। এনার আত্মাও শোনে। পূর্বের মতোই বাবা আমাদের নলেজ দিচ্ছেন, ওঁনার নিজের তো শরীর নেই। শ্রী কৃষ্ণের সাধারণ রূপ বলা যায় না। কৃষ্ণ তো স্বর্গের প্রথম প্রিন্স ছিল। কিন্তু ওরা বলে শ্রী কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এটা তো হতে পারে না। কত পার্থক্য। সপ্তম যুগে কৃষ্ণ হতে পারে না। আর্টিফিশিয়াল কৃষ্ণ তো অনেক হয়। প্র্যাকটিক্যাল হবে সত্যযুগে। কৃষ্ণ নামে দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। অনেকেই নিজের নাম রেখে দেয়। বাবা বলেন এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কাজে সাহায্য হবে। পবিত্রতা তো ভালো জিনিস। কত বাবার বাচ্চারা মার খায়। অবলাদের প্রতি অত্যাচার হয়। ওরা লেখে বাবা কি করব, আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। নাটকে দেখানো হয়েছে দ্রৌপদীকে শাড়ি দেওয়া হয়েছিল। একটা কাহিনী তৈরি করে দিয়েছে। বাবা বলেন বাচ্চারা, এখন পবিত্র হলে ২১ জন্ম তোমরা কখনো গল্প হবে না। ওখানে হলো রামরাজ্য। প্রধান বিকার হলো অশুদ্ধ অহঙ্কার, দেহ-অভিমান। দেহের প্রতি মোহ থাকে। ওখানে হয় আত্ম-অভিমानी। বোঝে যে আমরা পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। একে আত্ম-অভিমानी বলা হয়। বাবা বলেন - তোমরা সব আত্মারা শিববাবাকে স্মরণ কর কেননা ফিরে যেতে হবে। এ হলো আত্মাদের প্রকৃত আত্মিক যাত্রা। সবাইকেই সুপ্রিম বাবার কাছে যেতে হবে। তীর্থ যাত্রা করতে গিয়ে রাস্তায় রাম-রাম করতে-করতে যায়। বাবা বলেন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাজযোগ শিখবেনা। কল্প পূর্বে যারা শিখেছিল তারাই আসবে। এখন কলম তৈরি হচ্ছে। দেবী-দেবতাদের যে মিষ্টি ঝাড় ছিল সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ডালপালা আছে। (বটগাছের দৃষ্টান্ত) তেমনই এই দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নষ্ট হয়ে গেছে। চিহ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কি, এটা কারো জানা নেই। না নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানা আছে, সেইজন্যই হিন্দু ধর্ম বলে দেয়।

বাবা বলেন তোমাদের ভারত কত মহান ছিল। ধর্মের বিষয়ে বলা হয় ধর্মই শক্তি। এখন তো দেবতা ধর্ম নেই। এই ধর্ম কীভাবে স্থাপন হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। শক্তিও তাঁর কাছে পাওয়া যায়। বাবা হলেন সৃষ্টির বীজরূপ। আমরা ওঁনার পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম। বাবা হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। সবকিছুই আত্মার মধ্যে আছে। আত্মাই শোনে, পড়াশোনা করে। আত্মার মধ্যেই ভালো মন্দ সংস্কার থাকে। এই সময় সবার আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে ভারতবাসীদের। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মারা ভারতেই ছিল। ওরাই স্বর্গের মালিক ছিল। এই নাটক তৈরি হয়েই আছে। সবাই নিজ-নিজ পার্ট পেয়েছে। আত্মারা সবাই একরকম, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমন নয় যে আমাদের আত্মা ছোট, বাবার আত্মা বড়। না, আত্মা ছোট বড় হয়না। আত্মা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পুনরায় রিপিট করে। এর কখনও শেষ নেই। এক আত্মা কত সার্ভিস করে। এই অবিদ্যারী পার্ট কখনোই শেষ হবে না। এই বিষয়ে কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত, শাস্ত্রের অথরিটি কি জানে ? এতো ছোট আত্মার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। পরমপিতা পরমাত্মাও ড্রামার দ্বারা আবদ্ধ। ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁকেও তাঁর সঠিক সময়ে আসতে হবে। ওঁনাকেও তাঁর ভূমিকা সঠিক সময়ে পালন করতে হবে। সবাইকে সুখী করে তুলতে হবে। ভেবে দেখো আত্মা কেমন। বাবার আত্মাও ছোট বিন্দু স্বরূপ। এতো ছোট জিনিসের পূজা তো কেউ করতে পারে না। ভক্তি করার জন্য বড় করে তৈরী করা হয়, যার পূজা হয়ে থাকে। যাঁকে শিব অথবা রুদ্র বলা হয়। কিন্তু বিন্দু সদৃশ। তিলক দেওয়া হয় না ? এটা খুবই বোঝার মতো বিষয়। আর তো কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই বসে বোঝান, অতি সূক্ষ্ম বিষয়। বাবা বোঝান - বাচ্চারা দেখো আত্মা কত ছোট। আত্মার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত বড়। এই সময় সবার আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত হয়ে গেছে। পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমরা অব্যভিচারী হও, একজনের কথাই শোন, একজনকেই স্মরণ করো। বাঃ! বাবা তুমি তো কামাল করে থাকো। কি জ্ঞান তুমি শোনাও ! আর কারো এমন শক্তি নেই যে এই নলেজ দিতে পারে। তোমাদের উত্তরণের কলা এখনই শুরু হয় যখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। এই সময় সমস্ত মানুষ মাত্রই পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই বাবা বলছেন - আমি সবাইকে উদ্ধার করতে এসেছি। রাত থেকে দিনে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছি। গানও আছে নেত্রহীনকে পথ দেখাও সবাই বলে আমি নেত্রহীন, আমাকে পথ দেখাও। কোথায় যাওয়ার পথ ? নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ। এখানে খুব দুঃখ। বাবা আমাদের অন্ধদের লাঠি তো তুমিই। বাবা বললেই উত্তরাধিকার স্মরণে আসে। প্রভু বা ঐশ্বর বললে উত্তরাধিকারের নেশা হয়না, তুমি মাতা, পিতা...এটাই ওঁনার মহিমা। মানুষ বলে থাকে এই বেদ তো অনাদি। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর কবে থেকে পড়ছ ? সত্যযুগ থেকে ? ওখানে তো শাস্ত্র হয়ই না। এ'হলো ভক্তি মার্গের জন্য। কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমি এসেই তোমাদের সবকিছুর সার বুঝিয়ে থাকি -

ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মা আমার সন্তান নাকি বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে! ব্রহ্মা তো শিবের সন্তান। বিষ্ণুর সন্তান নয়। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন। তারপর বিষ্ণু ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা হন, অতি গুপ্ত রহস্য, যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ। এখন ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমরা বাচ্চাদের জন্ম হয়েছে সুতরাং কত ঈশ্বরীয় নেশা আর খুশি থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হতে হবে। এক বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে, একজনকেই স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তোলার সার্ভিস করতে হবে। এক বাবার প্রতিই প্রীত বুদ্ধি রাখতে হবে।

বরদানঃ:- স্ব-স্থিতির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে পার করতে সমর্থ মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব
যে বাচ্চা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির থাকে সে নিজের স্ব-স্থিতির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে এমন ভাবে অতিক্রম করে যেন কিছুই হয়নি। নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী আত্মারা সময় অনুসারে প্রতিটি শক্তিকে, প্রতিটি পয়েন্টকে, প্রতিটি গুণকে অর্ডার অনুসারে কার্যকর করে তোলে। এমন নয় যে সময় আসার পর অর্ডার করে সহন-শক্তির, আর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সহন-শক্তি আসে। যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন, বিধি অনুযায়ী- নিজের কাজ করতে হবে তবেই বলা হবে খাজানার মালিক, মাস্টার ত্রিকালদর্শী।

স্লোগানঃ:- যে সবসময় খুশি থাকে আর সবার মধ্যেই খুশি ভাগ করে দেয় সে-ই প্রকৃত সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে জানী-জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা যদিও বলা হয় কিন্তু প্রত্যেককে নিজের সমাচার অবশ্যই দিতে হবে, সমাচার দিলেই বাবা সতর্ক করে দিতে পারবেন”

*প্রশ্নঃ - অসীম সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে, এর জন্য সেন্সিবল বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

*উত্তরঃ - প্রত্যেকের যথার্থ খবরাখবর বাবাকে প্রদান করা। বাবাকে সঠিক সমাচার দিলে বাবা শিক্ষা দেবেন যে তোমাদের ভিতরে এই ভূত আছে, যার জন্য ডিসসার্তিস হয়। নিজের আচরণ ঠিক করো। দেহ-অভিমানের ইচ্ছে গুলি ত্যাগ করো। অসীম সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে তাই সকলের প্রতি বাবার এই দৃষ্টি থাকে যে সবাইকে জ্ঞান দান করো, বিশেষ ভাবে গরিবদের প্রতি ধ্যান দিতে হবে।

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি, আমার হৃদয় তাঁকে ধন্যবাদ জানায়...

ওম্ শান্তি । যারা ভালো পুরুষাখী নিশ্চয় বুদ্ধির যারা, তারা তো বোঝে যে, যথাযথভাবে পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁর বন্দনা করা হয়, তাঁরই মহিমা করা হয়। যারা অতীতে ছিলেন তাঁদেরই মহিমা গাওয়া হয় তাঁদের কর্তব্যের আধারে। মানুষ তাদের কারোর মহিমা জানে, কারোর জানে না। তোমরা বাচ্চারা সকলের মহিমা জানো। বাবাকে বলা হয় জানী-জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা, কিন্তু এর অর্থ বাচ্চারা পুরোপুরি বোঝে না। অনেক বাচ্চারা ভাবে আমাদের অন্তরের কথা তো বাবা জানবেন নিশ্চয়ই। আমরা আর কি লিখবো, কিন্তু সেই কথা ভুল। বাবা হলেন এক। অসংখ্য বাচ্চাদের সঙ্কল্প রিড করবেন নাকি ! বাবা তো এখানে আসেন, এসে টিচার রূপে পড়ান। তখন ভাবে উনি পড়ান কীভাবে ? নিশ্চয় বুদ্ধি আছে কি ? এমন নয় সেখানে পরমধামে বসে এই চিন্তন চলে। এইরূপ চিন্তা করা বাচ্চাদের ভুল ভাবনা। বাচ্চারা লেখে বাবা আমরা কি খবর লিখব, আপনি তো সব কিছু জানেন। কিন্তু তা নয়। নিজের আচরণের, পড়াশোনার সমাচার দিতে হবে টিচারকে ঋ ব্রহ্মা। পোস্ট অফিসের দ্বারা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এমন নয় আপনি তো সবই জানেন। আমরা বাবার কাছ থেকে কোনও কিছু লুকাতে পারি ? কখনোই না। তাহলে সেটাকে বলা হবে অন্ধ শ্রদ্ধা। বাবাকে ব্রহ্মার দ্বারা সমাচার দিতে হবে। অনেক প্রকারের বাচ্চা রয়েছে, তাইনা। প্রত্যেককে নিজের সমাচার দিতে হবে। তাই প্রত্যেক সেন্টারে জিজ্ঞাসা করা হয় - ১২ মাস যারা এসেছে রেজিস্টারে তাদের নাম ও পেশা লিখে পাঠাও। যদি বাবা জানবেন তাহলে জিজ্ঞাসা করবেন কেন ! যা ওঁনার জানা দরকার তা এনাকেও জানা উচিত। ঋ তো এনার দ্বারাই তাইনা। ট্রান্স কলও তো ঋ হয়, তাইনা। অপারেটর চাইলে তো সব শুনতে পারে, কিন্তু নিষেধ করা থাকে। চাইলে শুনতে পারে। তাদের কাছে আওয়াজ পরিষ্কার আসে। সুতরাং এখানেও প্রত্যেককে নিজের খবর বলতে হবে। মাঝখানে কেউ যাতে না জানতে পারে তারজন্য বি.কে. নির্দিষ্ট থাকে, খবর দেওয়ার জন্য। যারা জ্ঞানে পরিপক্ক অনন্য বাচ্চারা আছে - তাদের কাজ হল সম্পূর্ণ সমাচার দেওয়া। প্রত্যেককে কারখানার খবর দিতে হবে। যারা সেন্সিবল বাচ্চা তারা লেখে, তখন বাবা শিক্ষা প্রদান করবেন। নাহলে আচরণ পরিবর্তন হবে না। সম্পূর্ণ গুণ ধারণ করে না। দেহ-অভিমান অনেক আছে। ইচ্ছা অনেক, দেহ অহংকারের। সেন্সিবল বাচ্চারা দ্রুত সংবাদ প্রদান করে যে, এই এই কারণ, যার ফলে ডিস সার্তিস হয়। বাবা সতর্ক বাণী দেবেন এই ভূত ইত্যাদি দূর করো, নাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

বাবা অসীম জগতের সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করেন, সবার জন্য এই দৃষ্টি থাকে যে এদের উদ্ধার হোক। গরিবদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে। দান সদা গরিবদের করা হয়। গরিব মানুষই নিমিত্ত হয়েছে। রাজস্ব স্থাপনা হচ্ছে। প্রজা তো অনেক থাকে। যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল তখন বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থানের রাজস্ব - এক রাজা, এক রানী আর বাকি প্রজা ছিল। কারো ২০ লক্ষ প্রজা, কারো ৩০ লক্ষ প্রজা.... ক্রম অনুযায়ী ছিল। তখন রাজদরবারে সব রাজাদের নিমন্ত্রণ পাঠানো হত। দরবারে ক্রম অনুসারে বসার আয়োজন থাকতো। মহারাজাদের লাইন আলাদা, রাজাদের আলাদা, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব ইত্যাদি অনেক টাইটেলধারী থাকতো ক্রম অনুসারে। এখানেও এমন আছে। উঁচু থেকে উঁচু বাবা তাঁর প্রতি সবাইকে রিগার্ড রাখতে হবে। এক বাবা এসে প্রত্যেক কল্পে ভারতকে হেভেন বানান। ভারতবাসী বাবাকে কটু কথা বলে। সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে নামতে অবশ্যই হবে। অতএব উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাঁর সঙ্গে কানেকশন রাখেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সূক্ষ্মবতনবাসী। বৃক্ষের পরিচয় তো থাকা উচিত তাইনা। বাবাকেই এই বৃক্ষের নলেজফুল বলা হয়। অন্য কারও কাছে এই নলেজ নেই। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা, পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগৎ অম্বা - মাতা পিতা হলেন বিখ্যাত। জগৎ অম্বা সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। তারও

একটা নাম থাকা উচিত। কেউ অশ্বা বলে, কেউ কালী, কেউ সরস্বতী বলে। অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং পরে বি.কে. সরস্বতী। দেখানো হয় সরস্বতীর কাছে বীণা রয়েছে। সর্ব প্রথমে মুখ্য হলেন গডেজ অফ নলেজ। যেমন এনাকে জ্ঞানের মুরলী প্রদান করা হয়েছে, ওনাকে বীণা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে মুখ্য গডেজ অফ নলেজ সরস্বতী, জগৎ অশ্বা। কোন্ নলেজ ? কে প্রদান করেছেন ? জ্ঞানের সাগর দিয়েছেন। জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে ব্রহ্মা জ্ঞান অর্জন করেছেন পরে বাচ্চারা করেছে। সরস্বতী পরে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী থেকে রাজ-রাজেশ্বরী হন। তৎস্বম্ (সেই মতো তোমরাও হও)। ব্রহ্মা আর সরস্বতী দুজনেই হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। ঈশ্বরের কাছে সহজ রাজযোগের জ্ঞান প্রাপ্ত করে রাজস্ব পেয়েছেন। তৎস্বম্। লক্ষ্মী নারায়ণ একজন হবেন না। এই রাজস্ব স্থাপনা হচ্ছে। কতো কতো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে, তারা পড়াশোনা করছে, তারপর তারা পূজ্য রাজা রানী হবে। পুনরায় সতোপ্রধান থেকে সতঃ স্টেজে আসতে দুই কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে তারপরে রজঃ তমঃ স্টেজে এসে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। নিজেরাই পূজ্য ছিল, নিজেরাই পূজারী হয়েছে। এই কথা পরমাত্মার বিষয়ে বলা হবে না। তিনি পূজারী হবেন কীভাবে ? আমরা রজঃ তমঃ স্টেজে এসে পূজারী হই। বাবা বুঝিয়েছেন - বাস্তবে ধর্ম শাস্ত্র হল ৪-টি, মুখ্য হল শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল মাতা পিতা। বাকি হল তাঁর সন্তান - ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম গুলি। উচ্চ থেকেও উচ্চ হল গীতা তারপরে ইসলামীদের শাস্ত্র। ধর্ম স্থাপনার মুখ্য শাস্ত্র এটি। সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্ম, তাদের শাস্ত্র হল গীতা। এই ধর্মের স্থাপক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি জ্ঞানের সাগর। অবশ্যই তাঁকে উঁচুতে স্থান দেওয়া উচিত। বাকি হল বংশধর। দেবী-দেবতাদেরই মুখ্য বংশধর। তারপরে ইসলামী, বৌদ্ধদের বংশ। উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন একমাত্র বাবা। রিলিজিয়াস কনফারেন্সে আগে তো উচ্চ থেকেও উচ্চকে রাখা উচিত। সেই ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, যা পুনরায় এখন স্থাপন হচ্ছে। স্থাপনা করছেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন নিরাকার, অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য করচ্ছেন। গায়নও আছে পরমপিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এমন বলা হয় না যে, কৃষ্ণ, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। পরম পিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন পরে সে-ই ব্রাহ্মণ সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হয়। অর্থাৎ সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের বংশধর। তোমরা জানো আমাদের পরে পুনরায় সেকেন্ড নম্বর বংশ ইসলামীদের হবে, তারপরে বৌদ্ধদের। এই ভাবেই বৃদ্ধি হবে। এই সব কথা বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। যা পাস্ট হয়ে গেছে সেসবের শাস্ত্র বানানো হয়েছে। এখন যা কিছু হচ্ছে ড্রামা শুট হয়ে চলেছে। পুনরায় পরের কল্পে রিপিট হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার অ্যাকশন শুট হচ্ছে। পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে তোমাদের এই অ্যাক্ট চলবে। এইসব হল খুব বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন শিববাবা তারপরে জগৎ অশ্বা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং তার সন্তান। ৩ ভাই তো আছে কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্ম রূপী বড় ভাই তো নেই। প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। থাকবে না যখন তখনই নিশ্চয়ই সেই ধর্মের পুনরায় স্থাপনা হবে এবং বাকি ধর্ম গুলির অবসান হয়ে যাবে। দেবী-দেবতা ধর্ম থাকলে অন্য ধর্ম রূপী ভাই থাকে না। এইসব পরে হয়। একমাত্র বাবা হলেন রচয়িতা আর একটাই হল রচনা (পৃথিবী একটাই, সেটাই কখনো স্বর্গ কখনো নরক হয়)। বাবা বলেন আমি পুনরায় রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছি। তোমরা জানো বিনাশের জন্য এই মহাভারতের যুদ্ধ অপেক্ষা করছে।

তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে খুব ভালো ভাবে জানো। এইসব হল পড়াশোনার বিষয়। এখানে এমন জিনিস নেই যে চোর এসে কিছু সোনা ইত্যাদির লুট করবে। এ হল পাঠশালা। পাঠশালায় বইপত্র, ম্যাপ ইত্যাদি থাকে। এও হল পাঠশালা। এই হল ম্যাপ। ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। চোর এসে কি করবে ! কোনো জিনিস তো নেই। যদিও গায়ন আছে কারো সম্পদ ধুলোয় মিশে যাবে, কারওর রাজা গ্রাস করবে...। বাবা বোঝাচ্ছেন, যতই লক্ষপতি, কোটিপতি, মাল্টিমিলিনিয়ার হোক, সব ধন সম্পদ ছাই হয়ে যাবে। তোমাদের হল প্রকৃত অর্থে উপার্জন। সবচেয়ে মাল্টি মিলিনিয়ার হলে তোমরা। তোমরা নিজের উপার্জন রাশি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমরা জানো আমরা সব কিছু স্বর্গে ট্রান্সফার করি। বাচ্চারা বাবাকে বলে - বাবা আমাদেরকে স্বর্গে দেবেন। সুদ সমেত, কড়ির পরিবর্তে হীরা দেবেন। বুঝবার মতো কথা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কর্তব্য কর্ম পালন করতে হবে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। মানুষ অনেক খরচ করে। ঋণ নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যায়। সেইসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইসবও হল অনাদি। পতনের জন্য কিছু কারণ তো চাই তাইনা। তমোপ্রধান স্টেজে নামতেই হবে, তবে তো আমি এসে বোঝাবো যে, তোমরা আমার কত গ্লানি করেছে, তাই দুর্গতি প্রাপ্ত করেছে। পুনরায় সেইভাবেই চলবে যেমন কল্প কল্প চলেছে। জ্ঞান ও ভক্তি। যখন সম্পূর্ণ দুর্গতি হয়ে যায় তখন সকলের সঙ্গতি করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এই জপ ইত্যাদি করতে করতে কলা বা কোয়ালিটি কমেছে। পুরোপুরি কালো হয়ে যায় তখন রাতের পরে দিন আসে। এই সম্পূর্ণ ড্রামা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যারা জ্ঞান অর্জন করে না তারা শুধু দেখেই বাঃ বাঃ করে। বাইরে বেরোলেই শেষ হয়ে যায়। এত প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে, একজনও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়নি। যদিও আসে বুঝবার জন্য কিন্তু নিশ্চয় বুদ্ধি একজনও নয়। মায়া পুরো নিশ্চয় স্থিতিতে স্থির থাকতে দেয় না। যেমন বন্ধন যুক্ত গোপীকারা (কুমারীরা) ঘরে বসে লেখে - বাবা আমরা তো আপনার হয়েছি, আপনাকে জেনেছি। আমরা তো

হলাম আপনার। মরণ স্বীকার করবো তবু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো না। বন্ধনে আছি তাই আসতে পারি না। পরমাত্মার একটুখানি স্পর্শে কেমন বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার অনেকের জন্য ১০-২০ বছর মাথা ঘামানোর পরেও কিছুই বোঝে না। বাবা এই সময় ২১ জন্মের প্রাণ দান করেন। কালের উপরে বিজয় লাভ করান। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। অতএব বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত, দান করা উচিত। অন্যদের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে। যদিও নিজস্ব ভাগ্য আছে তবুও মুরলী তো নিশ্চয়ই পড়া উচিত। মুরলী তো সব স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। একদিন অনেক ভাষায় মুরলী রিলিজ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের উন্নতির জন্য নিজের আচরণ ও অধ্যয়নের বিষয়ে প্রকৃত সত্য সমাচার বাবাকে দিতে হবে। নিজের ও সকলের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে।

২) গৃহস্থে থেকে সর্ব কর্ম কর্তব্য পালন করে, শ্রীমং অনুসারে সম্পূর্ণ ভাবে চলতে হবে। বুদ্ধিমান হয়ে নিজের সবকিছু স্বর্গের জন্যে ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার ছত্রছায়ায় নীচে সদা সেফটির অনুভবকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব
যেমন স্থূল দুনিয়ায় রোদ বা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে থাকি, ওটা হল স্থূল ছত্রছায়া আর এ হল বাবার ছত্রছায়া, যা আত্মাকে সব সময় সেফ রাখে। কোনও রকমের আকর্ষণ তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। হৃদয় দিয়ে বাবা বলা আর সেফ হওয়া। যেমনই পরিস্থিতি আসুক ছত্রছায়ায় ভিতরে যে থাকে সে সদা সেফটি অনুভব করে। মায়ার প্রভাবের আঁচ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না।

স্নোগানঃ:- এমন স্বরাজ্য অধিকারী হও যাতে অধীন ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন অনাথদের সনাতন বানানোর জন্য, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য”

*প্রশ্ন:- প্রতি কল্পে বাবা তাঁর বাচ্চাদের কি ধৈর্য দেন ?

*উত্তর:- মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা চিন্তামুক্ত হও, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা এবং সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করা আমার কাজ। একমাত্র বাচ্চারা তোমাদের রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যে নিয়ে যেতে এসেছি। বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমার কর্তব্য।

*গীত:- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন / ধরনীর মাঝে তুমি এসো হে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চারা নিজেদের পরমপ্রিয় পরমাত্মাকে স্মরণ করে যে - পুনরায় এসো, কারণ মায়ার ছায়া পড়েছে অর্থাৎ রাবণরাজ্য হয়ে গেছে। সকলেই দুঃখী। তারা বলে আমরা সবাই হলাম পতিত। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। আমি ৫ হাজার বছর আগে এসেছিলাম, আবার কল্পের সঙ্গমযুগে এসেছি। বাবা এসে ধৈর্য দেন বাচ্চারা চিন্তামুক্ত হও, এটা একমাত্র আমার পাট। বাচ্চারা বলে, বাবা এসো এবং এসে পুনরায় আমাদের রাজযোগ শেখাও। পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করে। এই সময়ে সবাই হলো অনাথ। অনাথ তাদের বলা হয় যাদের মা-বাবা থাকে না। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করতে থাকে। সবাই খুব দুঃখী। সারা দুনিয়ায় অশান্তি রয়েছে তাই তিনি বাচ্চাদের দুঃখ থেকে পার করে অর্থাৎ রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্য, সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবা বলেন এটা হলো আমার কর্তব্য। সারা বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের পিতা হলেন এক। সবাই বলে, হে অসীম জগতের পিতা ! তুমি এখন তোমার সিংহাসন ত্যাগ করে উপর থেকে নেমে এসেছ। তিনি ব্রহ্ম মহাত্মা থাকেন তাই না ! এখানে জীব আত্মারা রয়েছে। এখানে হলো আত্মাদের স্থান যাকে ব্রহ্মলন্ডও বলা হয়। বাবা বাচ্চাদের বোঝান এটা হলো সুখ-দুঃখের নাটক। তারা আহবান করছে হে পরমপিতা পরমাত্মা, কারণ তারা দুঃখী। এই গীতও এর উপরেই রয়েছে। বাচ্চারা কি ভুল করেছে ? তারা বাবাকে ভুলে গেছে। গীতার ভগবান, যিনি সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, অনাথদের সনাতন বানিয়েছিলেন, তারা তাঁকেই জানে না। গায়ন করা হয় - হে প্রভু, যিনি অনাথদের সনাতন বানান। ভারতকেই অনাথ থেকে সনাতন বানান। ভারতই সনাতন, সর্বদা সুখী ছিল ; পবিত্রতা, শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। গৃহস্থ আশ্রম ছিল। ভারত মহান ও পবিত্র ছিল। গায়ন করা হয় ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী... এখানে তো সবাই অনাথ হয়ে গেছে। ওরা জানেই না - হিংসা কী, অহিংসা কী। ওরা গো হত্যাকে হিংসা মনে করে। বাবা বলেন, একে অপরের ওপর কামের তরবারি চালানো মানেই হিংসা। রাবণের প্রবেশ হওয়ার কারণে সবাই পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন নম্বর ওয়ান শত্রু হলো দেহ-অভিমান। তারপরে কাম, ক্রোধ এই ৫ বিকার হলো তোমাদের শত্রু, যা তোমাদের অনাথ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমাদের কি মনে আছে সত্যযুগে তোমরা সনাতন ছিলে তো কত সুখী ছিলে ! এখানে কেউ শরীর ত্যাগ করলে লোকে বলে - স্বর্গে গেছে। নরক থেকে গেছে না ! তাই বোঝানো উচিত যে ভারত হলো এই সময়ে নরক, একে চরম নরক বলা হয়। গরুড় পুরাণে গল্প আছে। এই রকম কোনো নদী নেই, বিশ্বের সাগরে শ্বাসরোধ করতে থাকে সবাই। তারা একে অপরকে কামড়াতে থাকে এবং দুঃখী করতে থাকে। বাবা এসে বোঝান এই সুখ-দুঃখের ড্রামা আগে থেকেই তৈরি রয়েছে। বাকি এরকম নয় যে এই মুহূর্তে নরক, এই মুহূর্তে স্বর্গ ! যাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ আছে তারাই স্বর্গে রয়েছে। না, ধনী ব্যক্তিরও অনেক দুঃখী হয়। এই সময়ে সারা দুনিয়া হলো দুঃখী। বাবা বোঝান তোমাদের প্রভু হলো মাতা-পিতা, যাঁর জন্য তোমরা গায়ন করো, তুমি মাতা পিতা... মানুষ তো কিছুই জানে না, লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনেও এই গান গায় - তুমি মাতা পিতা... এমনকি রাধা-কৃষ্ণের সামনেও গান করে তুমি মাতা পিতা...কারণ তারা বাবাকে জানে না। তারা সৃষ্টিকর্তা বাবা এবং তাঁর সৃষ্টিকে জানে না। এটা হলো সৃষ্টির চক্র, এটাকে মায়ার চক্র বলা হবে না। ৫ বিকারকে মায়া বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। সম্পত্তিবান ভব ! আয়ুস্থান ভব ! পুত্রবান ভব ! এই আশীর্বাদ একমাত্র বাবা দেন। এছাড়া সবাই হলো ভক্তি মার্গের গুরু। জ্ঞানের সাগর কেবল একজন, যাঁর জন্য গায়ন করা হয়। তারা গীতা বর্ণনা করে এবং তারপর বলে, এগুলি ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সংস্করণ। আরে, কৃষ্ণ কীভাবে ভগবান হতে পারেন ! তারা তো উপরে একজনকে আহবান করছে যে, তুমি রূপ পরিবর্তন করে এসো। তোমরা আত্মারাও রূপ পরিবর্তন করো। বাবাও মানুষের তনেই আসবেন তাই না ! ষাড়ের মধ্যে তো আসবেন না। তোমরা বলো, বাবা তুমিও আমাদের মতো রূপ পরিবর্তন করে মানুষের তনে এসো। তিনি বলেন আমি ষাঁড় অথবা কচ্ছপ,

মৎসের মধ্যে আসি না। সর্বপ্রথম, মানব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে। তাই পিতা হলেন দুজন -- একজন হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাঁকে তোমরা বোলো - হে পিতা এসো, যিনি অনাথদের সনাথ বানান। তারপর গান করে, জ্ঞান সূর্য উদিত হয়, তিমির অন্ধকারের বিনাশ হয়... জ্ঞান সূর্য হলেন বাবা-ই, যিনি সর্বোচ্চ। এই খেলাকেও বুঝতে হবে তাই না ! ভারতকে নিয়েই এই খেলা রয়েছে। বাকি সব হল বাই-প্লট। ভারতের দেবী-দেবতা ধর্ম হলো শ্রেষ্ঠ নম্বর ওয়ান। দৈব ধর্ম এবং দৈব কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন তারা ধর্ম এবং কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

বাবা বোঝান চারটি ধর্ম হলো মুখ্য, সবার প্রথমে হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগ স্থাপনের কর্তব্য একমাত্র বাবা-ই করবেন তাই না। তিনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার। বাবা বলেন আমি একবারই আসি কল্পের সঙ্গমযুগে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সনাথ হচ্ছি। একমাত্র বাবা অনাথদের সনাথ বানান। মানুষ তো মানুষকে অল্পকালের জন্যই সুখ দিতে পারে। এটা হলো দুঃখের দুনিয়া, দুঃখে কান্নাকাটি করতে থাকে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন দুঃখধাম। তিনি শান্তিধাম থেকে এসেছেন, এখন নাটক শেষ হচ্ছে। এই বস্ত্র পুরানো হয়ে গেছে, ঘর-পরিবারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। আমি তোমাদের বাবা, পবিত্র হেভেন স্থাপন করতে এসেছি। আগে পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র। অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য এবং অর্ধেক কল্প রাবণরাজ্য। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে রয়েছে। এটা হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি। দাদা (গ্র্যান্ড ফাদার) হলেন শিববাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বাবা। এটাই হলো রিয়েলিটি। তোমরা জানো নিরাকার বাবা প্রবেশ করেছেন, মনুষ্য তনে এসেছেন। সেই বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে আধ্যাত্মিক সার্জেন বলা হয়। তিনি আত্মাদের ইনজেকশন দেন। তারা বলে আত্মা কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত, কিন্তু আত্মা কীভাবে কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে ? আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে, সেই অনুসারে জন্ম নেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানো। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে, হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা তুমি হলে এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ পিতা। তুমি চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগর। সমস্ত নলেজ আত্মার মধ্যেই আছে। তারপর সংস্কার অনুসারে পড়ার মাধ্যমে তোমরা গিয়ে রাজা হও। বাবার মধ্যেও জ্ঞানের সংস্কার আছে তাই না। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তর জ্ঞান আছে। তিনি তোমাদেরকেও ত্রিকালদর্শী বানান। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা মূলবতন থেকে আসি। ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা যেতে পারে না। বাবা এসে যে নলেজ শোনান তার নাম হলো গীতা। বাবা-ই এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। আর কেউ রাজত্ব স্থাপন করে না। এখন রাজত্ব স্থাপন হতে চলেছে তাই পবিত্র হতে হবে। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের নলেজ প্রদান করে পবিত্র করে সনাথ বানান। ড্রামার কথাও কেউ জানে না। এটা হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা। সমস্ত আত্মাদের অবিনাশী পার্ট রয়েছে। পরমাত্মারও পার্ট রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, শিব এত বড় লিঙ্গ নন। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মার রূপ কী ? স্টার, লাইট ; ক্রুটিটির মধ্যভাগে স্থল-স্থল করে এক আজব নক্ষত্র....। এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট রয়েছে। ভক্তি মার্গে আমি তোমাদের কত সেবা করি ! এই সময়ে হলো ওয়ান্ডারফুল পার্ট। প্রতি কল্পে তোমাদের বাচ্চাদের পার্ট চলতে থাকে। অভিনেতারোও নান্দার ওয়াইজ হয়। সবার প্রথমে হলেন বাবা। বাবার কাছে যে নলেজ আছে সবাইকে প্রদান করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো, যে আসন চাই নাও। পুরুষার্থ করতে হবে পুরস্কার প্রাপ্ত করার জন্য এবং অসীমের বাবার থেকে সীমাহীন সুখ নেওয়ার জন্য। জগৎ অন্ধাকে বলা হয় জ্ঞানের দেবী। কোথা থেকে নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে ? ব্রহ্মার থেকে। ব্রহ্মাকে কে দিয়েছেন ? শিব পরমাত্মা। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের এই নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে, যারা ব্রাহ্মণরা পুনরায় এই যজ্ঞের নিমিত্ত হয়েছে। একে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যাতে এই সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত উৎসব হলো এই সঙ্গমযুগেরই। শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের রাত্রির কথা বলেছে, কৃষ্ণের জন্ম রাতের বেলায় দেখিয়েছে। তারা শিবরাত্রির অর্থ বোঝে না। কলিযুগ হলো রাত এবং সত্যযুগ হলো দিন। তিনি এসে রাত্রিকে পরিবর্তন করে দিন করেন, একে বলা হয় শিব জয়ন্তী। এটা হলো সীমাহীন রাত এবং দিন। এই শিবশক্তি সেনারা ভারতকে স্বর্গ তৈরী করবে। দেখো, কীভাবে গুপ্তভাবে লেখাপড়া করছো। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করো। প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত, যার মাধ্যমে বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সবাই পবিত্র হয়ে যায়। এই নলেজ আত্মাই ধারণ করে। আত্মার জ্ঞানও কারও মধ্যে নেই। ওখানে আত্মার জ্ঞান থাকে। এছাড়া পরমাত্মা এবং সৃষ্টির জ্ঞান থাকে না। এই নলেজ কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই আছে। তোমরা হলে সবচেয়ে উঁচু, যারা আধ্যাত্মিক সেবা করো। একজন মুসাফির (যাত্রী) আসেন তোমাদের সজনিদের সুন্দর বানানোর জন্য। একজন মুসাফির আর বাকি সবাই হলো সজনী। যারা প্রজা হবে বা মুক্তিধামে থাকবে তাদের অনেক বড় বরযাত্রী রয়েছে। সাজন আসেন - সবাইকে শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, সবাই মশার ঝাঁকের মতো ফিরে যাবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) লাইট হাউস হতে হবে। এক চোখে শান্তিধাম, অন্য চোখে সুখধাম থাকবে। এই দুঃখধামকে দেখেও দেখবে না।

২) বাবার সমান নলেজে সম্পূর্ণ হয়ে সীমাহীন সুখ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যে নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে তা অন্যদের দিতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা উদাসীনতাকে তালুক দিয়ে খুশির ভান্ডারে পরিপূর্ণ ভব
সঙ্গমযুগে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবার দ্বারা খুশীর খাজানা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য যা কিছুই হয়ে যাক - যদি শরীর ত্যাগও করতে হয় কিন্তু খুশীর খাজানাকে ছাড়বে না। সর্বদা সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতিতে থাকবে তাহলে উদাসীনতা তালুক পেয়ে যাবে। ব্যবসায় যদি লোকসানও হয়ে যায় তবুও মনে যেন উদাসীনতার ঢেউ না আসে। কারণ অসীম প্রাপ্তির সামনে এটা কী আর বড় কথা ! যদি খুশি থাকে তাহলে সবকিছু আছে, খুশী না থাকলে কিছুই নেই।

স্নোগানঃ:- মাস্টার দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তার পার্ট প্লে করার জন্য সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হও।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

ভগবানুবাচ - বাচ্চাদের প্রতি, বাচ্চারাই এই গুরুর মত, শাস্ত্রের মত কোনোটাই আমার মত নয়। এরা তো কেবল আমার নাম করে মত দিয়ে থাকে। কিন্তু আমার মত তো আমি জানি। আমার সাথে কীভাবে মিলিত হতে পারবে তার খবরও আমিই এসে দিয়ে থাকি, তার আগে আমার অ্যাড্রেস কেউই জানে না। গীতাতে ভগবানুবাচ থাকলেও গীতা তো মানুষই শুনিয়েছে। ভগবান স্বয়ং হলেন জ্ঞানের সাগর, ভগবান যে মহাবাক্য শুনিয়েছেন তারই স্মরণিক হিসাবে গীতা বানানো হয়েছে। এইসব বিদ্বান, পন্ডিত, আচার্যরা বলেছে পরমাত্মা সংস্কৃত ভাষায় মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন, সংস্কৃত ভাষা না শিখতে পারলে পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে না। এ তো আরোই উল্টো কর্ম কান্ডে মানুষকে ফাঁসিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে। বেদ, শাস্ত্র পড়ে যতটা সিঁড়ি চড়ে ঠিক তত সিঁড়িই আবার নামতে হবে। যেমন অর্জুন পড়েছিল, তাকে আবার ঠিক ততটাই ভুলতে হয়েছিল। ভগবানের পরিস্কার মহাবাক্য হল প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে আমাকে স্মরণ করো, এতে আর কোনো কিছু করবার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান থাকে না ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি মার্গ চলতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের প্রদীপ জেগে উঠলে সব কর্মকান্ড ছুটে যায়। কেননা কর্মকান্ড করতে করতে যদি শরীর ত্যাগ হয়ে যায় তবে লাভ কী হবে ? প্রালব্ধ তো তৈরী হল না। কর্ম বন্ধনের হিসাব-নিকাশের থেকে তো মুক্তি হল না। লোকে তো মনে করে মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, কাউকে দুঃখ না দেওয়া এগুলোই হল সুকর্ম। কিন্তু এখানে তো চিরকালের জন্য কর্মের বন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকার থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং বিকর্মের শিকড়কে নির্মূল করতে হবে। আমরা তো চাই যে এখন এমন বীজ বপন করা হোক যার থেকে ভালো কর্মের গাছ বের হবে। সেইজন্য মানব জীবনে নিজের কর্মকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। এরপর পরমাত্মাকে যে যতটা চিনবে ততই তাঁর নিকটে আসতে থাকবে। এইসব কথা পাররঞ্জে থাকা পরমাত্মা, আতাল-পাতালের অপর পারে যিনি রয়েছেন, তিনি এসে শোনান। আত্মা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"হোলিহংসের বিশেষত্ব"

আজ বাপদাদা, যিনি সব বাচ্চাকে বিশেষ আত্মা বানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেক হোলিহংসের বিশেষত্ব দেখছেন। ঠিক যেমন, হংসের নির্ণয় শক্তি আর পরখ করার শক্তি বিশেষ হয়, আর সেইজন্য তাদের গ্রহণ করার শক্তিও বিশেষ হয়, যে কারণে মুক্তো আর কাঁকর দুটোকেই পরখ করে তারপরে নির্ণয় করে, নির্ণয়ের পরে মুক্তো গ্রহণ করে আর কাঁকর-পাথর পরিহার করে। সুতরাং, পরখ করা, নির্ণয় করা আর গ্রহণ করা অর্থাৎ ধারণ করা - তিন শক্তির বিশেষত্বের কারণে সঙ্গমযুগী সরস্বতী মায়ের বাহন হিসেবে হংসকে দেখানো হয়েছে। তাইতো, এক সরস্বতী মায়ের স্মারক নয় বরং মা সমান হওয়া জ্ঞান-বীণা বাদিনী তোমরা সবাই। এই জ্ঞান ধারণ করার জন্যও এই তিন বিশেষত্ব অতি আবশ্যিক। তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করতেই জ্ঞান দ্বারা, বিবেক দ্বারা প্রথমে পরখ করার শক্তির আধারকে চিনেছ, নিজেকে নিজে চিনেছ, সময়কে চিনেছ, নিজের ব্রাহ্মণ পরিবারকে চিনেছ, আপন শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকে চিনেছ; তার পরে নির্ণয় করেছ, তবেই ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করেছ। ইনি সেই কল্প পূর্বের অসীম জগতের পিতা, পরম-আত্মা, আমিও সেই একই কল্পের শ্রেষ্ঠ আত্মা, অধিকারী আত্মা - এটা পরখ করার পর নির্ণয় করেছ। বাবাকে যতক্ষণ না পরখ করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারে না। অনেক আত্মাই এখনও তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আছে, খুব ভালো- খুব ভালো বলতে থাকে, কিন্তু পরমাত্মাকে চিনতে পারার এবং পরখ করে বুঝে নেওয়ার শক্তি না থাকার কারণে নির্ণয় করতে পারে না যে কী করতে হবে এবং কী হতে হবে ! সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করতে পারে না। সহজযোগী তো হয় কিন্তু নিজের সহজ যোগী-জীবন বানাতে পারে না। কারণ দুটো শক্তিই অনুপস্থিত, সেইজন্য হোলিহংস হতে পারে না। পবিত্রতা রূপী মুক্তো আর অপবিত্রতা রূপী কাঁকর - এই দুইকে আলাদা মনে করে না। সেই কারণে পবিত্রতার শক্তি গ্রহণ করতে তারা অপারগ (অক্ষম)। তো হোলিহংসের বিশেষত্ব হল - প্রথম শক্তি 'পরখ করার' অর্থাৎ সঠিক ভাবে চিনতে পারা। তোমরা সব হোলিহংসের মধ্যে এই দুই শক্তি তো আছে না? কারণ বাবাকে তোমরা জেনেছ, তোমরা নিজেকে জেনেছ, নির্ণয়ও ঠিক করেছ, তবে তো ব্রাহ্মণ হয়েছ আর এগিয়ে চলেছ। এই বিষয়ে তো অবশ্যই সবাই পাস হয়ে যাও। কিন্তু যখন সেবা করো এবং কর্মে আসো, সারাদিনের দিনচর্যার কর্মে যখন সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসো, তখন এই সকল ক্ষেত্রে সব কর্মে যেন সফলতার অনুভব থাকে এবং তোমাদের সাথে সম্পর্কে এসে সব সম্বন্ধের আত্মার যেন সদা সফলতার অনুভব থাকে। যে কোনো ধরনের সেবা তা' মন্সা-বাচা-কর্মণা যেটাই কর, তিনটেতেই সদা যেন সফলতা অনুভব হয়, তারও আধার 'পরখ করার শক্তি' আর 'নির্ণয় করার শক্তি'। এতে কি তোমরা ফুল পাস হয়েছে?

সেবায় এবং সম্পর্কে সদা সফল না হওয়ার কারণকে চেক করো - কার্যকে, ব্যক্তিকে, আত্মাকে পরখ করার শক্তিতে তারতম্য হয়ে যায়। বিধিসম্মতভাবে যে আত্মার যে সময়ে যে সহযোগ প্রয়োজন অথবা যে উপদেশ প্রয়োজন, স্নেহ প্রয়োজন, সেই সময় যদি পরখ করার শক্তি প্রথর হয়, তবে অবশ্যই সম্বন্ধে সফলতা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কী হয়, যে আত্মার যে সময়ে যে ধরনের সহযোগের প্রয়োজন, সেটা না দিয়ে কিংবা না পরখ করতে পারার কারণে নিজের যুক্তিতে তাকে সহযোগ দিয়ে থাকো বা নিজের পছন্দের বিধিটিকে অবলম্বন করে থাকো। সেইজন্য সন্তুষ্টতার সফলতা হয় না। যেমন, শারীরিক অসুস্থতা পরখ করার বিধি যদি ডাক্তার না জানে তাহলে কী হয়? ঠিক হওয়ার পরিবর্তে একটা থেকে আরও অনেক রোগের জন্ম হয়ে যায়। পেশেন্টের সন্তুষ্টতার সফলতা লাভ হয় না। যাকে সাধারণ কথায় বাপদাদা বলেন প্রত্যেকের নাড়ি বুঝে নাও। নিজের এগিয়ে চলার সঙ্গে অন্যকে এগিয়ে নিয়ে চলাও আবশ্যিক। তাহলে, কী করতে হবে? চিনে নেওয়া অর্থাৎ পরখ করার শক্তিকে জোরালো করতে হবে। এতেই ফারাক হয়ে যায়, সাধারণ ভাষায় তোমরা যেটা বলো - হ্যান্ডলিং করার ফারাক। এই রকমই তো বলো, তাই না - এনার হ্যান্ডলিং পুরানো, এনার নতুন...। এই তারতম্য কেন হল? কারণ, প্রতিটি মুহূর্ত প্রত্যেক আত্মাকে এবং প্রতিটি কার্যকে পরখ করার শক্তির প্রয়োজন। সমগ্রভাবে, তোমাদের পরখ করার শক্তি এসে গেছে, কিন্তু আরও বিশদ ভাবে পরখ করার অসীম শক্তির আবশ্যিকতা আছে - সেই সময়ে আত্মার গ্রহণ করার শক্তি কতটা আছে, বায়ুমন্ডল কেমন এবং সেই আত্মার শোনার বা পরামর্শ নেওয়ার মুড কেমন... ! যেমন, যদি দুর্বল শরীরের কেউ হয় আর তাকে বেশি বেশি করে শক্তির ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কী অবস্থা হবে? তার তো হার্টফেল হয়ে যাবে, শান্তিতে চলে যাবে। একইরকমভাবে, তোমাদের সম্বন্ধে আসা কোনো আত্মা যদি দুর্বল হয়, আত্মায় সামর্থ্য না থাকে আর তুমি তাকে শিক্ষার ডোজ দিতে যাচ্ছ, অথচ তুমি তার মুড, সময়, বায়ুমন্ডল পরখ করতে পারনি, তো রেজাল্ট কী হবে? এক তো নিরাশ হয়ে যাবে এবং শক্তি না হওয়ার কারণে কোনকিছু গ্রহণ

করতে পারবে না, আরও জেদী হয়ে যাবে এবং নিজেকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য উতলা হয়ে উঠবে। তুমি তো ভালো ভাবনা থেকে করেছ কিন্তু সফলতা না পাওয়ার কারণ হ'ল পরখ করার আর নির্ণয় করার শক্তি কম, সেইজন্য সফলতামূর্তি হওয়াতে পার্সেন্টেজ হয়ে যায়। সুতরাং সারাদিনের কর্ম আর সম্বন্ধে পরখ করার শক্তি আবশ্যিক, তাই না ! সেইজন্য উপদেশ বা পরামর্শ যদিও বা দাও, সেই ব্যাপারে সবটা কিন্তু পরখ করে তারপরে পদক্ষেপ কর। একইভাবে, সেবার ক্ষেত্রেও যদি আত্মাদের আবশ্যিকতা আর ইচ্ছা পরখ না করে যতই ভালো জ্ঞান দাও, যতই পরিশ্রম কর কিন্তু সফলতা প্রাপ্ত হবে না। "ভালো-ভালো" বলা তো একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে, কারণ তোমরা তো কোনো খারাপ কথা বলাও না। কিন্তু তোমরা যে সফলতার লক্ষ্য রাখ, তাতে সমীপ অনুভব করতে পরখ করার শক্তি অতি আবশ্যিক। যেমন কেউ মুক্তির জন্য ইচ্ছুক আর তুমি তাকে জীবনমুক্তি আর মুক্তি দুটোই দিয়ে দাও তো সে উৎসাহ পাবে না। জলের জন্য পিপাসার্তকে যদি ৩৬ প্রকারের ভোজনও দাও, তবুও সে এক ফোটা জলেই সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছুককে পরখ করে

যদি তাকে মুক্তি বিষয়ে স্পষ্ট করে দাও, তবে তার ইচ্ছাও বাড়বে আর জীবনমুক্তিতে পরিবর্তনও হয়ে যাবে। ধারণার বিষয়ে কারও কারও শুনতে ভালো লাগে, যদি তোমরা ৫০০০ বছরের কল্পের বা গীতার ভগবান কে তাদেরকে বলতে শুরু করে দাও তো তাদের ইন্টারেস্ট আরোই হারিয়ে যাবে, সেইজন্য সেবাতেও আত্মার স্থিতি বা তার আস্থা কতটা আছে, সেটা পরখ করা আবশ্যিক। তাহলে, সেবাতে কোন্ শক্তির আধারে সফলতা হয়েছে? পরখ করার শক্তির প্রয়োজন। অস্ত্রানী আত্মাদের সেবা হোক, অথবা সেবা-সাথীদের সেবা - উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার আধার একই। অতএব, সর্বাগ্রে পরখ করার শক্তি বাড়ানো - এটাই হোলিংসের বিশেষত্ব। পরখ করার শক্তি যদি যথার্থ হয়, শ্রেষ্ঠ হয় তবে নির্ণয়ও যথার্থ হবে, আর তোমরা যাকে যা দিতে চাও তা গ্রহণ করার শক্তি তার মধ্যে আপনা থেকেই হবে। আর তোমরা কী হয়ে যাবে? নম্বর ওয়ান সফলতামূর্তি। সুতরাং সেবাতেই হোক, কিস্তি সম্বন্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য এই লক্ষণ ধারণ কর।

সুতরাং সারাদিন ধরে এটাই চেক কর - সারাদিনের দিনচর্যায় পরখ করার শক্তি কতদূর পর্যন্ত যথার্থ ছিল এবং কোথায় কারেকশন-অ্যাডিশন করার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা করার পর, অবশ্যই আপনা-আপনি কারেকশন হয়, কারণ দিব্য বুদ্ধির বরদান সকলের প্রাপ্ত হয়ে আছে। যদি তোমরা যে কোনো সমস্যার বশ, সময় বা পরিস্থিতির বশ, অথবা কিছু আত্মার সঙ্গবশ বা মায়ার দ্বারা মনমতের বশ হও, তার মানে তোমরা সেই সময় অনেক বাহ্য প্রভাবে পরবশ হয়ে যাও। কিন্তু সময়, পরিস্থিতি, সঙ্গের প্রভাব, মনমতের প্রভাব যখন হালকা হয়ে যায়, তখন দিব্য বুদ্ধি নিজের কাজ করে। যাকে তোমরা বলা, আন্তরিক বল দ্বারা চেতনা ফিরে আসা। তারপরে উপলব্ধি হয় যে এটা কারেকশন বা অ্যাডিশন হওয়া উচিত ছিল, অথবা সেটা করতে হবে। কিন্তু রেজিস্টার-এ বা কর্মের হিসেবের খাতায় দাগ নয়, কিন্তু বিন্দু তো পড়ে গেল, একদম পরিচ্ছন্ন তো থাকল না, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে, 'কর্মের লীলা (খেলা/গতি) অতি গুহ্য'।

টিচার্স তো কর্মের লীলা ভালোভাবে জেনে গেছে, তাই না ! টিচার্স সারাদিন কোন্ গীত গায় - "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের লীলা", কর্মের গহন গতির লীলা নয়, শ্রেষ্ঠ কর্মের লীলা। দুনিয়ার লোকে তো সব কর্মে, প্রতি পদে কর্মকেই দোষারোপ করতে থাকে - হায় আমার কর্ম ! তোমরা বলবে - "বাঃ শ্রেষ্ঠ কর্ম !" এখন এই বিষয় থেকে আরো এগিয়ে যাও, সদা শ্রেষ্ঠ কর্মের বাহবা হোক, সাধারণ কর্ম নয়। কর্মকে দোষারোপ করা তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে - এতে তোমাদের আন্ডারলাইন করতে হবে। যদি মিস্ত্র কর্ম হয় - সাধারণও হ'ল আবার শ্রেষ্ঠও হ'ল তাহলে সফলতাও মিস্ত্র হয়ে যায়। এখন এই বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে যে, সাধারণ ভাবকে বিশেষত্ব পরিবর্তন করবে। এই বিষয়েও বাপদাদা পরে কখনো বলবেন যে, প্রত্যেকের প্রতিদিনের দিনচর্যায় তিনি কী কী দেখেন? সাধারণ কতটা আর বিশেষত্ব কতটা - এই রেজাল্ট দেখতে থাকেন।

বাপদাদার কাছে দেখার এত উপায় আছে যার দ্বারা একই সময়ে দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাকে দেখতে পারেন। আলাদা আলাদা ভাবে দেখার দরকার হয় না, ৫ মিনিটে সবার সম্বন্ধে জানতে পারেন। বাচ্চাদের "বাঃ বাঃ"র গীতও তিনি গেয়ে থাকেন, সেইসঙ্গে তাঁর সমান হওয়ার এইম অর্থাৎ লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে চেকও করেন। পূর্বেও তো শুনিয়েছিলাম যে বাবার প্রতি স্নেহ অথবা বাবাকে উপলব্ধি করা এতে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে আর কখনও কখনও তো তোমরা চমকপ্রদ কাজও করে থাকো। চমৎকারভাবে করো, উশৃঙ্খলতা সহ চমৎকার নয়। কোনো কোনো বাচ্চা বিশৃঙ্খলাও সুনিপুণভাবে করে, তাই নয় কি! তাতে শৃঙ্খলার অভাব থাকে, কিন্তু বলে - এটা আমাদের চমৎকার (কামাল)। সেই জন্য বাপদাদা বলেন - পরখ করার শক্তি বাড়ানো। নিজেদের কর্মকেও পরখ করতে পারবে আর অন্যদের কর্মকেও যথার্থভাবে পরখ করতে পারবে। তখন আর ভুলকে ঠিক বলবে না। এটা পরখ শক্তির অভাব। আর একটা বিষয় সদা স্মরণে রাখ; বাবা

সবাইকে বলছেন - কখনো এমন কোনো ব্যর্থ বা সাধারণ কর্ম করলে আর নিজেরটা নিজেই বুঝতে পারলে না যে এটা রাইট নাকি রং, তাই যখন এমন পরিস্থিতি আসে, তখন তোমরা বশীভূত হয়ে যাও। সেই সময় এমন পরিস্থিতিতে সফলতা প্রাপ্ত করার বিধি কী? কেননা, সেই সময় নিজের বুদ্ধি তো বশীভূত। সেই কারণে তোমরা যেটা রাইট সেটাকে রং মনে কর, আর যেটা রং সেটা রং বলে মনে করো না। তারপরে আবার জিদ করবে কিংবা কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এই লক্ষণ হ'ল বশীভূত বুদ্ধির। এই রকম সময়ে বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত স্মরণে রাখ, যাদেরকে বাবা নিমিত্ত বানিয়েছেন, সেই নিমিত্ত আত্মারা যা ডিরেকশন দেন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেই সময় এটা ভেবো না যে, যে নিমিত্ত হয়েছে সে অন্যের কথায় তোমাকে বলছে, এখানেই তোমরা সংশয়ে পড়ে কর্তব্য- অকর্তব্য স্থির করতে পার না। নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মার দ্বারা যে শিক্ষা বা ডিরেকশন পাও, সেই সময় সেটাকে গুরুত্ব দিলে, যদি কোনো খারাপ ব্যাপারও হয়ে থাকে তো তোমাদের দায়িত্ব থাকে না। যেমন ব্রহ্মা বাবার ক্ষেত্রে বাবা সবসময় বলেন যে, যদি ব্রহ্মার দ্বারা কোনো ভুলও হয় তাহলে সেই ভুলও পরিবর্তন হয়ে তোমাদের জন্য ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং নিমিত্ত হওয়া এমন আত্মাদের প্রতি কখনও এই ব্যর্থ সঙ্কল্প ওঠা উচিত নয়। মনে কর, নিমিত্ত আত্মা কোনো এমন রায় তোমাকে দিয়েছে যা তোমার ঠিক মনে হয়নি, কিন্তু এতে তোমার দায়িত্ব নেই, তোমার পাপ হবে না। তোমার কাজ ঠিক হয়ে যাবে কারণ বাবা বসে আছেন। বাবা, পাপকে পরিবর্তন করে দেবেন। এ' হলো গুহ্য রহস্য। গুপ্ত মেশিনারি। সেইজন্য নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ ডিরেকশন গুরুত্বের সাথে কার্যে লাগাও। এতে তোমাদের লাভ, লোকসানও লাভে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ' হলো বাবার গ্যারান্টি। বুঝেছ? সেইজন্য তোমাদের শুনিয়েছি যে কর্মের লীলা বড় বিচিত্র। বাবার দায়িত্ব। যাকে তিনি নিমিত্ত বানিয়েছেন তারও দায়িত্ব বাবার। তোমাদের পাপ পরিবর্তন করার দায়িত্বও বাবার। অকারণে তাদের নিমিত্ত বানানো হয়নি, ভেবে-চিন্তে ড্রামার ল' অনুসারে তাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে। বুঝেছ !

টিচারদের ভালো লাগে (বাবা যা বলেন), তাই না ! এটাই লাভদায়ক, বোঝা হালকা হয়ে গেছে। যা কোনকিছু আসবে তো বলবে - নিমিত্ত হওয়া বড়রা জানে। হালকা হয়ে গেছ, হয়েছে না ! কিন্তু শুধুমাত্র বলার জন্য নয়, বরং এইভাবে তোমাদের স্নেহের সাথে এবং স্ব-মানের সাথে বুঝতে হবে। এই গুহ্য বিষয় বাবা জানে আর যারা বুঝদার বাচ্চা তারা জানে। নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অর্থাৎ বাবার সম্বন্ধে বলা। নিমিত্ত বাবা তোমাদের বলেছেন, তাই না ! পরখ করার শক্তি কী বাবার থেকে বেশি তোমাদের আছে?

সব বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার অতি স্নেহ রয়েছে। এমন নয় যে, শুধু নিমিত্ত হওয়া, তাদের জন্যই তাঁর স্নেহ রয়েছে, অন্যদের প্রতি নেই। ইনিও ভালোবাসার কারণেই ডিরেকশন দেন। ভালোবাসা যদি না থাকত তো বলতেন - যেমন চলছে, সেভাবেই চলতে দাও। যখন এতটা

সাহস রেখেছ আর ব্রাহ্মণ জীবন অনুসরণ করে চলেছ, উড়ছ, তো সামান্য একটু দুর্বলতাই বা কেন থেকে যাবে ! এটা হলো ভালোবাসা। যার প্রতি ভালোবাসা থাকে তার দোষ ত্রুটি সহন করা যায় না। এটা হলো ভালোবাসার লক্ষণ। যার প্রতি হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তার দুর্বলতা নিজস্ব দুর্বলতা মনে হয়। আচ্ছা।

কোনো কার্য যদি করো, তবে কখনো কোনো অস্থিরতার বাতাবরণের প্রভাবে এসো না। যদি নিজের প্রভাব বিস্তার করো, তারা তোমার প্রভাবে এসে যাবে এবং হৃদয় থেকে এটাই বেরোবে যে, সফলতা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সাহস অনেক মহত্বপূর্ণ। কখনো কোনো বিষয়ে ঘাবড়ে যেও না। তোমরাও হাজার ভুজধারী। বাবার হাজার ভুজসকল তোমাদেরই তো হয়েছে, হয়েছে না ! আচ্ছা -

চারিদিকের সদা পরখ করার শক্তির বিশেষ আত্মাদের, সদা সব কর্ম আর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সফলতা প্রাপ্তকারী সফলতামূর্ত আত্মাদের, সদা সাহস আর শুভভাবনা এবং শুভকামনার দ্বারা পরিবর্তনকারী শক্তিশালী আত্মাদের, সদা "বা আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম"- এর খুশির গীত গাওয়া বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- শান্তির শক্তির দ্বারা, সংস্কার মিলন দ্বারা সর্ব কার্য সফল করে সদা নির্বিঘ্ন ভব
তারাই সদা নির্বিঘ্ন থাকতে পারে যারা সী ফাদার, ফলো ফাদার করে। সী সিস্টার, সী ফাদার করাতেই চঞ্চলতা আসে, সেই জন্য এখন বাবাকে ফলো করে বাবা সমান সংস্কার বানাও, তাহলে সংস্কার মিলনের রাস করতে করতে সদা নির্বিঘ্ন থাকবে। শান্তির শক্তির দ্বারা অথবা শান্ত থাকলে, যত বড় বিঘ্নই হোক সহজে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং সব কার্য আপনা থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী সে-ই, যে কোনো বিষয়কে এক কালের দৃষ্টিতে দেখে না, সব বিষয়েই কল্যাণ মনে করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সচেতন হয়ে চলতে-ফিরতে যেখানেই সেবা থাকে করতে থাকো, বাবার পরিচয় দাও, সার্ভিসের শখ রাখো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ কথা এসে গেলে তখন সবকিছু সফল করতে পারে ?

*উত্তরঃ - এখন এ'সব সমাপ্ত হয়ে যাবে, দুটি কণা দান করলে বাবার দ্বারা মহল প্রাপ্ত হয়... যাদের বুদ্ধিতে এই কথা চলে আসে, তারা নিজেদের সবকিছু ঈশ্বরীয় কার্যে সফল করে নেয়। গরীবই সমর্পিত হয়ে যায়। বাবা হলেন দাতা - তিনি তোমাদের স্বর্গের রাজস্ব প্রদান করেন, তিনি নেন না।

*গীতঃ- প্রিয়তম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি । প্রিয়তমারা অর্থাৎ ভক্তরা, বধূরা অর্থাৎ সজনীরা। ভক্তরা প্রিয়তম বা সজনকে (প্রণয়ী) আহ্বান করে। পুরুষ এবং স্ত্রী সকলে মিলেই আহ্বান করে। কত অগণিত রয়েছে। যখন আহ্বান করে তখন এতেই প্রমাণিত হয় যে অবশ্যই প্রিয়তমাদের কোনো প্রিয়তম আছে। সকলেই একজনকেই ডাকে - হে! পরমপিতা পরমাত্মা এসো। আমরা তোমাকে অনেক স্মরণ করে থাকি। স্মারক তো অনেকেরই তৈরী করা হয়। এখন সে'সমস্ত হলো মানুষের স্মারক-চিহ্ন। এমনও অনেকে রয়েছে যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা ইত্যাদি দেবতাদের স্মরণ করে থাকে, কারণ মানুষ থেকে দেবতা হলো উচ্চ তবেই তো মানুষ দেবতাদের পূজা করে থাকে। নস্বরের ক্রমানুসারে উঁচু আর নীচু তো আছেই। এ তো সকলেই জানে যে সর্বোচ্চ ভগবানকেই বলা হয়ে থাকে। তারপর হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তারপরে ব্রহ্মা আর জগদম্বা। মুখ্য হলেন উনি। এ তো কেবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে যে সর্বোচ্চ বাবার দ্বারা আমাদের সর্বোচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই বাবাকে জানেই না। যখন বাবা আসবেন তখনই এসে নিজের পরিচয় দেবেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের ছাড়া আর কারোর সাথে মিলিত হতে পারি না। অনেকেই আসে, বলে মহাত্মাজীর সাথে সাক্ষাৎ করবো। এখানে তো সেই কথাই নেই। এখানে হলো বাবা আর বাচ্চাদের সম্পর্ক। এছাড়া কারোর কোনো কাজ থাকলে সে আলাদা কথা। বাবা মুরলীও বাচ্চাদের সামনেই পড়িয়ে থাকেন। প্রদর্শনীতেও তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারো যে উনি হলেন সকলের পিতা। ওরা তো বলে, উনি নাম-রূপের উর্ধ্বে। তোমরা বলো যে ওঁনার নামও আছে, রূপও আছে, তো দেশও আছে, চিত্রও আছে। ওঁনাকে আহ্বানও করে তখন যেমন আত্মারা আসে তেমনই পরমাত্মাও আসেন। শিবের মন্দিরেও ষাঁড় দেখানো হয়েছে। তাকে নন্দীগণ বলা হয় তাই এতে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা শিব আসেন। তাহলে কেন বলে যে তিনি আসতেই পারেন না। মানুষ কত বোকা, দেখানোও হয়েছে যে ষাঁড়ের ক্রকুটিতে শিব, পরমাত্মাও অবশ্যই ক্রকুটির মধ্যস্থলে থাকেন। ভগবানকেও আসতেই হবে তখন অবশ্যই ক্রকুটির মধ্যস্থলেই আসবেন। এখন প্রদর্শনীতে তোমরা এও বোঝাতে পারো যে নন্দীগণ কাকে বলে। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদেরকেই বোঝাই। মানুষ বলে গডফাদার, কিন্তু ফাদারের নাম কি ? তখন কেউ বলতে পারে না। লৌকিক বাবার নাম তো তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। শিববাবার অনেক নামও রেখে দেওয়া হয়েছে। অল্ক (পরমপিতা) বোঝে না। বেদ-শাস্ত্রাদি পড়া -- এ হলো ভক্তিমার্গ। তারা মনে করে ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়। ভক্তরাও তো মানুষই। তাদের তো ঈশ্বর প্রাপ্তি অবশ্যই হবে কিন্তু কখন হবে....তা কারোর জানাই নেই। ভক্তিমার্গে কারোর সাক্ষাৎকারও হয়েছে, ব্যস্ মনে করে নেয় যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। কারণ যখন ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তখন মুক্তিই হয়ে যায়। তিনি হলেনই সকলের মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদানকারী দাতা। পতিতদের পবিত্রকারী কর্তা, দুঃখ হরণকারী-সুখপ্রদানকারী...। বাবা তো হলেনই দাতা। দুটি কণার পরিবর্তে মহল দিয়ে দেন। সমগ্র স্বর্গের রাজস্ব দিয়ে দেন। বাবা বলেন, এখন সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই কারণে এই কার্যে সমস্ত কিছু সফল করে নাও। ভবিষ্যতে তোমরা রিটার্ন পাবে। কোনো ধনবান বাবাকে পেতে পারে না। সমর্পণ করতে পারে না। দরিদ্র বাচ্চারাই সমর্পিত হয়ে যায়। যদি কেউ সেন্সীবেল হয় তখন পথ চলতে-চলতেও সেবা করে নিতে পারে। চলতে-চলতে কারোর বন্ধু হয়ে যাওয়া উচিত তারপর বসে গুণ শোনানো উচিত। গুণ অতি সহজ। জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার নাম কবে শুনেছো। কত ফার্স্টক্লাস কথা। পরমপিতা বললে তিনি সকলের বাবা হয়ে যান। যেমন বিছা নরম জিনিস দেখলে হল ফুটিয়ে দেয়, তোমরাও সেই কাজই করো, সকলকে রাজযোগ শেখাও তবেই সত্যযুগে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। ওখানে তোমরা গৌরকান্তি(ফর্সা) সন্তান প্রাপ্ত করবে। তাহলে এ'টাই বোঝাতে হবে যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধির বিষয়। তাছাড়া সাক্ষাৎকারও তো হলো সাধারণ কথা(ব্যাপার)। কারোর কোনো ধরনের সাক্ষাৎকার হয় তো কারোর অন্য কোনো ধরনের.....সেও এইম অবজেক্ট বলার জন্য। বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করবে আর

পবিত্র থাকবে তবেই এইরকম পদ লাভ করবে। একত্রে থেকে পদ প্রাপ্ত করা -- এও উঁচু লক্ষ্য। আর সব সঙ্গ ছিন্ন হয়ে যাক, একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক -- এতেই পরিশ্রম। সন্ন্যাসী তো সবকিছু ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে তো একত্রে থেকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়েই রয়েছে। আমাদের ফিরে যেতে হবে তারপর আমরা স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করবো। এখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এটা বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকো। কেউ বলে এটা কীভাবে হবে। ভক্তিমার্গে যারা কৃষ্ণের ভক্ত তারাও সর্বদিক থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে একমাত্র কৃষ্ণকেই স্মরণ করে নিশ্চয়ই। কেউ রামের ভক্ত, আচ্ছা রামকে স্মরণ করো। রামের রাজধানীকে স্মরণ করো, সেও যখন নিরন্তর স্মরণ করবে তখনই অন্তিম সময়ে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। রামকে স্মরণ করে রামের রাজধানীতে যাবে। এও তো পরিশ্রম। এইরকম পরিশ্রম শেখানোর মতন কেউ নেই। শ্লোকও আছে -- অন্তিমকালে যে স্ত্রী-কে স্মরণ করে... যদি কোনো সন্ন্যাসী থাকে, গুরু থাকে তাদেরকেও স্মরণ করতে হয় তাহলেও অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করো যে কোথায় যেতে চাও ? ফিরে তো যেতেই হবে, কিন্তু কোথায় যাবে ? কারণ ভক্তির থেকে শক্তি পাওয়া যায় না, যার ফলে একের সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত করতে পারে। সর্বশক্তিমান হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই, তাই না! ওঁনারই ভূমিকা নির্ধারণ করা রয়েছে। উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ হলেন বাবা, ওঁনাকেই স্মরণ করো তবেই ওঁনার দেশে চলে যাবে। সন্ন্যাসীদের তো দেবতাও বলতে পারবে না। তারা তো আসেই দ্বাপরে। স্বয়ং বাবা এসে বলেন -- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো আর তিনি সৃষ্টি-চক্রের উপরেও বৃষ্টিয়ে থাকেন, যার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এই নলেজ বাবা-ই বৃষ্টিয়ে থাকেন। চিত্রের উপরে তোমরা বোঝাতে পারো। সর্বোচ্চ হলেন নিরাকার ভগবান, তিনি থাকেন মূললোকে(পরমধামে)। তিনিও হলেন উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ, আমরা দেবতারাও সেখানেই থাকি। সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্ম দেবতারা থাকে। সেখানে সৃষ্টির চক্র থাকে না। তারপর নীচে এসো তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেই সবচেয়ে বেশি আড়ম্বর।

জগদম্বা, জগৎ-পিতার মন্দিরে এত নেই। জগদম্বার মন্দির হলো একদমই সাধারণ। তোমরা লক্ষ্মীরও মন্দির দেখো, জগদম্বারও দেখো -- কত রাত-দিনের পার্থক্য। মানুষের এ'কথা জানাই নেই যে জগদম্বাই লক্ষ্মী হন। তোমরা জানো -- এও অতি সাধারণ তাই ওঁনার মন্দিরও অতি সাধারণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তাই চিত্রও সাধারণ তৈরী করা হয়েছে। জগদম্বাকে কোথাও-কোথাও কালোও বানানো হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে সঙ্গমেই আমরা এই রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতে কত সুশোভনীয় শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনারায়ণে পরিণত হয়ে যাই। লিখিতও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সেও তো জ্ঞানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাছাড়া গরুর মুখ থেকে অমৃতাদির কোনো ব্যাপারই নেই। কৃষ্ণকেও বাবা সঙ্গমেই উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সঙ্গম হওয়ার কারণে ওরা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো যে জগদম্বাই লক্ষ্মী হন আর লক্ষ্মীই ৮৪ জন্ম নিয়ে অম্বা হন। এ হলো ব্রহ্মার বংশ(কুল)। এরপর হয় দৈবীকুল। দৈবীকুলে আবার ৮৪ জন্ম নেয় তারপর অন্তে এসে শূদ্রকুলের হয়ে যায়। কত ভাল-ভাল কথা আছে। ধারণা না হলে বলবে ডাল হেড (মেধাহীন)। এইরকম অনেক সেন্টার আছে -- যারা নিজেরাই ক্লাস চালিয়ে নিতে পারে। গড ফাদার বলেন -- তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্টুডেন্ট হও। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের কত স্মরণ করে, আহ্বান করে। বাবাও এইরকম বাচ্চাদের স্মরণ করে থাকেন। স্কুলে কেউ মেধাবী, কেউ কম মেধার তো হয়েই থাকে। সকলেই তো বাচ্চা। কিন্তু কতজন এমন পাপ করেছে যে তারা পুণ্যাত্মা হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যায়। কত গুপ্ত খুশি থাকা উচিত। অন্ধের লাঠি তো কেবল বাবা-ই হন আর কেউ হতে পারে না। হে প্রভু, অন্ধের লাঠি তো তুমিই। এখানে প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। জ্ঞান নেত্রহীনদের অন্ধ বলা হয়। কলিযুগের রাতে বাবা আসেন। কৃষ্ণ রাত্রি থাকলে শিব রাত্রিও আছে। এখন শিব হলেন পরমাত্মা, ওঁনার রাত্রি কোনটি ? তোমরা জানো যে কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকেই রাত্রি বলা হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গের ধাক্কা থেয়ে সকলেই বিরক্ত হয়ে গেছে তাই তারা বলে থাকে যে পরমাত্মা অন্তহীন কিম্বা বলে আমরাই পরমাত্মা। কত বোঝানো হয়ে থাকে। কারো-কারোর সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকে। বাবারও শখ আছে কিন্তু বাবা কোথাও যাবেন সেই নিয়ম নেই। সন্তানের মধ্য দিয়েই বাবার প্রত্যক্ষতা(সন শো'জ ফাদার)। বাচ্চা তো অনেকই আছে। প্রচুর আসতেও থাকবে। বাইরে লাইন করে বসে যাবে। পোপ এসেছেন তখন কত মানুষ গেছে। ইনি হলেন সকলেরই পিতা। পোপকেও সঙ্গতি প্রদান করবেন। সত্যিকারের আশীর্ব্বাদদাতা হলেন বাবা-ই। ওরা তো নকল আশীর্ব্বাদ করে থাকে। বি.কে.-দের তো সকলকেই ব্লেসিংস্ দিতে হবে। না বোঝার কারণে তারা মনে করে আমরা ব্লেসিংস্ দিয়ে থাকি। এখানে আসে, দেখা হয় যে -- ব্লেসিংস্ পাওয়ার উপযুক্ত কি না। পরমপিতার বুদ্ধিতে যা রয়েছে তা কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাবা বলেন -- এরা এলে আমি এদের মুক্তি-জীবনমুক্তি দেবো। মানুষ থেকে দেবতা করে দেবো। স্বর্গের কলম(চার) রোপন তো করতে হবে। আমরা বুঝে যাব এ কী ধরণের চারা রোপন করছে। তোমরাও এইরকম মনে করো যে কেউ এলে তখন মুক্তি-জীবনমুক্তি (জ্ঞান) প্রদান করবো। বলে যে, আমরা মুক্তি চাই। আচ্ছা -- মুক্তিধামকে স্মরণ করলে তখন মুক্তি

পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করো তবেই অল্পে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের এই সেবায় থাকতে হবে। একত্রিত হয়েও আর সকল সঙ্গ ছিন্ন করে একের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে।

২) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্টুডেন্ট হতে হবে, ডাল হেড নয়। বাবার সমান অন্ধের লাঠি হয়ে সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে হবে।

বরদানঃ:- স্বল্পকালীন আশ্রয়ের দিকে পরিত্যাগ করে বাবাকেই আশ্রয়দাতা করে নেওয়া যথার্থ পুরুষার্থী ভব স্বল্পকালীন আধারের সাহায্য, যাকে প্রতিকারের (রাস্তা) করে রাখা হয়েছে, সেই স্বল্পকালীন সাহায্যকে এখন পরিত্যাগ করে দাও। যতক্ষণ এই উপায় রয়েছে ততক্ষণ বাবার সহায়তা সর্বদা অনুভূত হতে পারে না আর বাবার সহায়তা নেই তাই পার্থিব জগতের উপায়কেই সহায়তার পথ বানিয়ে নাও তোমরা। অল্পকালের বিষয়গুলি প্রতারক হয়, তাই সময়ের তীব্রগতিকে দেখে(পরখ করে) এখন এই প্রান্ত থেকে তীব্রবেগে উড়ে সেকেন্ডে পেরিয়ে যাও -- তবেই বলা হবে যে যথার্থ পুরুষার্থী।

স্লোগানঃ:- কর্ম আর যোগের ভারসাম্য বজায় রাখাই হলো সফল কর্মযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা রূপী প্রদীপে যোগ রূপী ঘৃত ঢালো, তাহলে আত্মা শক্তিশালী হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- আত্মা রূপী ব্যাটারীকে শক্তিতে ভরপুর করার আধার কি ?

*উত্তর:- আত্মা রূপী ব্যাটারীকে শক্তিতে ভরপুর করার জন্য বুদ্ধিযোগের বল প্রয়োজন । বুদ্ধিযোগের শক্তির দ্বারা যখন সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করবে, তখনই ব্যাটারী ভরপুর হবে । যতক্ষণ ব্যাটারীতে শক্তি থাকবে না, ততক্ষণ জ্ঞানের ধারণাও হতে পারবে না । আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ রোশনাই আসতে সময় লেগে যায়, স্মরণ করতে করতেই সম্পূর্ণ রোশনাই এসে যায় ।

*গীত:- রাতের পথিক শ্রান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো এই গীতের অর্থ শুনেছে যে, তোমরা বাচ্চারা এখন দিনে অর্থাৎ রোশনাইয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । নতুন দুনিয়াতে তো রোশনাই আর রোশনাই । পুরানো দুনিয়াতে অন্ধকার আর অন্ধকার । এ হলো ব্রহ্মার ঘোর অন্ধকারের রাত । তোমরা এখন প্রভাতের দিকে যাচ্ছে । বাবা বাচ্চাদের বলেন, এই বুদ্ধির যোগ লাগাতে লাগাতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । তোমরা যত যোগ লাগাও ততই প্রকাশ হতে থাকে । আত্মা রূপী প্রদীপের জ্যোতি, যা নিভু নিভু রয়েছে, তা আবার উজ্জ্বল হতে থাকে । ওই ইলেকট্রিকে তো চট করে কারেন্ট এসে যায় কিন্তু আত্মার সম্পূর্ণ রোশনাই আসতে সময় লাগে । অন্তিম সময় পর্যন্ত তা সম্পূর্ণতা এসে যাবে । তোমাদের যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে, মোটর গাড়ির ব্যাটারীও পুরো রাত ধরে চার্জ করা হয় । এও তেমনই মোটর । এতে এখন ঘৃত শেষ হয়ে গেছে, বা শক্তি কম হয়ে গেছে । বাবাকে তো পাওয়ারফুল সর্বশক্তিমান বলা হয়, তাই না । এই ব্যাটারীতে যোগবলের বুদ্ধি ছাড়া পাওয়ার আসতে পারে না । সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই সম্পূর্ণ ব্যাটারী ভরপুর হয় । আর এই ব্যাটারী ভরপুর হওয়া ব্যতীত জ্ঞানও ধারণ হতে পারবে না । বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । 'মন্মানাভব' এই কথা কতো সহজ । মানুষ তো রাম - রাম জপ করে, আর চায় রামরাজ্য হোক, কিন্তু এভাবে রাম - রাম জপ করলে তো রামরাজ্য হবেই না । এমন রাম - রাম তো তোমরা গঙ্গার উপকণ্ঠে বসে জন্ম - জন্মান্তর ধরে অনেকই করে এসেছে । এ তো কেউ জানেই না যে, রামরাজ্য কাকে বলা হয় । অবশ্যই রামই রামরাজ্য বানাবেন । ওদের বুদ্ধিতে সীতা - রামের রাজ্য এসে গেছে । কিন্তু ওই রামরাজ্যে তো রামেরই শান্তি ছিলো না । রাজা রামেরই স্ত্রী চুরি হয়ে গিয়েছিলো, তাহলে প্রজার কি অবস্থা হবে । এখানেও তো রাজাদের স্ত্রী কখনোই চুরি হয় না, এরা আবার রাম - সীতার কথা বলে দেয় । এ খুবই বোঝার মতো কথা । বাস্তবে রাম তো পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । মানুষ গেয়েও থাকে, তুমি মাতা - পিতা... এখন মাতা - পিতা কে, যাঁর জন্য এই গান গাওয়া হয় ? এক তো হলো লৌকিক মাতা - পিতা । তাদের তো এমন মহিমা করা হবে না । তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় পরমপিতা আছেন, তাহলে অবশ্যই মাতাও হওয়া প্রয়োজন । তাই মহিমা করা হয় পারলৌকিক মাতা - পিতার । মানুষ জিপ্তেস করে, সৃষ্টিকর্তা কে ? তখন চট করে বলবে গড ফাদার । তাহলে সিদ্ধ হলো তো, যে মাতা - পিতা আছেন । এই সময়ই দুইজন মাতা - পিতা হয় । সত্যযুগে কেবল একজন মাতা - পিতা হয় । লৌকিক মাতা - পিতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখানে গেয়ে থাকে, তুমি মাতা - পিতা...এই সময় আমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে অতি সুখ পাই, তারপর আমাদের একজন মাতা - পিতা হয়ে যায় । পারলৌকিক মাতা - পিতার দ্বারা সত্যযুগের প্রালন্ধে গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই মাতা - পিতারই এতো মহিমা । তবুও এমন বাবাকে বাচ্চারা স্মরণ করতে ভুলে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের তো সবাইকে বাবার পরিচয় দান করতে হবে যে, বাবা এসেছেন । সবসময় শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা বলা হয়ে থাকে । প্রজাপিতার নামও তো উজ্জ্বল । শিব বাবা, ব্রহ্মা বাবা । লৌকিক বাবা, আর উনি পারলৌকিক পরমপিতা, তিনি আবার কিভাবে মাতা - পিতা হন, এ খুবই গুহ্য কথা । কেউ যখন আসে, প্রথমে এই কথা জিপ্তেস করো, পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে হন ? প্রজাপিতা তোমার কে হন ? অম্বাও যখন গুপ্ত, এই ব্রহ্মাও গুপ্ত । এই ব্রহ্মা হলেন বড় মা । লৌকিক বাবার তো নাম - রূপ - দেশ - কাল সবই জানে । এখন তোমরা ওদের পারলৌকিক মাতা - পিতার নাম - রূপ - দেশ - কাল বলে দাও । মাশ্কারও ইনি বড় মাশ্কা । বড় মাশ্কার দ্বারা বাচ্চাদের দণ্ডক নেওয়া হয়, তাই মাতা - পিতা কন্সাইন্ড হয়ে যায় । এনাদের মাতা - পিতা অথবা বাপদাদাও বলা হয় । কাউকে বোঝানোর জন্য খুব তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রয়োজন তোমাদের বড় বোর্ডের উপর লেখা উচিত যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সবাই স্মরণও করে, কিন্তু একথা জানে না যে তিনি কীভাবে মাতা - পিতা হলেন । মানুষের এতটুকু বুদ্ধিও নেই, কেননা এই কথা হলো খুবই বিচিত্র, যা একমাত্র বাবা এসেই শোনান । আত্মা ডাকে -- ও পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি সুপ্রীম ।

সুপ্রীম অর্থাৎ পরম । তিনি পরমধামে থাকেন । তিনি তো নিজে জনম - মরণে আসেন না, তিনি এসে আমাদের মতো বাচ্চাদের পতিত জনম - মরণের চক্র থেকে মুক্ত করেন । তিনি পবিত্র জন্ম - মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন না । তিনি পতিত আত্মাকেই পবিত্র আত্মা করেন, তাই তাঁকে পতিত পাবন বলা হয় । মানুষ তো রাম - সীতার অর্থও বোঝে না । বাস্তবে সমস্ত ভক্তরাই হলো সীতা । তারা এক সাজন পরমাত্মার স্মরণই করে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই সময় সমস্ত দুনিয়াতে রাবণ রাজ্য । কেবল লঙ্কাতে নয় । রাবণকে এখানেই দহন করা হয় । লঙ্কা তো হিন্দুস্থানে নয় । সে তো বৌদ্ধদের পৃথক খণ্ড । এই সময় সমগ্র দুনিয়া রাবণের বন্ধনে আছে । সম্পূর্ণ দুনিয়াতে রাবণের রাজ্য । অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাত । এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখার । এই সময় তোমরা রাবণকে জয় করছো । যে সম্পূর্ণ বিজয়ী হবে, সে-ই মালিক হতে পারবে । সত্যযুগ আদিতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । তাঁরা এই স্বর্গের প্রালম্ব কোথা থেকে এবং কীভাবে পেয়েছিলো । সত্যযুগে অনেক অল্প মানুষ থাকবে । লাথের আন্দাজে মানুষ থাকবে । যমুনার উপকণ্ঠে রাজধানী হবে । ওখানে কোনো বিকার থাকেই না । বলাই হয়, সম্পূর্ণ নির্বিকারী । ওখানে বাচ্চার জন্মও যোগবলের দ্বারাই হয় । ওখানে কান্নাকাটি, মারপিট কিছুই হয় না, কিন্তু প্রথমে এই কথা বলা না । প্রথমে এই কথা বলা যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আর আমরা আত্মারাও পরলোক থেকে আসি, তাহলে পারলৌকিক পরমপিতার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? এক নম্বর কথাই হলো এটা । প্রথমে এই বাবার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলা, তারপরে মা আর উত্তরাধিকারের সম্বন্ধেও বলবে । এক অল্ফকে (আল্লাহ) ভুলে যাওয়ার কারণেই মানুষ সবকিছু ভুলে গেছে । রাবণ সবার প্রথমে অল্ফকেই ভুলিয়ে দিয়েছে, তারপর এই অল্ফ বা ঈশ্বরের সাহায্যেই আত্মারা রাবণকে জয় করে । বোঝানোর মতো পয়েন্টস তো অনেকই আছে । প্রদর্শনীতে মূখ্য কথা হলো এই অল্ফ বা ঈশ্বরকে বোঝানো । অল্ফের পরেই বে বা বাদশাহী বা উত্তরাধিকার এসে যায় । অল্ফকে না বুঝতে পারলে কিছুই বুঝতে পারবে না, যতই মাথা ঠুকতে থাকো না কেন । পরমপিতা আছেন তাই পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । বাবার এই উত্তরাধিকার পেলে উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যায় । ত্রিমূর্তির উপর বোঝানো কতো সহজ । উপরে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, নীচে লক্ষ্মী - নারায়ণ আর উত্তরাধিকার, এই বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছে । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । বাচ্চারা বলে -- বাবা, আপনি তো নিরাকার, আপনি কীভাবে উত্তরাধিকার দেবেন । বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করি । যারা আসবে, তাদের এই বিষয়ের উপরই বোঝাও । মূল বিষয়ই হলো ত্রিমূর্তির । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার তো কোনো অর্থই নেই । তোমাদের বোঝাতে হবে -- এই নিরাকার শিববাবা, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তারপর এই উত্তরাধিকার । এখন বাবা তো হলেন নিরাকার । তাহলে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ উত্তরাধিকার কীভাবে পেলেন, কোথা থেকে এলো ? তোমরা এখানে তোমাদের বিষ্ণু কুমার বলা না । তোমরা তো হলে বি.কে. । ব্রহ্মাপুরী মানুষেরই বলা হয় । যেখানে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ রচনা করা হয় । সিন্ধুতেও ব্রহ্মাপুরী ছিলো, একথা কে বুঝিয়েছেন ? শিববাবা । তোমাদের সবসময় বলতে হবে, বাপদাদা কন্বাইন্ড । কখনো বাবা, আবার কখনো দাদা বলবে । দুই আত্মার মুখ তো একই, তাই না । যখন যাকে চাইবে, তাকেই ব্যবহার করবে । বন্ধন তো নেইই । তাই প্রথম কথা হলো, জ্ঞানের সাগর গীতার ভগবান বাবা, তিনি বলেন - এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তো সৃষ্টি বতন বাসী দেবতা । এই ব্রহ্মা তো মানুষ, যখন সম্পূর্ণ হবেন, তখন তাঁকে দেবতা বলা হবে । এই তপস্যা করে তারপর দেবতা হয় । এই ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা শেখান । চিত্রের উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । এই বোঝানো খুবই সহজ । এই হলেন শিব বাবা, আর এই তাঁর উত্তরাধিকার । এই শিব তো নিরাকার, তাই তিনি ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন । ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা হয় । অবশ্যই এমন হওয়ার জন্য তিনি এখন রাজযোগ শিখছেন । এই হলো শিব পুরী, আর ওই হলো বিষ্ণুপুরী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) অল্ফের (ঈশ্বর) স্মরণে মায়া রাবণকে জয় করতে হবে । সবাইকে অল্ফের পরিচয় দিতে হবে ।

২) স্মরণের যাত্রায় পরিশ্রান্ত হবে না । নিজের ব্যাটারীকে চার্জ করার জন্যে সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদানঃ:- এক বাবার স্মরণের দ্বারা একরস স্থিতির অনুভব করে সার স্বরূপ ভব
একরস স্থিতিতে থাকার সহজ বিধি হলো একের স্মরণ । এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । বীজের মধ্যে

যেমন সবকিছুই নিহিত থাকে, তেমনই বাবাও হলেন বীজ, যাতে সর্ব সম্বন্ধের সর্ব প্রাপ্তির সার নিহিত আছে। এক বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ সার স্বরূপ হওয়া। তাই, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় -- এই একের স্মরণই একরস স্থিতি তৈরী করে। যে এক সুখদাতা বাবার স্মরণে থাকে, তার কাছে দুঃখের ঢেউ কখনোই আসতে পারে না। তার স্বপ্নও সুখের, খুশীর, সেবার আর মিলন উৎসবের হয়।

স্লোগান:- শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জাগ্রত যারা করে, তারাই হল প্রকৃত বংশ প্রদীপ (কুল দীপক)।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"পরমাত্মার কাছে লটারীর প্রথম পুরস্কার কেন জিতবো না"

দেখো, অনেক মানুষই এমন মনে করে যে, অল্প পুরুষার্থ করলেই আমরা তো বৈকুণ্ঠে চলে যাবো, কিন্তু তাদের এই কথা ভাবা উচিত যে, পরমাত্মা বাবা এসেছেন, তাই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদের কাজ হলো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে স্কলারশিপ নেওয়া, তাই প্রথম পুরস্কারের লটারী কেন জিতবো না? এ হলো বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়া। বাকি যারা দুই লাড়ু ধরে বসে আছে যে, এখানকারও সুখ ভোগ করবো, আর ওখানেও বৈকুণ্ঠে কিছু না কিছু সুখ পাবো, এমন চিন্তা যারা করে তাদের মধ্যম বা কনিষ্ঠ পুরুষার্থী বলা হবে, নাকি সর্বোত্তম পুরুষার্থী বলা হবে? বাবা যখন দেওয়াতে কার্পণ্য করেন না, তখন নেওয়ার ব্যাপারে তোমরা কেন কাতর হও? তাই তো গুরু নানক বলেছিলেন, পরমাত্মা তো দাতা, তিনি সমর্থ, কিন্তু আত্মার নেওয়ারও কোনো শক্তি নেই দাতা দিতেই থাকবেন, কিন্তু গ্রহীতা পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে, তোমাদের মনে আসবে, আমরা কেন চাইবো না যে, আমরা এই পদ পাই, কিন্তু দেখো বাবা তোমাদের কতো পরিশ্রম করেন, তবুও মায়া কতো বিঘ্ন উৎপন্ন করে, কেন? এখন মায়ার রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন মায়া সমস্ত সার বের করে দিয়েছে, তাই তো পরমাত্মা আসেন, যাঁর মধ্যে সমস্ত রস বিলীন হয়ে আছে, যাঁর থেকে সমস্ত সম্বন্ধের রস পাওয়া যায়, তাই তো স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... ইত্যাদি মহিমা সব পরমাত্মারই, তাই এই সময়েরই বলিহারি যে এমন সম্বন্ধ পেয়েছি। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগে বাবা এসেছেন তোমরা বাচ্চাদের জন্য অন্তর এবং প্রাণ দিয়ে সেবা করতে, এখন এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে - তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা এখন তোমাদের কর্মাকীর্ণ অবস্থা হতে পারে না, শেষে গিয়ে হবে- কেন?

*উত্তর:- কেননা তোমরা আত্মারা যখন কর্মাকীর্ণ হবে তখন তোমাদের পবিত্র তত্ত্ব দিয়ে তৈরী শরীরের প্রয়োজন। এখন তো এখানে ৫ তত্ত্বই পতিত হয়ে গেছে। তত্ত্ব পবিত্র হলেই কর্মাকীর্ণ অবস্থা হবে। তোমরা বাচ্চারা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তখন এখানে থাকতেও পারবে না। তোমরা যখন পবিত্র হবে, তখন পবিত্র দুনিয়াতে পবিত্র শরীরের প্রয়োজন হবে, সেইজন্যই তোমরা এখন হাফ কাস্ট, শেষে তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ যোগ করতে সক্ষম হবে এবং তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা কর্মাকীর্ণ স্তরে পৌঁছে যাবে।

*গীত:- দূর দেশের নিবাসী ...

ওম্ শান্তি । দূর দেশের পথিক, যে পথিককে সকল মানুষ অর্থাৎ জীব আত্মারাই স্মরণ করে। বাস্তবে সমস্ত জীব আত্মারাই মুসাফির। যেমন বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয় তেমনই বাচ্চারা তোমরাও পরমধাম থেকে আসো-নিজের ভূমিকা পালন করতে। আমাকে তো সম্পূর্ণ কল্পে একবারই আসতে হয়। এইজন্যই বলা হয়-পুনর্জন্ম। তোমরা একবার এখানে এলে এখানেই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো। আমি একবারের জন্যই বাচ্চাদের কাছে আসি, যাতে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে এবং ভালোবাসার সাথে তাদের সেবা করতে পারি। বাবার তো সমস্ত বাচ্চারাই প্রিয় ভাইনা। এমন কোনো বাবা নেই, যার কাছে তার বাচ্চারা প্রিয় হয়না। বাবার কাছ থেকেই বাচ্চারা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সে হলো লৌকিক পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এটা কেউ-ই জানে না যে বাবা কখন আসবেন। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার রাস্তা কেউ-ই জানে না। সহজভাবে বলে থাকে অমুকে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে বা নির্বাণধামে চলে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে মাঝখানে কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। যখন সবার ভূমিকা সম্পূর্ণ হয় তখনই বাবাকে আসতে হয়। তোমরা জানো যখন আমরা সব আত্মারা শরীরে থাকি তখনই ভাই-বোন রূপে সম্বন্ধে আসি। প্রত্যেককেই নিজ-নিজ ভূমিকা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং পুনরায় নিজ-নিজ সময়ানুসারে সেই পার্ট রিপিট করতে হবে। বাবাকে সবাই স্মরণ করে থাকে, হে পতিত-পাবন এসো, হে সীতার রাম এসো। এক রাম, এক সীতার জন্যে কি আসবেন ? সমস্ত সীতার জন্য একজন রাম। সব বাচ্চারা স্মরণ করে, ভক্তি করে। এই ড্রামা ৫ হাজার বছরের। বাবা বলেন- তোমরা নিজের জন্ম সম্পর্কে জানো না, আমি জানি। লক্ষ বছরের কথা তো কেউ বলতে পারবে না। প্রধান বিষয় হলো গীতার ভগবান কে ? ড্রামা অনুসারে ভুল হয়েছে, তবেই তো বাবা এসেছেন। শুধু গীতা পড়লে কিছুই হবে না। বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন এই নতুন-নতুন যা কিছু তোমাদের শোনাই, সেইসব প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। পরম্পরা অনুযায়ী এটা চলবে না। অন্যদের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত চলে। একে অপরকে শুনিয়েও থাকে। এখানে না কেউ শোনার থাকে, না শোনানোর জন্য কেউ থাকে। সব চলে যাবে। ওখানে (সত্যযুগে) তো কেউ জানেই না যে আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ। ওটা তো সম্পূর্ণ রূপে প্রালঙ্ঘ্য। ১৬ কলা থেকে তারপর ১৪ কলা হবে- এটা যদি জানা থাকে রাজস্ব করার খুশিই চলে যাবে। বাবা বোঝান উচ্চ থেকে উচ্চতর ধর্ম শাস্ত্র প্রথমেই হওয়া উচিত। দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনকারীদের ভগবান বলা হয় না। ভগবান তো একজন যিনি নিরাকার, বাকি সবাই সাকার। গাওয়াও হয়েছে শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা। তিনি সবার সঙ্গতি দাতা। এই সময় সব তমোপ্রধান এবং কবরস্থ হয়ে গেছে। বাবা এসেই সবাইকে জাগিয়ে তোলেন। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সর্বের দানার মতো সব পিষে যাবে। সত্যযুগে খুব ছোট দৈবী ঝাড় হবে। ভগবানকে সবাই স্মরণ করে বলে হে ভগবান, হে সত্যখন্ড স্থাপনকারী...কিন্তু তিনি কবে আসবেন ? শাস্ত্রে তো লক্ষ বছর লেখা আছে। একেই অন্ধকার বলা হয়। তোমরা এখন জেনেছ আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। দ্বিতীয় কেউ-ই জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর বাবা দূরদেশ থেকে আমরা বাচ্চাদের কাছে আসেন। আমরা সবাই অন্ধকারে পড়ে ছিলাম। জানতাম না যে ড্রামায় আমরা সবাই অ্যাক্টর। উচ্চ থেকে উচ্চতর কে, জানা উচিত। শুধু সর্বব্যাপী বলে দেওয়া, এটা কি জ্ঞান ! যদি সর্বব্যাপী হন তবে তো ভক্তিও করতে পারে না। একেই বলে অজ্ঞানতা। এখন তোমরা জেনেছ সবার সঙ্গতি দাতা বাবা। ঔনার নাম পরমপিতা পরমাত্মা শিব। উনি পিতাদেরও পিতা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে লৌকিক পিতার সাথে মিলিত হয়েছে। উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা প্রথমে আসেন তারপর নম্বরানুসারে আসে। যারা

দেবী-দেবতা বংশানুক্রমিক হবে তারাই প্রথমে নেমে আসবে। বাবা এখন সেই রচনা সৃষ্টি করছেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কীভাবে রচনা করবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা তোমারই ছিলাম, এখনও তোমারই আছি। প্রথমে আমরা সত্যযুগে এসেছিলাম।

এই সময় তোমরা হাফ কাস্ট। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছে। সম্পূর্ণ পবিত্র, কর্মাতীত শেষে হবে। শেষে তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ যোগ করতে সক্ষম হবে এবং সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এখানে তোমাদের পবিত্র বলা যাবে না, কেননা শরীর পতিত হয়ে গেছে। এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। তারপর সত্যযুগে শরীরও পবিত্র পাবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে এখানে থাকতে পারবে না। যখন আত্মা পবিত্র হবে ৫ তত্ত্বও পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সঙ্গম যুগে আছ। প্রকৃত সত্য কুস্ত্র মেলা হল এটাই। গঙ্গায় যাওয়া - হলো ভক্তি মার্গ। সন্ন্যাসীরা স্নান করতে যায়- তবুও বলে থাকে আত্মা নির্লেপ। বাবা বলেন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক কিছু শুনছে। এখন বিচার কর কোনটা সঠিক। এ'হলো অমরকথা যার দ্বারা তোমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাও, তোমাদের কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না। সত্যযুগে কখনোই বলবে না যে অমুকে মারা গেছে। এখানে কত মৃত্যু ভয়। ওখানে তো শুধুমাত্র পোশাক (শরীর) বদল হয়। ভারতের মহিমা অতি প্রসিদ্ধ। যেমন বাবার মহিমা তেমনই ভারতের মহিমা। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এখনও নির্মাণ হয়। কিন্তু বাবাকে জানে না তিনি কবে এসেছিলেন। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। সত্যযুগকে লক্ষ বছর বললে তার সংখ্যা তো অগণিত হওয়া উচিত। কেউ-ই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে না। বলে থাকে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। এ'সবই জ্ঞানের বিষয়। সূক্ষ্মবতনে ষাঁড় ইত্যাদি কোথা থেকে আসে। এই শাস্ত্র অধিকল্প ধরে চলেই আসছে। এইসব বিষয় প্রিয় বাবা তাঁর সন্তানদের বুঝিয়ে থাকেন। এমনিতে তো সবাই আমার সন্তান। কিন্তু তোমরা আমার প্রিয় সন্তান হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে রাজত্ব করে গেছে জানা নেই। রাধা-কৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপন

করে। লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মদিন সম্পর্কে জানা নেই। রামকে ত্রেতায় দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে। রাধা কৃষ্ণ হল সত্যযুগের। এ'সবই তোমরা জানো। সব ধর্মের পুনরাবৃত্তি কীভাবে হবে, অমুক ধর্ম স্থাপক কবে আসবে। ওরা মনে করে ধর্ম স্থাপন করে ফিরে যায়। ফিরেই যদি যাবে তবে পালনা করবে কে! প্রতিটি মানুষ রচনা করে এবং তার পালনাও করে থাকে। বিনাশ করে না। জাগতিক দুনিয়ার পিতা অল্পসময়ের জন্য ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ দিতে পারে। কারো সন্তান না হলে বলে থাকে আমাদের বংশ বৃদ্ধি কীভাবে হবে। বাবা বলেন এই সময় সবাই পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। একটা গান আছে- গানটিতে বলা হয়েছে ভারতের কি হাল হয়েছে। তারপর অন্য একটা গানে বলা হয়েছে আমাদের ভারত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখনও কি শ্রেষ্ঠ আছে? নেই। এখন তো সম্পূর্ণ রূপে পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন বাচ্চারা ধৈর্য ধর, এটাই হল খেলা। এখন দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের দিন আসছে। এই নরককে স্বর্গ করে তোলার জন্য পরমধাম নিবাসী বাবা পরের দেশে এসেছেন। বাবা বলেন আমার এটা জন্মস্থান। নয়তো কেউ বলুক, নিরাকার বাবা কোথায় এসেছেন, কার শরীরে এসেছেন? কবে এসেছেন? কি করতে এসেছেন? কেউ-ই বলতে পারবে না। বাচ্চারা তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা কীভাবে এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। বাবা বলেন বাচ্চারা আর কোনো চিকিৎসা আমার কাছে নেই। প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমাকে পতিত-পাবন বলো, সর্বশক্তিমান বলো। এখন তোমাদের ৫ বিকারকে জয় করতে শক্তি প্রয়োজন। হিংস্রাশ্রয়ী লড়াইয়ের কোনো বিষয় এখানে নেই। এ'হলো গুপ্ত, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ কর। একেই বলা হয় অজপা জপ। এখন হল সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ওখানে হলো শান্তিধাম। ওখান থেকে অটোমেটিক্যালি তোমরা সুখধামে আসবে। শান্তি তোমাদের স্বধর্ম। এই রাবণ রাজ্যে শান্তি এমনিতেই পাবে না। অল্প সময়ের জন্য শান্তি চাইলে অশরীরী হয়ে বসে পড়। শান্তি তো সবার চাই। যদি ১০১ কোটিও শান্তিতে বসে তবুও শান্তি আসবে না। এটা হলো অশান্তির দুনিয়া। শান্তির জন্য কোনো রায় কার্যকর করতে পারবে না। এটা একমাত্র গডফাদারের উত্তর দায়িত্ব। তোমরা জানো দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, দুঃখধাম এটা। ওটা হলো (পরমধাম) শান্তিধাম, সুইট হোম। সুইট ফাদারও সেখানে থাকেন। ওটা সুখধাম, এখানে দুঃখধাম। মাঝখানে আরও অন্যান্য ধর্ম বেরিয়ে আসে। বুদ্ধি হতেই থাকে। ওরা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগ আলোয় আলোকিত। মূলবতনে অপার শান্তি। এখানে আমরা ভূমিকা পালন করতে এসেছি।

বাবা বলেন - হে আত্মারা শুনতে পাচ্ছে - নিজেদের কান রূপী অরগ্যান্স দ্বারা? তোমাদের স্মরণ আছে - এই ড্রামার চক্র কীভাবে ঘুরছে। তোমরা এই সময় ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ ত্রিকালদর্শী নেই। ঋষি-মুনি বলত আমরা ঈশ্বরকে জানিন। নাস্তিক তারা। এখন তোমরা আস্তিক হয়েছ। বাবা আর সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছে। তোমরা তিন লোকের নলেজ পেয়েছ। তোমরা ছাড়া আর কারো এই নলেজ নেই। লক্ষী-নারায়ণকে না

ত্রিলোকীনাথ, না ত্রিকালদর্শী বলা হবে। ত্রিলোকীনাথ মানুষ হতে পারে না। তোমরা তিনলোক আর তিনকালকে জেনেছ। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ত্রিলোকের জ্ঞান নেই। বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই সময় কত সুন্দর স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করেছে। কিন্তু এর বায়োগ্রাফি সম্পর্কে তো জানা উচিত। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান একজনই, ওঁনার নাম শিব। রুদ্রও বলা হয়। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু, কৃষ্ণ জ্ঞান যন্তু হয়না। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। সে কীভাবে যন্তু রচনা করবে। রুদ্র যন্তুর দ্বারা বিনাশের স্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। সত্যযুগে যন্তু রচনার প্রয়োজন পড়ে না। এই জ্ঞান যন্তু ছাড়া বাকি সব যন্তু মেটিরিয়াল যন্তু। বাবা বুঝিয়েছেন একে যন্তু কেন বলা হয়। এই যা কিছু পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী আছে, সব এই যন্তুে স্বাভাৱ্য হয়ে যাবে। সেইজন্যই বলা হয়- পরমপিতা পরমাত্মা যন্তু রচনা করেন, যার দ্বারা মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে। দেবতাদের পা পুরানো দুনিয়াতে আসে না। তোমাদের তো বাবা সবকিছু সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবসময় নিজের শান্ত স্বধর্মে থাকতে হবে। এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য বাবার স্মরণ অজপাজপ চলা উচিত।

২) কর্মাতীত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। যা কিছু বিকর্মের বোঝা রয়েছে স্মরণের যাত্রায় থেকে তা নামিয়ে ফেলতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারা বিকারকে জয় করতে হবে।

বরদানঃ:- শুদ্ধ সংকল্পের পরিমণ্ডলের (ঘেরাটোপ) দ্বারা সবসময় ছত্রছায়ায় অনুভবকারী, অন্যদেরকেও অনুভব করাতে সমর্থ দৃঢ় সংকল্পধারী ভব
তোমাদের একটা শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সংকল্প চমৎকার করে দিতে পারে। শুদ্ধ সংকল্পের বন্ধন বা পরিমণ্ডল কমজোরি আত্মাদের ছত্রছায়া হয়ে, সেক্ষিত্র সাধন বা কেল্লা তৈরি করে দিতে পারে। এর অভ্যাস করতে গিয়ে প্রথমে যুদ্ধ চলে, ব্যর্থ সংকল্প শুদ্ধ সংকল্পকে কেটে দেয় কিন্তু যদি সংকল্পে দৃঢ়তা থাকে - যেখানে তোমাদের সাক্ষী স্বয়ং বাবা, সেখানে সবসময়ই বিজয়ের তিলক আছে, শুধুমাত্র একে ইমার্জ করলে ব্যর্থ স্বতঃই মার্জ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মাথার উপরে বিকর্মের ভারী বোঝা রয়েছে, তাই এখনও পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি আসে, যখন কর্মাজীত অবস্থা হবে তখন কর্মভোগের হিসেব শেষ হবে”

*প্রশ্নঃ - সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে এই ইউনিভার্সিটির কোন্ নাম হওয়া উচিত ?

*উত্তরঃ - প্রকৃত সত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, পাণ্ডব ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজের দ্বারা ওয়েলথ এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা হেল্থ প্রাপ্ত হয় তাও ২১ জন্মের জন্য। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদেরকে, মানুষকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনী আয়োজিত করা উচিত। জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, এই নামের দ্বারা সকলের অ্যাটেনশন যাবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনুপম....

ওম্ শান্তি । এই গীতের মধ্যে একটি লাইন আসে.... চারিদিকে পরিক্রমা করে বেরিয়েছি... তীর্থে মানুষ চার ধামের যাত্রা করে। যাত্রা কেন করে ? (এ হল চক্রের পরিক্রমা, সত্যযুগ ত্রেতা ইত্যাদি) এ হল চক্র। যত বাবাকে স্মরণ করবে, চক্র ঘোরাবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে, কারণ বিকর্মের বোঝা মাথায় রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা তো অন্তিম সময় পর্যন্ত চলবে। কর্মভোগ তো অন্তিম সময় পর্যন্ত থাকে, এটাই হল প্রমাণ চিহ্ন। যতক্ষণ কর্মাজীত অবস্থায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ দুঃখ লেগেই থাকবে। শেষ কালে এই সব বিনাশ হয়ে যাবে। আমাদের মুখ্য বিষয় হল জ্ঞান আর যোগ। দিল্লিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন আছে। প্রকৃত সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন তো এইখানে। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ, জীবনমুক্তি। সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, এই কথাটি তাদের বোঝাতেও হবে। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনী হওয়া উচিত - সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে, সব মানুষ এবং বিদেশীরাও এসে ভারতের এই সহজ যোগ ও জ্ঞান বুঝবে। মানুষ তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে। যেমন আমরা লিখি রিয়্যাল গীতা তেমন ভাবেই লিখতে হবে জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন। বাবা ডাইরেকশন দেন যে, রিয়্যাল জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন হল পাণ্ডব ভবন এই রকম লিখে দাও, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তার সঙ্গে এই কথাও লেখো যে, জ্ঞানের দ্বারা জীবন মুক্তি, এভার ওয়েলদি এবং বিজ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা এভার হেলদি কীভাবে হওয়া যায় সে কথা এসে বুঝে নাও। যখন বুঝবে তখন বলবে অবশ্যই প্রাক্টিক্যালি দেবী-দেবতা পদ সুখ শান্তি পূর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। এ তো কেবল একজনকে বোঝানোর নয়। এই বিষয়ে প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি করো তাহলে হাজার মানুষ এসে বুঝবে। বাবা যুক্তি বলে দেন, কাপড়ে প্রিন্ট করে ব্যানার লাগিয়ে দাও। তৈরি করতে কিছুই সময় লাগে না। আমাদের কাছে ভালো চিত্র আছে। কোনো দেশবাসী বা বিদেশী মানুষ এসে বুঝবে। বাবা বলেন সৃষ্টি চক্রের চিত্রটি বিশাল করে বানানো উচিত তার পাশে বিরাট রূপের চিত্রটি থাকা উচিত। তার উপরে শিখা। শুধুমাত্র শিব নয়, ত্রিমূর্তি তো অবশ্যই থাকা উচিত যাতে প্রমাণ করা যায় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। এই ব্রাহ্মণরাই পুনর্জন্মে আসবে। ব্রাহ্মণরাই হয় সেই দেবতা, দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়... এই চিত্রটি ভালো ভাবে বানিয়ে পাশে রাখা উচিত। তার ফলে বোঝানো সহজ হবে। এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা স্বর্গের নির্মাণ হয় কীভাবে, এই ব্রাহ্মণরা হল অ্যাডপ্টেড, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন - বোঝাবার জন্য খুব ভালো যুক্তি থাকা উচিত। সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া উচিত। চিত্রের দ্বারা বোঝানো তো খুব সহজ। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করে রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে। এই ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীরা হল কোটিতে কেউ। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি, ভাগন্তি হয়ে যায়। এখানে গরিব মানুষও আছে তো ধনী মানুষও আছে আবার মিডিল ক্লাসও আছে। ধনী মানুষ সহজে জ্ঞান গ্রহণ করতে চাইবে না।

বাবা তো বুঝিয়েছেন যে, জ্ঞান যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন তো আসবে। অনেক অত্যাচার হবে। কামেশু, ক্রোধেশু আছে না। বিষ প্রাপ্ত না হলে অত্যাচার করে। কন্যাদের তো বিবাহের জন্য অনেক কষ্ট পেতে হয়। বাবা তো বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠাচারী হবে। বাবা আসেন পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়ায়। এই রাবণের রাজ্যে সর্ব প্রথমে কাম হল মহাশত্রু। শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্যকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তাদের মধ্যে বিকার থাকে না। তখন এই প্রশ্নও উঠতে পারে না যে, সেখানে জন্ম হবে কীভাবে। রাম রাজ্যে বিষ থাকে না। এই হল রাবণের রাজ্য তবেই তো রাবণকে দাহ করা হয়। এই সময় কেউ শ্রেষ্ঠাচারী নয়। শ্রেষ্ঠাচারী বানানো একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মার কর্তব্য। স্বর্গ তো হল পবিত্র দুনিয়া (ভাইস লেস ওয়ার্ল্ড) । সেখানে তো বিকার রূপী বিষ নেই কারণ রাবণের রাজ্য নেই।

এখন তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো - যোগ বলের দ্বারা। রাবণের বিনাশ তো এখন হবেই, এখন হল সঙ্গম। এখন তোমরা সম্পূর্ণ হচ্ছে। সত্য যুগের আদিকালে সেখানে একজনও বিকারগ্রস্ত আত্মা থাকবে না। সঙ্গমে দুইই আছে, তাইনা। অপরিষ্কার জল ও স্বচ্ছ জল, তাকেই সঙ্গম বলা হয়। অশুদ্ধতা যখন শেষ হবে তখন আর চোখে দেখা যাবে না। সুতরাং এখন দুনিয়ার ক্ষেত্রেও সঙ্গম চলছে। আত্মা ও পরমাত্মার এই সঙ্গম। যদিও নদী ও সাগরের সঙ্গম তো প্রচলিত প্রথা। নদী তো সাগরে গিয়েই পড়বে। যদিও জলের পার্থক্য থাকে। বাবা ব্যতীত কোনো মানুষ ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ বানাতে পারে না। ত্রিকালদর্শী ও ত্রিলোকিনাথ তোমরাই হও। কৃষ্ণকেও বলা হবে না। ত্রিলোকিনাথ, তিন লোকের স্ত্রীতা কেবল একজনই। ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ নয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের তিন লোক বা তিন কালের স্ত্রীতা নেই। আদি মধ্য অন্তের স্ত্রীতাও নেই। এখন তো আমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্ত্রীতা আছে। ত্রিলোকির স্ত্রীতাও আছে। বাবার যা টাইটেল, তা ব্রাহ্মণদেরও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। দেবতাদের এই স্ত্রীতা নেই। তোমরা হলে অনেক উচ্চ, যে বাচ্চারা নিজেদেরকে ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী রূপে স্বীকার করে তারা তো অন্যদের নিজ সম গড়ে তুলতে ব্যস্ত থাকবে। নিমন্ত্রণ পত্র সবাইকে দেওয়া উচিত। প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষকে লিখে জানানো উচিত যে, স্ত্রীতা বিজ্ঞানের দ্বারা হেল্থ ওয়েলথ কীভাবে প্রাপ্ত হয়, এসে বুঝে নাও। দিল্লিতে স্ত্রীতা বিজ্ঞান ভবনে এই জিনিস থাকলে তো অনেক বিদেশীরা এসে নলেজ নেবে। শেষ কালে তো সবাইকেই বুঝতে হবে। বিনাশ অবশ্যই হবে তাহলে বাবাকে কেন স্মরণ করো না যাতে বিকর্মের বিনাশ হয়? আত্মা যত শুদ্ধ হতে থাকবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে - স্ত্রীতা ও বিজ্ঞানের উপরে। মুক্তিধাম নিবাসী যোগই পছন্দ করবে, কারণ তাদের আত্মার মধ্যে সেই পার্টই ভরা আছে এবং দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা নলেজ পছন্দ করবে।

বাচ্চারা, তোমাদের দিন দিন উন্নতি হতে থাকে। তোমরা উপরে উঠতে থাকো তারা নীচে নামতে থাকে। তোমাদের হল উর্ধ্বগামী কলা, অন্য সব মানুষের হল নিম্নগামী কলা। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এই কথা তো সাধারণ। যদিও বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। এই কথাও বুঝেছো যে, পূর্ব কল্পে যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছে, যেভাবে প্রাপ্ত করেছে সেসব সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। আসবে তো অনেকেই। দিন-দিন নানান ভালো যুক্তি বের হতেই থাকে। স্ত্রীতা-বিজ্ঞান ভবন নাম হোক এবং ভালো ভালো চিত্র থাকুক। দুনিয়ায় অনেক অপ্রয়োজনীয় চিত্র আছে, কেউ বক্র রূপধারী কৃষ্ণের এমন আর্ট জাতীয় চিত্র বানিয়ে দেয়, তোমাদের সেসবের দরকার নেই। সেখানে দেবতারা ডাম্প করে, দেবতারা তো আনন্দে খুশীতে খেলা করে। এইসব আর্ট ইত্যাদি এখানকার প্রচলনে আছে। সেখানে তো প্রিন্স প্রিন্সেস খেলা করে। বাইস্কোপ ইত্যাদি তো সেখানে থাকে না। এই কথা গুলি তোমরা এইখানে জানো। বাবাকেও কেবল তোমরা চিনতে পারো। মানুষের বুদ্ধিতে বসে না যে, ইনি কে! কারণ নাম শুনেছে, শ্রীকৃষ্ণের। চিত্রও আছে ফার্স্টক্লাস। নামই হল শ্যাম সুন্দর। কাম চিত্রায় বসে শ্যাম বর্ণ হয়ে যায়। স্ত্রীতা চিত্রায় বসে পুনরায় অর্ধকল্পের জন্য গৌর বর্ণে পরিণত হয়। বুদ্ধিতে এই স্ত্রীতা থাকা উচিত যে সত্য যুগে ২১ জন্মের জন্য সুন্দর ছিলাম। তারপরে কাম চিত্রায় বসে ভিন্ন নাম রূপে এসে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছি। তারা বুঝতে পারে না কালো রূপ কেন দেখানো হয়েছে। তোমরা তো জানো এখন বোঝাবে কীভাবে, কার চিত্র দেবে। শ্যাম ও সুন্দর এনাকেই বলবে। এমন তো নয় রামচন্দ্রকেও শ্যাম সুন্দর বলবে। তাকে কালো রূপ কেন দেখানো হয়েছে, সে কথা বোঝে না। এই সময় সবাই কালো। এই কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু কেউ ভালো ভাবে বোঝালে বুঝবে। প্রদর্শনীতে অনেক কিছু শেখা যায়, হতে পারে ভালো ভালো কন্যারা যন্ত্রের সেবায় নেমে পড়বে। বাকি অন্যরা শিখতে থাকবে। নিমন্ত্রণ পত্র তো সবাইকে দিতে হবে। তাতে কেউ কটু কথা বলে বলুক, সেসব কথা তো সঙ্গমে শুনতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। কাম বিকার রূপী মহা শত্রুর উপরে বিজয়ী হয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। অত্যাচার ইত্যাদিকে ভয় পাবে না।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ হয়ে অন্যদেরকে নিজ সম বানানোর সেবায় বিজি থাকতে হবে। সব ধর্মের মানুষদের এই সংবাদ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

বরদানঃ:- স্নেহের রিটার্নে নিজেকে টার্ন করতে পারে এমন প্রকৃত স্নেহী তথা সমান ভব
বাচ্চাদের প্রতি বাবার অতি স্নেহ আছে তাই স্নেহভাজনের কোনো ঘাটতি দেখতে পারেন না। বাবা,

বাচ্চাদেরকে নিজের সমান সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ দেখতে চান। তেমনভাবে তোমরা বাচ্চারাও বলো যে বাবাকে আমরা স্নেহের রিটার্নে কি দেব ? তখন বাবা, বাচ্চাদের কাছে এই রিটার্ন চান যে নিজেকে টার্ন করে নাও। স্নেহের শক্তির আধারে দুর্বলতা ত্যাগ করে দাও। ভক্তরা তো মাথা রেখে দিতে রাজি থাকে। তোমরা দেহের মাথাকে নীচে নামিয়ে না রেখে রাবণের অর্থাৎ বিকার রূপী মাথা গুলিকে নামিয়ে দাও, সামান্যতমও দুর্বলতার মাথাও রাখবে না।

স্লোগান:-

প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করা কালীন সাক্ষী স্থিতির সীটে সেট হয়ে থাকো তাহলে বাবা তোমাদের সঙ্গী হয়ে যাবেন।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"সম্পূর্ণ পুরুষার্থের সিদ্ধি ২১ জন্ম সুখের প্রালব্ধ"

দেখো, পরমাত্মার সাথে এতটাই সম্পূর্ণ সম্বন্ধ জুড়ে রাখতে হবে যাতে ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়, এটাই হল পুরুষার্থের সিদ্ধিলাভ। কিন্তু ২১ জন্মের নাম শুনে থেমে থাকবে না, ২১ জন্মের জন্য এই সময় এতখানি পুরুষার্থ করা সত্ত্বেও ২১ জন্মের পরে পতন তো হবেই, তাহলে সিদ্ধি লাভ হল কীভাবে ? কিন্তু ড্রামাতে আত্মাদের যতখানি সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্য আছে তা তো প্রাপ্ত হবে, তাইনা ! বাবা তো এসেছেন আমাদের সম্পূর্ণ স্টেজে পৌঁছে দিতে। কিন্তু আমরা বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যাই তখন অবশ্যই পতনের দিকে এগিয়ে যাই, এতে বাবার কোনো দোষ নেই। এই সময় কিছু কম থাকলে সেই দোষ বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের। সত্যযুগ - ত্রেতার সম্পূর্ণ সুখ এই জন্মের পুরুষার্থের আধারে নির্ধারিত হয়, তাহলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে নিজের সর্বোৎকৃষ্ট পার্ট প্লে করতে বাধা কোথায় ? আরও ভালো পুরুষার্থ করে পুরো বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি আমরা। মানুষ সদা সুখের জন্য পুরুষার্থ করে, সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত হওয়ার জন্য কেউ পুরুষার্থ করে না। সেসব তো ড্রামার শেষ সময়ে পরমাত্মা আসেন সর্ব আত্মাদের দলভোগ করিয়ে পবিত্র করে পার্ট থেকে মুক্তি প্রদান করবেন। এ হল পরমাত্মার কর্তব্য তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ং এসে বলে দেন। এইবারে আত্মাদেরকে যখন পার্ট প্লে করতে আসতেই হবে, তাহলে ভালো পার্ট প্লে করে সর্বোৎকৃষ্ট পার্ট প্লে করাই তো উচিত। আচ্ছা - ওম শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি আঞ্জাকারী বাচ্চারা - তোমাদেরকে সর্বদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে, কখনও কান্নাকাটি করবে না, কেননা তোমরা এখন উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবাকে পেয়েছো”

- *প্রশ্নঃ - অতীন্দ্রিয় সুখ - তোমাদের গোপ-গোপিকাদেরই গায়ন আছে, দেবতাদের নেই - কেন?
- *উত্তরঃ - কেননা তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ। তোমরা মানুষকে দেবতা বানান। যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তোমরা নীচের দিকে নামতে শুরু করবে, ডিগ্রী কম হয়ে যাবে, এই জন্য তাদের সুখের গায়ন নেই। এরা তো, বাচ্চারা তোমাদেরই সুখের গায়ন করে থাকে।
- *গীতঃ- আমাদের যিনি পালনা (আশ্রয়) দিচ্ছেন, তাঁকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ...

ওম্ শান্তি । এই কথাটি একজন বলেছেন নাকি দু'জন বলেছেন ? কেননা বাবাও আছেন তো দাদাও আছেন। তো এই ওম্ শান্তি কে বলেছেন ? বলতে হয় দু'জনেই বলেছেন, কেননা তোমরা জানো যে দুটো আত্মা আছে। একজন হলেন আত্মা, অন্যজন হলেন পরমাত্মা। আর বাকিদের জীবাত্মা বলা যায়। আত্মারা তোমরাও এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছ। অন্যান্য ধর্মের কথাই নেই। বাবা ভারতেই আসেন। ভারতই হল বাবার জন্মভূমি। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, কিন্তু তিনি কবে আর কীভাবে আসেন, এটা কারোরই জানা নেই। শিব তো নিরাকারকে বলা যায়। তাঁর পূজাও হতে থাকে। শিব জয়ন্তীও পালন করে। যেটা অতীতে হয়ে গেছে, সেটাই পালন করতে থাকে। কিন্তু জানেনা যে তিনি কবে এসেছেন, এসে কি করে গেছেন। এখন বাচ্চারা, তোমরা তো সবকিছুই জেনে গেছো। তোমরা যে-কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে এটা কার রাত্রি পালন করছে ? মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - ইনি কে? এঁনার রাজ্য কবে ছিল? পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁর সাথে কার-কার সম্বন্ধ আছে ? অবশ্যই বলবে সকলের সম্বন্ধ আছে। তিনি হলেন সকলের পরমপিতা। তো অবশ্যই পিতার থেকে সকলের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এই সময় হলো দুঃখের দুনিয়া। যদিও নতুন নতুন আবিষ্কার বের হচ্ছে, কিন্তু দিন দিন দুঃখের কলাও তো বৃদ্ধি হতেই থাকছে, কেননা এখন হল নিম্নমুখী কলা, তাইনা। কতো বিপর্যয় আসতে থাকছে। সাধারণ মানুষকে দুঃখ দেখতেই হবে। যখন অতি দুঃখ হবে, তখন গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকবে, তখনই বাবা আসেন। এই সময় সকল মানুষ মাত্রই হল পতিত, এই জন্য একে বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে সত্যযুগে দুঃখ হয়ই না। বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারো যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। এই সময় সবাই রাবণ অর্থাৎ পাঁচ ভূতের বশীভূত হয়ে আছে। এই হল শত্রু। দুঃখেরও কলা হয় তাই না। এখন তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, কেননা বিষের দ্বারা সকলের জন্ম হয়। দুনিয়াতে কারোরই এটা জানা নেই যে সেখানে বিষ হয় না। মানুষ বলে, সেখানে বাচ্চারা তবে কীভাবে জন্ম নেবে ? বলা, তোমরা প্রথমে বাবাকে জানো, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। বাদবাকি ওখানকার যা রীতি-নিয়ম হবে, সেই মতো চলবে। তোমরা কেন এই সংশয় উৎপন্ন করছো। কেউ প্রশ্ন করেছে যে শিব বাবা যখন এখানে আছেন তাহলে মূল বতনে কি আত্মারা থাকবে ? অবশ্যই। এখানে বৃদ্ধি হতে থাকছে, তার মানে সেখানে আত্মারা আছে তাইনা। কিন্তু প্রথম কথা এটাই যে, বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এইসব কথার দ্বারা তোমাদের কি প্রাপ্ত হবে ? তোমাদের যখন জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে তখন তোমাদের মনে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার থাকবেই না। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। কেবল মুক্তি পেতে চাও তাহলে মন্মথ ভব। রাজত্ব করতে চাও তাহলে মধ্যাজী ভব।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন ? এই চৈতন্য কৌটোর মধ্যে চৈতন্য হিরে বসে আছে। তিনি হলেন সত্যবাবাও, পরমাত্মাই শরীর দ্বারা বলছেন। কেউ মারা গেলে তো তার আত্মাকে আহ্বান করা হয়। এই সময় এটা খেয়াল থাকে যে আমাদের বাবার আত্মা এসেছেন। যেন দুটো আত্মা হয়ে গেছেন। সেই আত্মা এসে সুবাস আঘ্রাণ করেন। এমনিতে তো হল সবই ড্রামা। কিন্তু তথাপি ভাবনার ভাড়া প্রাপ্ত হয়ে যায়। পূর্বে তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু শক্তি ছিল, এসে বার্তালাপ করতো। তাদেরকে রুচি সহকারে খাওয়ানো হত। কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না যে তারা হল আত্মা। আত্মা তো সুবাস আঘ্রাণ করে। বাবা তো সুবাসও আঘ্রাণ করেন না, কেননা তিনি তো হলেন অভোক্তা। আত্মা তো ভোগ করে। বাবা বলেন, আমি হলাম অভোক্তা। আত্মা তো সুবাসের অভিলাষী, আমি তো সুবাস আঘ্রাণের অভিলাষী নই। আমার সাথে যোগ লাগলে তোমাদের বিকর্ম দক্ষ হয়ে যাবে। বোঝাতে হবে, শিব জয়ন্তী পালন করে। শিব তো হলেন নিরাকার। যেরকম আত্মার জয়ন্তী হয়। আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করে। শিবই হলেন পতিত-পাবন, যাকে আহ্বান করে যে এসে এই

রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। এই সময় ৫ বিকার সর্বব্যাপী। অর্ধেক-অর্ধেক তাই না। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে অন্যান্য ধর্মরা আসতে থাকে। সবাইকে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে আসতেই হয়। আমি আসি এখানেই। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই চৈতন্য কৌটোতে কড়ি থেকে হীরা বানানোর জন্য বাবা বসে আছেন। তিনি হলেন সৎ-চিং-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। তোমরা এখন জানো যে বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তো স্মরণ করতে থাকি পুনরায় ভুলে যাই। কেননা সেখানে পোপ ইত্যাদি যারা আছে, তাদের তো চৈতন্য শরীর আছে। তারা হলেন নামীগামী। তাদের কতো মহিমা হয়। এখানে তো এই কৌটোতে লুকিয়ে আছে হিরা। সেটা কেউ জানেই না যে তিনি কল্পে একবার-ই আসেন। বাচ্চারা তো জানে যে বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। তিনি হলেন আমাদের সত্যবাবা, সত্য টিচারও। এটা হল পাঠশালা তাই না। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আবার ভুলে যায়। চাল-চলনের দ্বারা সবকিছু বোঝা যায়। কোনো কোনো বাচ্চা তো একটু পরীক্ষা নিতেই ফেল হয়ে যায়। না হলে তো বাচ্চাদেরকে বলতে হবে যে, যা খাওয়াবে, চাইলে মারো, চাইলে ভালোবাসো...। সুপুত্র বাচ্চারা তো আঙুলাকারী হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা কখনো কান্নাকাটি করবে না। তোমাদের কাছে এত বড় বাবা আর সাজন আছেন, তাঁর সন্তান হয়ে কেন তোমরা কান্নাকাটি করো! আমি তোমাদের বড় বাবা বসে আছি। মায়া নাক দিয়ে ধরে নেয়, তো তোমরা তখন কান্নাকাটি করতে থাকো। গায়নও আছে - অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপিকাদের জিঞ্জাসা করো। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবার উপর কুবর্ন হয়ে যাই, সমর্পণ হয়ে যাই, এটা স্মরণে থাকলে তো খুশিতে থাকবে। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে বাবা হলেন সত্যিকারের ইন্দ্র। সেই বৃষ্টি বর্ষণ করা ইন্দ্র নয়, ইনি হলেন জ্ঞান ইন্দ্র। ইন্দ্রধনুষ অর্থাৎ রামধনু দেখা যায়, তাইনা। তার মধ্যে রং তো অনেক থাকে কিন্তু মুখ্য তিনটি রং হয়। বাবা তোমাদের এই সময় ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞাতা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী। তিনকালের জ্ঞাতা। এই কথা তোমরা নিজেদের সাথেই মিলিয়ে নেবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই হল ইন্দ্রসভা। এইজন্য বাবা লেখেন যে কোনও বিকারী নোংরা আত্মা যেন আমার সভাতে না আসে। তোমরাই হলে জ্ঞান-ডাম্প করা পরী। জ্ঞান ইন্দ্রের, পরীদের প্রতি এই আদেশ আছে যে - কোনও বিকারী আত্মাকে এখানে নিয়ে আসবে না। বাচ্চারা তোমাদের কাছে বিকারীরা নির্বিকারী হওয়ার জন্য আসে। কিন্তু আমার সভাতে নিয়ে আসবে না। কিছু নিয়ম তো আছে তাই না। এমনিতে তো আমি এখানে অনেকের সাথেই বার্তালাপ করি। সৎ, সুপুত্র, ভালো বাচ্চা হলে তো তার প্রতি ভালোবাসা যাবেই। যেরকম গান্ধীর জন্য সকলের ভালোবাসা আছে, কাজ তো ভালো করেছে তাই না। এই পূর্বনির্ধারিত ড্রামাকেও বুঝতে হবে, এই ড্রামা অবিকল পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এখানে কারোরই কোনো দোষ নেই। রাবণকে তো সকলকে ব্রষ্টাচারী বানাতেই হবে। এইসব কথাগুলিকে বাচ্চারা তোমরাই জানো আর কেউই জানেনা। পতিত-পাবন বলে ডাকে। কিছুই বুঝতে পারেনা। তোমরা তো হলে সেই আত্মা, যারা কল্প পূর্বেও বাবাকে সাহায্য করেছিলে। সত্যযুগে এই জ্ঞান খোঁড়াই থাকবে যে আমরা এই রাজ্য কিভাবে নিয়েছি।

এখন তোমরা জানো যে - এই অসীমের বাবা হলেন কত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাবা-ই ভারতকে কড়ি থেকে হীরের মত তৈরী করছেন। একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন পুনরায় তা স্থাপন হচ্ছে। সমগ্র দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করা - এটা তো পরমপিতা পরমাত্মার দায়িত্ব। সেই বাবা-ই এসে সবাইকে ধনবান তৈরী করছেন। বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কাঙ্গাল কেন হয়ে গেছো ? রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, তোমরা জানো না। রাবণের পুতুল বানিয়ে পোড়াতে থাকো। এই সময় ভক্তি মার্গের হলো নিম্নমুখী কলা। রামরাজ্য তো সত্যযুগকে বলা যায়। তোমরা এই সময় ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, কেননা তোমাদের কলা কম হয়ে গেছে। এই সময় তোমাদের চাল-চলনের মধ্যে অনেক রাজকীয়তা চাই। তোমরা হলে মানুষকে দেবতা নির্মাণকারী। অতীন্দ্রিয় সুখও গোপ-গোপিকাদেরই গায়ন আছে। এইরকম কখনো বলা হয় না যে অতীন্দ্রিয় সুখ লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিঞ্জাসা করো, কিন্তু গোপ-গোপিকাদের জন্য বলা হয়, কেননা তারা হল ঈশ্বরের সন্তান। দেবতা হয়ে গেলে পুনরায় ডিগ্রী কম হতে থাকে। রাজারা কত মর্যাদার সাথে চলন চলতে থাকে। কিন্তু আছে তো সবাই তমোপ্রধান।

তোমাদের কাছে ব্রহ্মার চিত্র দেখে অনেক মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তো বাচ্চারা তোমাদের কাছে লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি চিত্র ত্রিমূর্তির সাথে আছে, আর একটি ত্রিমূর্তি ছাড়াও আছে, সেখানে কেবল শিব দেখানো হয়েছে, তো দুটোই রাখতে হবে। যদি কেউ ব্রহ্মার সম্বন্ধে কিছু বলে, তখন বলবে, কার শরীরে আসবেন। ব্রহ্মা-সরস্বতীই পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরেই আসবেন, তবেই তো ব্রাহ্মণের জন্ম হবে। না হলে তো এত বাচ্চা কিভাবে হতে পারে। এরা সবাই হল ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমারী-ব্রহ্মাকুমারী। তোমরাও হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। প্রজাপিতা ব্যতীত সৃষ্টি কীভাবে রচনা করবেন। তিনি এখন নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন। তোমরাও আছে কিন্তু তোমরা মানছো না। যদি এখন ব্রাহ্মণ না তৈরি হও, তাহলে দেবতাও হতে পারবে না। ইনিও বোঝেন যে, এখানে তারাই আসবে যাদের চারা গাছ রোপন হবে। বাবা কত

সুন্দর ভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা প্রত্যেকের অবস্থাকেও জানেন। কেউ কোনও জিনিসের ক্ষুধার্তী, কেউ ফ্যাশনের ক্ষুধার্তী, বাবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করো - বাবা আমার চাল-চলন ঠিকঠাক আছে বা আমার এই কথাটি সঠিক না ভুল ? তখন বুঝতে পারবে যে এর মধ্যে ভয় আছে। দেখো গান্ধীজিকেও সবাই অনেক সাহায্য করেছে, কিন্তু সে নিজেই সব কিছু ভোগ করেনি, সবকিছুই দেশের জন্য করেছে। সেই গান্ধীও তো মানুষ ছিলেন আর ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা। শিব বাবা তো হলেন দাতা, সবকিছু বাচ্চাদের জন্যই করছেন। জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি এক টাকা কেন দিচ্ছো ? বলে যে শিব বাবাকে দিচ্ছি, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এইরকম কেউ মনে করবে না যে, আমি দিয়েছি, আমি তো একুশ জন্মের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবা তো হলেন গরিবের ভগবান। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, এটাই যেন বুদ্ধিতে থাকে। সবকিছু বাচ্চাদের জন্যই কাজে আসবে। গান্ধীজিও সবকিছু কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজের জন্য কিছুই একত্রিত করেননি। নিজের কাছেও যা কিছু ছিল, সেসব দিয়ে দিয়েছেন, দাতা কখনো নিজের জন্য একত্রিত করেন না। সন্ন্যাসী সবকিছু ত্যাগ করে চলে যায় পুনরায় ধন একত্রিত করতে থাকে, তাদের কাছেও তো এখন অনেক টাকা-পয়সা আছে, কতো ক্ল্যাট আছে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের তো এক পয়সাও হাতে থাকা উচিত নয়। নিয়মই এই রকম। তারা কখনও দানী হতে পারে না। তোমাদেরকে তো বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বাবা এই সব কিছু হল তোমার। যেহেতু তুমি বলবে সেই রকমই আমরা কাজে লাগাবো। বাবা নির্দেশ দিতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে জীবনে ধারণ করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রতি কদমে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ হয়ে যেতে হবে। যেখানে রাখবে, যা থাওয়াবে... এইরকম আন্ত্যকারী হয়ে থাকতে হবে।

২) নিজের চাল-চলন অত্যন্ত রাজকীয় উঁচু রাখতে হবে, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান এই জন্য অত্যন্ত রাজকীয়তার সাথে চলতে হবে, কখনো কাল্পনিক করবে না।

বরদানঃ:- সাধারণ জীবনে ভাবনার আধারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণকারী পদ্মাপদম ভাগ্যবান ভব বাপ-দাদা সাধারণ আত্মাদেরকেই পছন্দ করেন। বাবা নিজেও সাধারণ তনে আসেন। আজকের কোটিপতিও হল সাধারণ। সাধারণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাবনা হয়ে থাকে আর বাবার ভাবনা-যুক্ত বাচ্চাদেরই চাই, দেহভান যুক্ত আত্মাদের নয়। ড্রামা অনুসারে সঙ্গম যুগে সাধারণ হওয়াও হল ভাগ্যের সুলক্ষণ। সাধারণ বাচ্চারাই ভাগ্যবিধাতা বাবাকে নিজের বানিয়ে নেয়, এইজন্য অনুভব করে যে “ভাগ্যের উপর আমার অধিকার আছে।” এইরকম অধিকারীরাই পদ্মাপদম ভাগ্যবান হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- বড় হৃদয় নিয়ে সেবা করলে অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবসময় এই ঈশ্বরীয় নেশাতে থাকো যে জ্ঞানের সাগর বাবা জ্ঞান প্রদান করে আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন, আমরা হলাম ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা ব্রাহ্মণ হওয়ার সাথে সাথেই পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে যাও - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করা। বাবার বাচ্চা হয়েছ আর উত্তরাধিকারের অধিকার প্রাপ্ত করেছ। সুতরাং জীবনমুক্তি তোমাদের অধিকার, সেইজন্যই তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে যাও। এই মৃত্যুলোকে তো কোনো সৌভাগ্যশালী নেই। অকাল মৃত্যু হতেই থাকে। বাচ্চারা তোমরা এখন কালের উপর জয়লাভ করে থাকো। তোমাদের ত্রিকালদর্শীরও জ্ঞান রয়েছে। শিববাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঝুলি ভরপুর করে দিচ্ছেন।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে আমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হচ্ছে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। বাচ্চারা জানে এখানে কাঁটার জঙ্গল। এরপর আবারও ফুলের বাগিচায় যেতে হবে। এই দিল্লি কোনো এক সময় পরিস্থান ছিল। বাচ্চারা তোমরা সেখানে রাজত্ব করতে যখন দেবতা ছিলে। কেউ রাজা, মহারাজার রূপে, কেউ প্রজা রূপে। এটা তো সবাই জানে যে পূর্বের মতোই এই সৃষ্টি এখন কবরস্থানে পরিণত হবে। এর উপরেই তোমরা পরিস্থান গড়ে তুলবে। তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই নতুন রূপে গড়ে উঠবে। যমুনার উপকণ্ঠে রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। এমন নয় যে রাধা কৃষ্ণ রাজত্ব করত, তা নয়। রাধা অন্য রাজধানীর ছিল, কৃষ্ণও অপর রাজধানীর ছিল। তারপর দুজনের স্বয়ম্বর হয়েছিল। স্বয়ম্বরের পরে এই পরিস্থানে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে, যমুনার উপকণ্ঠে রাজত্ব করে থাকে। এই আসন অনেক পুরানো। আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের সিংহাসন তৈরী হয়ে আসছে। কিন্তু এইসব বিষয়ে শুধু তোমরা বাচ্চারাই বুঝেছ। তোমরাই নিজেদের পরিস্থান গড়ে তুলছ। রাজধানী স্থাপন করে চলেছ। কীভাবে ? যোগবলের দ্বারা। দেবী-দেবতাদের রাজধানী লড়াই করে স্থাপন হয়নি। তোমরা এখানে শিখতে এসেছ রাজযোগ, যা ৫ হাজার বছর আগেও শিখেছিলে। তোমরা বলবে হ্যাঁ বাবা কল্প পূর্বেও আজকের দিনে এই সময় আমরা বাবার কাছে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করেছিলাম। এখানে শুধুমাত্র বাচ্চারাই আসে। বাচ্চারা ছাড়া বাবা আর কারো সাথে কথা বলতে পারেন না। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদেরই শিখিয়ে থাকি। তোমাদের কত ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। জ্ঞানের সাগর বাবা, ঊনাকেই জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর বলা হয়, এর অর্থ হলো ঈশ্বর যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই এই সময় তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। কী সেই জ্ঞান ? সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান। তোমরা বাচ্চারা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠো। তোমরা হলে ব্রহ্মা বংশী। বিষ্ণুবংশীয় যারা রাজত্ব করবে, তারা স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিকালদর্শী নয়। তোমরা ব্রহ্মা বংশীয় যারা তারাই দেবতা হবে। আমরা যারা সূর্যবংশীয় ছিলাম তারাই পরে চন্দ্রবংশে গেছি তারপর বৈশ্যবংশে এবং সব শেষে শূদ্র বংশী হয়ে গেছি। পুনরায় এখন আমরা ব্রাহ্মণ বংশীয় হয়েছি। তোমরা জানো পূর্বের মতোই আমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমাদের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারাই আমরা পুনরায় চক্রবর্তী রাজা রাণী হব। এই নলেজ সমস্ত ধর্মের জন্য। শিববাবা সবাইকে বলেন - এই ব্রহ্মাকেও বলে থাকি, এর আত্মাও এখন শুনছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ। প্রতিটি মানুষ মাত্রই শিববাবার সন্তান, তেমনই ব্রহ্মা বাবারও সন্তান। ব্রহ্মা হলেন গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, সাকার রূপে আর শিববাবা সবার আত্মিক পিতা। শিববাবাকে প্রজাপিতা বলা হয় না। শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা। বাবা বলেন আমি ভারতবাসীদের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে থাকি, হীরে তুল্য সুখী করে তুলি, ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দিয়ে থাকি। তারপর তোমরা যখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে ওঠো তখন থেকেই আমার গ্লানি করতে শুরু করো। বাবা বলেন - আমি কত উচ্চ থেকে উচ্চতম তোমাদের পিতা, আমিই ভারতকে হেভেন, প্যারাডাইস বানাই। তোমরা তারপর আমাকে সর্বব্যাপী বলে গ্লানি করে থাকো। ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। কালকের কথা। তোমরাই রাজত্ব করতে, উজ্জ্বল আলোকময় ছিল, কিন্তু আজ অন্ধকার। কিন্তু মানুষ মনে করে এটাই স্বর্গ। ভারতবাসীরা গেয়ে থাকে নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত রামরাজ্য হোক। মানুষ তবুও একেই নতুন মনে করে। এটাই তো ড্রামা। এই সময় মায়ার শেষের দিকের জৌলুশ। এখন রাবণ রাজ্য মূর্দাবাদ আর রামরাজ্য জিন্দাবাদ হবে। রামরাজ্য কোনো রাম সীতার রাজ্যকে বলা হয় না। সূর্যবংশীয় রাজ্যকেই রামরাজ্য বলা হয়। তোমরা এসেছ সূর্যবংশীয় রাজা রাণী হওয়ার জন্য। এটা হল রাজযোগ, এই নলেজ ব্রহ্মা বা কৃষ্ণ দেন না। এই নলেজ পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দিয়ে থাকেন। বাবা যিনি পতিত-পাবন, তিনিই এসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে হেভেন করে তোলেন, সুখ-শান্তি প্রদান করেন। এই ভারত প্রথমে সুখধাম ছিল। সবাই তো শান্তিধাম থেকে আসে। আমি আত্মা

শান্তিধাম নিবাসী। আত্মাই পরমাত্মা নয়। আমি আত্মা সূর্যবংশী ছিলাম তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে গেছি। পুনরায় এখন ব্রাহ্মণ বংশে এসেছি। এই চক্র হল ডিগবাজি খেলা। প্রথম শিখর হল ব্রাহ্মণ, তারপর ঋত্রিয়, টোটাল ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয়। বাচ্চারা, এতে মুষড়ে পড়ার কোনো বিষয় নেই। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাবার সন্তান হওয়ার সাথে-সাথে উত্তরাধিকারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। মায়ের গর্ভ থেকে বের হলে আর উত্তরাধিকার গ্রহণ করলে। এটাও সেকেন্ডের বিষয়। জনক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন তাইনা। তোমরাও ঈশ্বরের হয়েছ সুতরাং জীবনমুক্তি তোমাদের অধিকার। তোমরা অমরলোকের মালিক হয়ে ওঠে, এটা হলো মৃত্যুলোক। তোমাদের থেকে সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। এখানে তো অকালে মৃত্যু হয়। এখন তোমরা কালের উপরে জয়লাভ করতে চলেছ। বাবা হলেন কালেরও কাল, সুতরাং ঐ বাবার কাছ থেকে তোমরা কত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। তোমাদের সব ধর্ম সম্পর্কেও জানা উচিত, সেইজন্যই চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এটা হলো পাঠশালা। কে পাচ্ছেন? ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ পড়ান না। জ্ঞানের সাগর কৃষ্ণ নয়। উনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। তোমরা ব্রাহ্মণদের এই জ্ঞান রয়েছে, ত্রিকালদর্শী হওয়ার জন্য। তোমরাই এই সময় এই জ্ঞান অর্জন করে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। রাজযোগ শিখে স্বর্গের রাজা রাণী হও।

তোমরা জানো আমরা বাবার দ্বারা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করব। ওখানে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে ছোট বাচ্চা হবো। সর্পের মতো এইসব দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এই ভারত প্রথমে শিবালয় ছিল। চৈতন্য দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাদের মন্দির তৈরী করা হয়েছে। শিববাবা এসে শিবালয় তৈরি করেন। রাবণ এসে বেশ্যালয় বানায়। বড়ো-বড়ো বিদ্বান পন্ডিভরাও জানে না যে রাবণ কি জিনিস। তোমরা জানো অর্ধকল্প ধরে রাবণের রাজ্য চলে। দিল্লিতে প্রথমে গড গডেজ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। বলাও হয়ে থাকে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। কিন্তু তারপর ভুলে গেছে। কেউ মারা গেলে বলে থাকে স্বর্গবাসী হয়েছে। মিষ্টি মুখ করিয়ে থাকে। যখন ভারত স্বর্গ ছিল পুনর্জন্ম স্বর্গে হতো। এখন ভারত নরক হয়ে গেছে সুতরাং পুনর্জন্মও নরকেই নিয়ে থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের স্মরণে আছে না - কল্পে-কল্পে আমিই এসে তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলি। এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। এই কাজ একমাত্র বাবার। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে - উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা, এই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে থাকেন। ভক্তি মার্গে তো মানুষ খরচ করতে-করতে কানা কড়িহীন হয়ে গেছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের হীরে জহরতের মহল বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তোমাদের তো নীচে নামতেই হবে। কলা হ্রাস পেতে থাকে। ঐ সময় কেউ-ই উত্তরণের কলায় উঠতে পারে না, কেননা ঐ সময়টা হল নীচে নামার। এই সময় তোমরা সবচেয়ে উচ্চ ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ এরপর দেবতা ঋত্রিয়... হতেই হবে। যতই কেউ দান-পুণ্য ইত্যাদি করুক না কেন, ভক্তি মার্গে খরচ করতে-করতে কলা কমতেই থাকবে। বাবাও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন আমি তোমাদের বিত্তশালী বানিয়েছিলাম, তোমরা সমস্ত ধন কি করেছ? বাচ্চারা বলে বাবা তোমার মন্দির তৈরি করেছি। এখন আবারও শিব ভোলানাথ বাবা ২১ জন্মের জন্য আমাদের ঝুলি ভরপুর করে দিচ্ছেন। বাবা বলেন আই এম ইয়োর অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট ...মোস্ট অবিডিয়েন্ট ফাদার, মোস্ট অবিডিয়েন্ট টিচার। পারলৌকিক ফাদার, পারলৌকিক টিচার আর পরলোক নিবাসী মোস্ট অবিডিয়েন্ট সন্মুরুও। তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব আর কোনো গুরু তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না। এতে ভয়ের কিছু নেই। এখন বাচ্চারা তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ, এই নেত্র দিয়েই তোমরা বাবাকে দেখ, শিববাবাকে তো বুদ্ধি রূপী নেত্র দিয়েই জানা যায়। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাও শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, তারপর ব্রহ্মা সরস্বতী এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওরা কত অসংখ্য চিত্র তৈরি করেছে। ৬-৮ ভূজধারী কেউ হয় না। এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের খেলা। ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি....বাস্তবে সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হচ্ছে গীতা। সেখানেও বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম রেখে মস্ত ভুল করেছে। এটাও ড্রামা। সবার সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন একমাত্র বাবা। তারপর হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবা, তৃতীয় হলেন লৌকিক বাবা। প্রতিটি জন্মে দুইজন পিতা থাকেন। এই একটাই সময় যখন তিনজন পিতাকে পাওয়া যায়। এতে মুষড়ে পড়ার কোনো ব্যাপার নেই। বলাও হয়ে থাকে, জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। বৈরাগ্যও দুই রকমের হয়। এক হচ্ছে সীমিত বৈরাগ্য, দ্বিতীয় হলো অসীমের বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। এখানে তোমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ছেড়ে দাও। ওটা হলো হঠযোগ, এটা রাজযোগ। হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারে না। ভালো-ভালো বিষয়গুলো বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এই সময় কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হচ্ছে। প্রথম নম্বরে আছে দেহ-অভিমানের বড়ো কাঁটা। একে বাবাই ছাড়াতে পারেন আর কারো মধ্যেই এই শক্তি নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দিয়ে ভুলে অসীমের বৈরাগী হতে হবে। দেহ-অভিমানের ভূতকে বের করে দিতে হবে।

২) বাবার সমতুল্য অবিডিয়েন্ট হয়ে সেবা করতে হবে। নিজের সমতুল্য করে তুলতে হবে। কোনো ব্যাপারেই মুষড়ে পড়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- পরমাত্মার স্নেহের আধারে দুঃখের দুনিয়াকে ভুলতে সমর্থ সুখ-শান্তি সম্পন্ন ভব
পরমাত্মার ভালোবাসা এতটাই সুখ প্রদান করে যে তার মধ্যে যদি একাত্ম হয়ে যাও তবে এই দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যাবে। এই জীবনে যা চাই সেই সর্ব কামনা পূর্ণ করে দেওয়া - এটাই তো পরমাত্ম স্নেহের লক্ষণ। বাবা শুধু আমাদের সুখ-শান্তি দেন না, তিনি আমাদের এর ভান্ডারে পরিণত করেন। বাবা যেমন সুখের সাগর, নদী, পুকুর নন তেমনই বাচ্চাদেরও সুখের ভান্ডারের মালিক করে দেন। সেইজন্যই চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, শুধু প্রাপ্ত খাজানাকে বিধি অনুসারে প্রতিটি কাজে ব্যবহার করতে হবে।

স্লোগানঃ:- নিজের সব দায়িত্বের বোঝা বাবার কাছে অর্পণ করে ডবল লাইট হও।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

"নিরাকার পরমাত্মার সাকার ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ হওয়ার বিচিত্র যুক্তি"

দেখো পরমাত্মা তাঁর নিজস্ব যুক্তি রচনা করেছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর ভৌতিক শরীরকে ঠিক করেছেন, যে প্রকৃতির আধার নিয়ে তিনি এখানে আসেন। তা না হলে আমরা মনুষ্য আত্মারা নিরাকারের কোলে কীভাবে বসতে পারব, সেইজন্যই পরমাত্মা বলেন, আমি এই সাকার শরীরে প্রবেশ করি যাতে তোমরা আমার কোলে এসে বসতে পারো, এরজন্য কিছু দেওয়ার ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র ৫ বিকার যা তোমাদের দুঃখী অশান্ত করে তুলেছে তার সন্ন্যাস (বিকার ত্যাগ) নাও আর আমি পরমাত্মাকে নিরন্তর স্মরণ কর। মন্সা-বাচা-কর্মণা আমার ডায়রেকশন অনুযায়ী চললে তোমাদের পাপকে দন্ধ করে পরমধামে নিয়ে যাব, এই হলো আমরা আত্মাদের প্রতি পরমাত্মার প্রতিজ্ঞা। এখন ওঁনার আদেশ পালন করতে হবে শুধুমাত্র মাতা-পিতা বললেই হবে না, সম্পূর্ণ রূপে ওঁনার হলেই সম্পূর্ণ প্রাপ্তি হয়, অল্প-স্বল্প সম্বন্ধ জুড়লে অল্পই প্রাপ্তি হবে। এখন বাবার যে ধান্দা বাচ্চাদেরও তাই। এখানে বিচ্ছেদের কোনো বিষয় নেই, এখানে তো ২১ প্রজন্ম সেই প্রপাটি ভোগ করবে। এখন এটাই জানার যে ওঁনার চাইতেও বড় অথরিটি আর কেউ নেই, সেইজন্যই বলে থাকি আমি যা, আমি যেমন, সেই রূপেই আমাকে স্মরণ করো। এখন বাবা তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন সুতরাং বাচ্চাদেরও তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। এই বিকারী ইউনিট অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত কুলের লোকলজ্জা মর্যাদা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে পালন করে এসেছে, ওতে আরও বেশি করে কর্ম বন্ধন তৈরি হয়েছে। এখন পারলৌকিক মর্যাদা অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে অলৌকিক কাজে সাহায্য করতে হবে। আমাদের সম্বন্ধ এখন হাইয়েস্ট অথরিটির সাথে হয়েছে। আমরা এখন ঐ ভাগ্যবিধাতার সন্তান আর তিনি এসে সাকার শরীরের দ্বারা আমাদের নলেজ দিচ্ছেন, তাহলে কেন আমরা উইথ অনার্স নিয়ে পাশ করব না ? প্রত্যেকের পুরুষার্থের দ্বারা জানা যায় যে ভাগ্যবান নাকি ভাগ্যবান নয়। যদি কেউ পরমাত্মার কোলে গিয়ে দাবি করে যে সে ঈশ্বরের সন্তান এবং উত্তরাধিকারী, তারপর যদি সে বিচ্ছেদ ঘটায় তখন তাকে ভস্মাসুর (যে নিজেকে পুড়িয়ে মারে) বলা হবে না ? উপরে উঠলে উচ্চ পদ, নীচে নামলে ভস্মাসুর হয়ে যাবে। এখন এটাই স্মরণে রাখতে হবে, কার সাথে আমাদের সম্বন্ধ ? যার সাথে সম্বন্ধ জোড়ার জন্য স্বয়ং দেবতারাও ইচ্ছা প্রকাশ করে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পুরুষার্থের তীব্রগতিতে ঘাটতি থাকার দুই মুখ্য কারণ"

আজ, ব্রাহ্মণদের অনাদি রচয়িতা বাপদাদা তাঁর নিজের ডায়রেক্ট সমীপ রচনা, শ্রেষ্ঠ রচনা, বিশেষ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দেখছেন। বাপদাদার তোমরা অতি প্রিয় রচনা ব্রাহ্মণ আত্মা, যারা সমীপ আর সমান হওয়ার লক্ষ্যকে সদা স্মৃতিতে বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ বাপদাদা বিশেষভাবে সেই আদি রচনাকে দেখছিলেন। সকল তীব্র পুরুষার্থী আর পুরুষার্থী উভয়ের গতিবিধি দেখছিলেন। বাপদাদা দ্বারা প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সহজ বিধির দ্বারা কখনো তীব্র গতি এবং কখনো কম তীব্র গতি - দুই প্রকারেরই ব্রাহ্মণ বাচ্চা দেখেছেন। একের থেকে সবাই একই রকম পড়া, লালন-পালন আর প্রাপ্তি লাভ করছে, তবুও গতিতে তারতম্য কেন? তীব্র পুরুষার্থী অর্থাৎ যারা ফার্স্ট ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয় আর পুরুষার্থী অর্থাৎ সেকেন্ড ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয়। আজ বিশেষ ভাবে সবার চার্ট চেক করেছেন। কারণ অনেক আছে, কিন্তু বিশেষ কারণ হল দুটি। সবাই চায় ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশনে কেউ যেতে চায় না। কিন্তু লক্ষ্য আর লক্ষণ, দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। বিশেষ দুটো কারণ কী দেখেছেন?

এক - সঙ্কল্প শক্তি যা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ শক্তি, তার যথার্থ প্রয়োগ বিধি নিজের প্রতি এবং সেবার প্রতি সময় অনুসারে কার্যকালে যথার্থরূপে প্রয়োগ হয় না। দ্বিতীয় কারণ - বাণীর শক্তিকে যথার্থ ও শক্তিশালী রীতির দ্বারা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ঘাটতি। এই দুইয়ের মধ্যে ঘাটতি থাকার কারণ - ইউজ-এর পরিবর্তে লুজ হওয়া। শব্দে সামান্যই পার্থক্য কিন্তু পরিণামে অনেক তারতম্য হয়ে যায়। বাপদাদা শুধু ৩-৪ দিনের রেজাল্ট দেখেছেন, টোটাল রেজাল্ট দেখেননি। প্রত্যেকের ৩-৪ দিনের রেজাল্টে কী দেখেছেন? ৫০% অর্থাৎ অর্ধেক-অর্ধেক। সঙ্কল্প আর বোলে দুই শক্তির সঙ্ঘের খাতা ৫০% আত্মাদের ঠিক ছিল কিন্তু পুরোপুরিই যে ঠিক সেটা বলছেন না। বাকি ৫০ পার্সেন্ট আত্মাদের সঙ্ঘের খাতা ৪০% আর ব্যর্থ ও সাধারণের খাতা ৬০% দেখেছেন। সুতরাং ভেবে দেখো জমা কত হয়েছে! বেশি ওজন কোনটার? এতেও বাচনিক কারণে মন্টার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে। মন্টা, বাচাকে এর নিজের দিকে টানে। আজ বাপদাদা বাণী অর্থাৎ বোলের প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন, কেননা, বোলের সম্বন্ধ নিজের সাথেও আছে আর সবার সাথেও আছে। আর কী দেখেছেন? মন্টার দ্বারা স্মরণে থাকতে হবে - মাঝে মাঝে এর জন্য তোমাদের প্রোগ্রাম থাকে। কিন্তু বোলের ক্ষেত্রে অসতর্ক ভাব বেশি, সেই কারণে বাপদাদা এতে বিশেষভাবে আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। দুই বছর আগে বাপদাদা বিশেষ পুরুষার্থে সেবায় এগিয়ে যাওয়া মহারথী আত্মাদের এবং সবাইকে বোলের জন্য তিনটে বিষয়ে বলেছেন - "কম বলো, ধীরে বলো আর মধুর বলো।" ব্যর্থ বলার লক্ষণ হলো - তারা বেশি বলবে, বাধ্যবাধকতায় সময় অনুসারে ও সম্মেলন অনুসারে নিজেকে কন্ট্রোল করবে, কিন্তু ভিতরে এমন অনুভব করবে যেন কেউ শান্তিতে চুপ থাকার জন্য বেঁধে রেখেছে। ব্যর্থ বোল সর্বাধিক কী ক্ষতি করে? এক তো শারীরিক এনার্জি নিঃশেষিত হয়, কারণ খরচ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সময় ব্যর্থ হয়। যারা ব্যর্থ বলে তাদের অভ্যাস কী হবে? ছোট বিষয়কে অনেক লম্বা-চওড়া করবে এবং বলার ধরন কল্লিত কাহিনীর মতো হবে। লোকে যেমন রামায়ণ, মহাভারতের কথা ইন্টারেস্টের সাথে শোনায়, নিজেরাও আগ্রহের সাথে বলবে, আর অন্যদেরও আগ্রহ তৈরি করে নেবে। কিন্তু রেজাল্ট কী হবে? রামায়ণ, মহাভারতের রেজাল্ট কী? রাম বনবাসে গেছে, কৌরব আর পান্ডবের যুদ্ধ হয়েছে, কাহিনী রূপে দেখায়, সার কিছুই নেই কিন্তু সুর অতি সুন্দর। একে বলে কথা-কাহিনী। মায়ার প্রভাবের কারণে যারা ব্যর্থ বলে তারা দুর্বল আত্মা; অন্যদের শোনানো এবং বলার জন্য খুব তাড়াতাড়ি তাদের সাথী তৈরী হয়ে যায়। এই রকম আত্মা একান্তপ্রিয় হতে পারে না, সেইজন্য সাথী বানানোর ক্ষেত্রে তারা খুব সতর্ক থাকে। বাইরে থেকে কখনো কখনো তাদেরকে দেখে এমন মনে হয় যে, তাদের সংগঠন পাওয়ারফুল এবং বড়। কিন্তু একটা বিষয় সদা স্মরণে রাখো, মায়ার প্রস্থানের এখন অন্তিম ভাগ, সেইজন্য বিদায় নিতে নিতেও নিজস্ব তির নিষ্ক্ষেপ করতে থাকে, কখনো কখনো, কোথাও কোথাও মায়ার প্রভাব তার নিজের কাজ করে নেয়। সে সহজে যাওয়ার নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডায়রেক্ট না হোক ইনডিপেন্ডেন্ট তার তিক্ত রূপ নয়তো খুব মিষ্টি রূপ এবং নতুন নতুন রূপ ধারণ করে ব্রাহ্মণদের ট্রায়াল (পরীক্ষা) করতে থাকে। তখন ভোলাভালা ব্রাহ্মণ কী বলে? এতো বাপদাদা বলেননি যে, এই রূপেও মায়া আসে! তারা গড়িমসির কারণে নিজেদের চেকিং পর্যন্ত করে না, আর ভেবে নেয় যে, বাপদাদা তো বলেন মায়া আসবে..., তারা অর্ধেক কথা (অক্ষর) মনে রাখে যে মায়া আসবে, কিন্তু মায়াজিত হতে হবে, সেটা ভুলে যায়।

আরেকটা বিষয় - বাপদাদা, ব্যর্থ বা সাধারণ বোলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছেন। এক, সীমার বাইরে অর্থাৎ লিমিটের

উর্ধ্বে হাসি-ঠাট্টা, দুই - টনটিং ওয়ে (বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি) তিন - এদিক - ওদিকের কথাবার্তা জড়ো করে শোনা আর শোনানো, চার - কিছু সেবা-বার্তা আর সেবা-বার্তার সাথে সেবাধারীদের দুর্বলতার চিন্তন - এটা হল মিক্সড চাটনি। আর পঞ্চমত, অযৌক্তিক কথা, যা ব্রাহ্মণের ডিকশনারিতেই নেই। এই পাঁচ রূপরেখা দেখেছেন। এই পাঁচটা বিষয়ই বাপদাদা ব্যর্থ বোল হিসেবে গোনেন। এই রকম ভেবো না - হাসি-ঠাট্টা ভালো জিনিস। হাসি-মজা সেটাই ভালো যাতে আত্মিক স্থিতি বজায় থাকবে। আর যার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করো সেই আত্মার লাভ হয়েছে, টাইম পাস হয়েছে নাকি তাদের টাইম ওয়েস্ট হয়েছে? মনোরঞ্জন করার গুণ ভালো বলেই মানা হয়, কিন্তু ব্যক্তি, সময়, সংগঠন, স্থান, বায়ুমন্ডল অনুসারে মনোরঞ্জন হলে তবে সেটা ঠিক আছে। এই সব বিষয়গুলোর যে কোনো একটা বিষয় যদি ঠিক না হয়, তবে ব্যর্থের লাইনে গুলি হবে এবং কী ধরনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে যে, তুমি সবাইকে খুব ভালো হাসাতে পারো, কিন্তু বলো অনেক বেশি। তাহলে তো সেটা মিক্সড চাটনি হয়ে গেল, তাই না ! অতএব, সময়ের সীমা রাখো। একে বলা হয়ে থাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম। তোমরা যদি বলো যে, তোমাদের স্বভাবই ওই রকম, তো সেটা কোন্ ধরনের স্বভাব ? সেটা কি বাপদাদার মতো ? অতএব, সেটাও মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হবে না, সাধারণ পুরুষ বলবে। তোমাদের বোল সবসময় এমন হোক, যারা শুনবে তারা আরও শুনতে চাইবে, তোমরা কিছু বলবে আর তারা চাতক হয়ে শুনবে। সেটাকে বলা হয়ে থাকে অমূল্য মহাবাক্য। মহাবাক্য বেশি হয় না। যখনই ইচ্ছে হবে তখনই বলতে থাকলে - সেটা মহাবাক্য বলা হবে না। তাইতো সদ্ধুরুর বাচ্চা, মাস্টার সদ্ধুরু, তোমাদের মহাবাক্য হয়, শুধু বাক্য হয় না। যারা ব্যর্থ বলে তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে ব্যর্থ বিষয়, ব্যর্থ বার্তা, চারিদিকের নোংরা-আবর্জনা অবশ্যই একত্র করবে কারণ তাদের কথার তো রমণীয় রূপ দিতে হবে ! যেমন শাস্ত্রবিদগণের বুদ্ধি, তাই না ! সেইজন্য যে সময় যে স্থানে যে বোল আবশ্যিক, যুক্তিযুক্ত, যা নিজের এবং অন্য আত্মাদের জন্য লাভদায়ক, সেই বোল বলো। বোলের উপরে তোমাদের অ্যাটেনশন কম, সেইজন্য এতে ডবল আন্ডারলাইন।

বিশেষ এই বছর বোলের উপরে অ্যাটেনশন রাখো। চেক করো- বোল দ্বারা এনার্জি আর সময় কতটা জমা করেছে এবং কতটা ব্যর্থ গেছে? যখন এটা চেক করবে তখন আপনা থেকেই অন্তর্মুখিতার নির্যাস (রস) অনুভব করতে পারবে। অন্তর্মুখিতার রস আর বার্তালাপের রস - এতে রাত-দিনের ফারাক। অন্তর্মুখী সদা ব্রুকুটির কুটিরে নিজেকে তপস্বীমূর্ত অনুভব করে। বুঝেছ !

বুঝতে পারা অর্থাৎ হয়ে ওঠা। যখন কারও কোনো বিষয় বোধগম্য হয়, তখন সে অবশ্যই সেটার অভ্যাস করবে, অবশ্যই বুঝবে। টিচাররা তো বিচক্ষণ বটেই, তবে তো ভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই না ! নিমিত্ত হওয়ার ভাগ্য - এর মহত্ব এখন কখনো কখনো সাধারণ মনে হয়, কিন্তু এই ভাগ্য সময়কালে অতি শ্রেষ্ঠ অনুভব করবে। কে নিমিত্ত বানিয়েছেন, আমি আত্মাকে কে এর যোগ্য হিসেবে বাছাই করেছেন - এই স্মৃতিই স্বতঃ শ্রেষ্ঠ বানায়। "কে তৈরি করেন" - যদি এই স্মৃতি বজায় রাখো তবে খুব সহজে নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে। বাবা, যিনি তোমাকে তৈরি করেন, তাঁর গুণের গীত যদি হৃদয়ে সদা গাইতে থাকো তবে নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে। এটা ছোট ব্যাপার নয় ! সারা বিশ্বের কোটি কোটি অগণিত আত্মার মধ্যে থেকে কত সংখ্যক তোমরা নিমিত্ত টিচার হয়েছে ! ব্রাহ্মণ পরিবারেও টিচার কত আছে ? সুতরাং অনেক সংখ্যকের মধ্যে তোমরা হলে কতিপয়ের মধ্যেও কেউ, তাই না ! টিচার অর্থাৎ যারা সদা ভগবান আর ভাগ্যের গীত গাইতে থাকে। টিচারদের জন্য বাপদাদা গর্বিত হন, কিন্তু রাজযুক্ত টিচারদের জন্য তিনি গর্বিত হন। আচ্ছা !

প্রবৃত্তির তোমরাও আনন্দে থাক, তাই না ! বিভ্রান্ত হও নাকি আনন্দ অনুভবে থাকো ? ব্রাহ্মণ জীবনে প্রতিটা সেকেন্ড তন, মন, ধন, জনের আনন্দই আনন্দ। ঘুমাও আরামে, খাও আরামে। আরামেই থাকা, খাওয়া, শোয়া আর পড়া। আর কিছু চাই কি ? পড়াও ঠিক আছে, নাকি অমৃতবেলায় ঘুমিয়ে পড়ো ? কিছু কিছু বাচ্চা এই রকম করে, বলবে - সারারাত জেগে ছিলাম, ভোরবেলায় ঘুম এসে গেছে। হয় একটা নির্দিষ্ট সেবা করবে, নয়তো অমৃতবেলা ছেড়ে দেবে। তাহলে সেই সময় কী জমা হলো ? একট্রা কিছু তো জমা হলো না। একদিকে সেবা করেছে, অপরদিকে অমৃতবেলা মিস করেছে। তাহলে কী হলো ? যেমনই হোক, নেমিনাথের মতো তন্দ্রার ঘোরে ঢুলে পড়বে, সেই রকম ভাবে বোসো না। ওই টিভি খুব ভালো, যেমন তারা যোগাসন করে - অনেক রকমের পোজ বদলাতে থাকে, তো এখানেও সেই রকমই হয়ে যায়। ভাবে - সহজ যোগ তো সেইজন্য আরামে বসো। কারও কারও তো টিউন বাপদাদা শুনতে পান। বাপদাদার কাছে সেই ক্যাসেটও আছে। সুতরাং বাবা এখন ডবল আন্ডারলাইন তো করবেন, তাই না ! তারপরে বাপদাদা শোনাবেন যে, রেজাল্টে কত ফারাক হলো ! আচ্ছা !

চারিদিকের, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ধারণকারী তীর পুরুষাখী আত্মাদের, যারা সময় অনুসারে সংযমী হয়ে সদা নিজেদের বোল বলে, সেই পুরুষোত্তম আত্মাদের, সদা মহাবীর হয়ে মায়াবী সব রূপকে জেনে নলেজফুল হওয়া আত্মাদের,

প্রতি সেকেন্ডে সদা পরমানন্দে থাকা নিশ্চিত বাদশাহদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পাটিদের সাক্ষাৎ -

১) সাইলেন্সের শক্তিকে ভালোভাবে জানো তোমরা ? সাইলেন্সের শক্তি সেকেন্ডে নিজের সুইট হোম শান্তিধামে পৌঁছে দেয়। সায়েন্টিস্টরা তো আরও ফাস্ট গতির যন্ত্র বের করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের যন্ত্র কত তীব্রগতির ! ভাবা মাত্রই পৌঁছে গেলে ! সায়েন্সে এইরকম যন্ত্র আছে যাতে এতদূর বিনা খরচে তোমরা পৌঁছে যেতে পারো ? তারা তো একেকটা যন্ত্র বানাতে কত খরচ করে, কত সময় আর কত এনার্জি লাগায়, তোমরা কী করেছ? বিনা খরচেই পেয়ে গেছ। সঙ্কল্পের এই শক্তি সর্বাধিক ফাস্ট। তোমরা শুভ সঙ্কল্পের যন্ত্র পেয়েছ, দিব্য বুদ্ধি পেয়েছ। শুদ্ধ মন আর দিব্য বুদ্ধি দ্বারা পৌঁছে যাও। যখন চাও তখনই ফিরে আসো, যখন চাও তখনই চলে যাও। সায়েন্সের ওদের তো আবহাওয়াও দেখতে হয়। তোমাদের তো সেটাও দেখতে হয় না যে, আজ বৃষ্টি হচ্ছে, যেতে পারবো না। আজকাল দেখ, শুধু বৃষ্টিই নয়, সামান্য কুয়াশাচ্ছন্ন (foggy) যদি হয় তাহলেও প্লেন উড়তে পারে না, আর তোমাদের বিমান এভাররেডি, নাকি সামান্য ফগ আসে ? এভাররেডি আছে ? সেকেন্ডে যেতে পারে, এমন তীব্রগতি ? মায়া কখনো অবরোধ করে না তো ? মাস্টার সর্বশক্তিমানকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। যেখানে সর্বশক্তি আছে সেখানে কে আটকাবে ! কোনও শক্তির অভাব যদি থাকে তো প্রয়োজনের সময় ধোঁকা হতে পারে। মনে করো, তোমার মধ্যে সহনশক্তি আছে কিন্তু নির্ণয় করার শক্তিতে তুমি দুর্বল, তো যখন এমন কোনো পরিস্থিতি আসবে যে নির্ণয় করতে হবে, সেই সময় লোকসান হয়ে যাবে। নির্ণয় এক মুহূর্তের হয় - হ্যাঁ অথবা না, কিন্তু তার পরিণাম কত বড় হয় ! সুতরাং তোমাদের কাছে সব শক্তি চেক করো। এই রকম ভেবো না যে সব ঠিক আছে, নির্দেশিত পথেই চলেছি, যোগ হচ্ছে। কিন্তু যোগ থেকে যে প্রাপ্তি হওয়া উচিত সেই সব আছে তোমাদের? নাকি অল্পেই খুশি হয়ে গেছ যে বাবা তো আপন হয়ে গেছেন। বাবা তো আপন, কিন্তু প্রপাটিও (বর্সা) নিজের তো, নাকি শুধু বাবাকে পেয়ে গেছো সেটাই ঠিক আছে ! অবিনাশী উত্তরাধিকারের মালিক হতে হবে তো, তাই না ? সর্বশক্তিই বাবার প্রপাটি, সেইজন্য বাবার মহিমাই হলো সর্বশক্তিমান আলমাইটি অথরিটি। সর্বশক্তির স্টক জমা আছে ? নাকি এটাই যথেষ্ট - উপার্জন করলে আর খেয়ে নিলে, ব্যস ! বাপদাদা তোমাদের শুনিয়েছেন যে ভবিষ্যতে তোমরা সব মাস্টার সর্বশক্তিমানের কাছে ভিখারী হয়ে সবাই আসবে। অর্থ বা অল্পের ভিখারী নয় বরং শক্তির ভিখারী আসবে। সুতরাং যখন স্টক জমা হবে তখনই তো দেবে, তাই না ! দান সেই দিতে পারে যার কাছে নিজের প্রয়োজনের থেকে বেশি আছে। নিজের প্রয়োজন মতোই যদি থাকে তো কী দান করবে? অতএব, সেই পরিমাণ জমা করো। সঙ্গমে তোমাদের আর কাজই বা কী ! জমা করার কাজই তো পেয়েছ। সারা কল্পে তোমাদের জমা করার আর কোনো যুগ নেই। তারপরে তো খরচ করতে হবে, জমা করতে পারবে না। সুতরাং জমা করার সময় যদি জমা না করো তো অন্তিম সময়ে কী বলতে হবে? "এখন নয় তো কখনো নয়", তারপর 'টু লেট'-এর বোর্ড লেগে যাবে। এখন তো লেট-এর বোর্ড আছে, টু লেট-এর নয়।

তোমরা মাতা'রা, সবাই এতটা জমা করেছ ? তোমরা শিবশক্তি নাকি গৃহ-মাতা ? শিবশক্তি বললে শক্তি স্মরণে আসে। কোন্ মাতা'দের বাবা শিবশক্তি বানিয়েছেন ! যদি কেউ এসে মুখ দেখে তো কী বলবে ? শক্তি কী এইরকম হয়! কিন্তু বাবা চিনে নিয়েছেন যে তোমরা আত্মারা শক্তিশালী। বাবা আত্মাকে দেখেন, না বৃদ্ধ দেখেন, না যুবক দেখেন, আর না বাচ্চা দেখেন। আত্মা তো বুড়ো বা ছোট হয়ই না। তাহলে, এই খুশি তো হয় যে, বাবা আমাদের শিবশক্তি বানিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়াতে কত লেখাপড়া জানা অর্থাৎ শিক্ষিত মাতারা আছে, কিন্তু যারা গ্রামের তাদেরকে বাবার পছন্দ, কেন পছন্দ? 'সরল হৃদয়ের প্রতি প্রভু খুশি।' বাবার প্রিয় সরলচিত্ত। যারা ভোলাভালা হবে তারা ছল-চাতুরী করতে জানে না। যারা অতি চালাক, ধূর্ত তাদের মধ্যে এই সব বিষয় থাকে। সুতরাং, যারা অকপট হৃদয় অর্থাৎ দুনিয়ার মায়াবী চাতুরীর উর্ধ্বে থাকে, তারা বাবার অতি প্রিয়। বাবা অতি শুদ্ধ বা নির্মল হৃদয়কে দেখেন। বাকি পড়াশোনা, চেহারা, বসতি, অর্থ কোনো কিছু দেখেন না। প্রয়োজন কেবল সরল ও উদার হৃদয়, সেইজন্য বাবার নাম 'দরাজদিল।' আচ্ছা !

বরদান:- দৃঢ় নিশ্চয়ের দ্বারা ফাস্ট ডিভিশনের ভাগ্য নিশ্চিত করার মাস্টার নলেজফুল ভব দৃঢ় নিশ্চয় ভাগ্যকে নিশ্চিত করে। যেমন ব্রহ্মাবাবা ফাস্ট নম্বরে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, সেইরকম আমাদেরও ফাস্ট ডিভিশনে আসতেই হবে - এই দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে হবে। ড্রামাতে প্রত্যেক বাচ্চার এটা গোল্ডেন চান্স। শুধু অভ্যাসে যদি এই অ্যাটেনশন রাখো তাহলে সামনের দিকে নম্বরে থাকতে পারো, সেইজন্য মাস্টার নলেজফুল হয়ে সব কর্ম করতে থাকো। সাথে হওয়ার অনুভব বাড়াও, তবে সব সহজ হয়ে যাবে, যার সাথে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা আছেন তার সামনে মায়া পেপার টাইগার।

স্নোগান:- নিজেকে হিরো পার্টধারী মনে করে অসীম নাটকে হিরো পার্টের ভূমিকা পালন করতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের নিজের সমান অশরীরী বানাতে, তোমরা যখন অশরীরী হতে পারবে তখনই বাবার সঙ্গে যেতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - যারা নিরন্তর যোগী হয়, তারা বাবার কোন্ নির্দেশে চলে ?

*উত্তরঃ - বাবার প্রথম নির্দেশ হলো -- বাচ্চারা, তোমাদের এই দেহকে ভুলতে হবে । এই দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো, তাহলে নিরন্তর বাবা স্মরণে থাকবেন । সর্বদা একটি পাঠই দূত করো যে, আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা, এতে তোমাদের দেহ - অহংকার সমাপ্ত হয়ে যাবে । বুদ্ধিতে যদি কোনো দেহধারীর স্মরণ না আসে, তাহলেই নিরন্তর যোগী হতে পারো ।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । একথা কে বলেছে ? আত্মা বলেছে - ওম্ অর্থাৎ আমি শান্ত স্বরূপ । এ সবই হলো বোঝার মতো কথা । প্রথমে তো নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । আমি আত্মা এক নম্বর । পরে আমি এই শরীর পাই । আমি আত্মা কার সন্তান ? সেই শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার । তিনি সদাই শান্ত । আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । আমি দেহ ধারণ করে ভূমিকা পালন করি । শিববাবা তো বিচিত্র । ওই আত্মার নিজের কোনো চিত্র (শরীর) নেই । তোমাদের তো নিজের চিত্র (শরীর) আছে । তোমরা কথা বলতে থাকো । বাবা বলেন, আমি সদাই বিচিত্র, কিন্তু ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম চিত্রবান । আমি হলাম বিচিত্র । তোমরা আত্মারাও আমার সঙ্গে নির্বাণধামে থাকো । বাবা, যিনি বিচিত্র, তিনিই বসে শোনান । তোমরা আত্মারা শোনো । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, কারণ এ হলো দুঃখধাম । মানুষ তো বলেই যে, আমরা পতিত, কিন্তু আমাদের এমন পতিত কে বানিয়েছে ? বাবা তো বানাননি ? তোমরা তো বাবার মহিমা করো - তুমি মাতা - পিতা... তোমার থেকে যে গভীর সুখ পেয়েছিলাম, তা সকল ভারতবাসীই স্মরণ করে । এ তো ভ্রাতৃত্ববোধ । এরপর যখন জাগতিক বা দেহের হয়, তখনই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা হয় । আত্মা তো হলোই অবিনাশী কিন্তু ফাদারহুড তো বলা হবে না । সন্ন্যাসীরা তো বলেন -- 'শিবোহম' (আমিই শিব), ততস্বম, ঈশ্বর সর্বব্যাপী -- তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে যেত । এ তো অনিয়ম হয়ে যাবে । বাচ্চারা মুক্তি অথবা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য ডাকতে থাকে । তাই তোমরা যখন এখানে আসো তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, আমরা হলাম আত্মা । এমন নয় যে, আমরা পরমাত্মা, তা নয় । আমরা হলাম আত্মা, আমরা সবাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী । তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মার সন্তান আর শিব বাবার পৌত্র । সবাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । তারা 'ও গড ফাদার' বলে থাকে, তারপর সর্বব্যাপী বললে উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করবে ? ভক্তিমার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে । ভগবান হলেন এক, আর তোমরা সকলেই ভক্ত । সজনী অনেক, আর সাজন হলেন একজন । তিনি হলেন বাবা, আর বাকি সবাই বাচ্চা, তাই তোমরা আর কাউকেই স্মরণ ক'রো না । বাবার আদেশ হলো -- বাচ্চারা, তোমরা এই দেহকেও স্মরণ ক'রো না । নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মাই বলে -- আমি দুঃখী, ভ্রষ্টাচারী । এখানে তো দৈবী রাজ্য নেই । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা সবাই সুখী ছিলো । ওখানে কোনো অকাল মৃত্যু হতো না । ওখানে খুব অল্পসংখ্যক মনুষ্য ছিলো । এই ভারতবাসীরা সবাই ভুলে গেছে যে, আমাদের ভারতই প্রথমে স্বর্গ ছিলো । মানুষ বলেও থাকে - হেভেনলী গড ফাদার । হেভেন বা স্বর্গ কখনোই মূলবতনকে বলা হয় না । তোমরা এই কথা স্মরণে রেখো যে, আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী, তোমাদের যেন আর কোনো দেহধারীর স্মরণ না আসে । তোমাদের দেহ - অহংকার ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই যে কুস্ত মেলার কথা বলা হয়, এ সুন্দর এই সঙ্গমযুগের কোনো মেলা নয় । সঙ্গম বলা হয় কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকে । কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া । এখানে একজনও পবিত্র কেউ নেই । যদিও মহাত্মারা আছে, কিন্তু পাবন তো কেউই নেই । সবাই বলে - এ হলো পতিত দুনিয়া । তারা কুস্ত মেলাতে যায় পবিত্র হওয়ার জন্য । তারা গঙ্গাতে স্নান করে পবিত্র হওয়ার জন্য, তাহলে তারা অবশ্যই পতিত । সাধু - সন্ত সবাই পবিত্র হতে যায় সেখানে । বাবা বলেন - আমি তখনই আসি, যখন ভ্রষ্টাচার অনেক বৃদ্ধি পায় । মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে যায় । আমি এসে এদের সকলকে উদ্ধার করি । আমি অহল্যা, গণিকা, সাধুদের, গুরুদের উদ্ধার করতে আসি, কেননা তারা তো পাবন আত্মা নয় । পতিত দুনিয়াতে কেউই পবিত্র থাকে না আবার পাবন দুনিয়াতেও কোনো পতিত থাকে না । ল'ই নেই । সাধুরা নিজেদের মহান আত্মা কোথায়, তারা তো নিজেদের পরমাত্মা মনে করে, তারা 'শিবোহম' (আমিই শিব) বলে থাকে

। প্রাচীন মহাত্মা আদিরা তো বলে থাকেন - পরমাত্মা অনন্ত। তিনি রচয়িতা, আর তাঁর রচনা অনন্ত। তাহলে নির্বাণধামে কীভাবে নিয়ে যাবেন। ওদের তো জানাই নেই যে ভারত-ই জীবনমুক্ত ছিল। ঐ সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না। শুধুমাত্র সূর্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় ছিল। তারপর সূর্যবংশীয়রা চন্দ্রবংশীয় হলো। পুনর্জন্মে তো আসতে হয়, তাই না! ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। ৮৪ লক্ষ নয়, এটাই হল বড় মিথ্যা। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত, সুতরাং ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে। বাবা বসে বোঝান এখন আর কাউকে স্মরণ করবে না। আমরা আত্মারা পরম প্রিয় পরমাত্মার সন্তান। এমন নয় যে সব পরমাত্মার রূপ। এটা তো অসম্ভব। এটাই মস্ত ভুল। বাবা একজনই বাকি সবাই তাঁর সন্তান। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। যখন শরীরে আসবে তখনই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে, তাইনা। সর্বপ্রথম হলো ব্রাহ্মণ। ভারতে বিরাট রূপও দেখানো হয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছে সবার উপরে, ভগবানের সর্বোচ্চ সন্তান। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ। শিববাবার নাতি, নাতনি, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। সব আত্মারাই শিববাবার সন্তান। তোমরা উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকে নিচ্ছে। শিববাবা সবার বুলি ভরপুর করে দেন। আর শূন্য (খালি) করে দেয় মায়া। গানও গায় - হে পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে ত্রৈতার রাম সীতা ঢুকে আছে। তোমরা বাচ্চারা জানো সত্যযুগ ত্রৈতা হচ্ছে সুখধাম। সেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। পতিত-পাবন বাবা সবারই একজন। এখানে তো হনুমান মন্দিরে গিয়েও বলে তুমিই মাতা-পিতা....এটা কীভাবে হতে পারে! সবার সঙ্গতি দাতা পতিত-পাবন একজনই। তিনিই জ্ঞানের সাগর। সাগর থেকে যে নদীগুলো নির্গত হয় সেখানে তো জল থাকে। জল তো পতিত-পাবন হতে পারে না। কোনো খন্ডেই এমনটা বলা হয় না যে জলে স্নান করলে পবিত্র হয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। এটা তো হতেই পারে না। এক হচ্ছে মুক্তি, দ্বিতীয় জীবনমুক্তি। সঙ্গতি অথবা জীবনমুক্তি দাতা একজনই। এটা হচ্ছে পতিত দুনিয়া। ভারতবাসীরা জানে ৫ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন আর কোনো খন্ড ছিল না। ৫ হাজার বছরের কথা তোমরা ভুলে গেছ। পরে অন্যান্য আরও খন্ড তৈরি হয়। এখন এতো বৃদ্ধি হয়ে গেছে। দেখো বাচ্চারা, এটা সবসময় মনে রেখো- যখন যেটা শুনছ এটা ভেবো না যে, ব্রহ্মা বলছেন। শিববাবা যিনি সবকিছুর রচয়িতা তিনিই বসে রচনার রহস্যকে বুঝিয়ে বলছেন। ঋষি মুনিরা সবাই বলে থাকে যে পরমাত্মা অনন্ত। আমরা এর কিছুই জানি না। আস্তিক তো তোমরা ব্রাহ্মণরা যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বাবা আমাদের নিজের আর রচনার নলেজ দিয়ে থাকেন। ত্রিকালদর্শী করে তোলেন। ঋষি মুনিরা কেউ-ই ত্রিকালদর্শী নয়। বাবা বলেন দেবী-দেবতারাও ত্রিকালদর্শী নয়। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হয়। এটা ব্রাহ্মণদের চটি(শীর্ষস্থানীয়)। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই নতুন রচনা হয়। তোমরা হলে সবচাইতে উত্তম। তোমরাই বাবার শ্রীমত অনুসারে ভারতকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ করে তুলছ। শ্রীমত হচ্ছে ভগবানের, কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ পতিত-পাবন নয়। পতিত-পাবন একজনই। তিনিই সবার পিতা। সবসময় মনে রাখবে- আমরা আত্মারা এই অরগ্যান্স দ্বারা শুনি। আত্ম-অভিমानी ভব। আমি আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি, তবেই গায়ন আছে- জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন... পতিত-পাবন সঙ্গতি দাতা তিনিই। বাবা বাচ্চাদের রচনা করে টিচার হয়ে শিক্ষা দেন তারপর গুরু হয়ে সঙ্গতি দেন। সঙ্গতি দিতে পারেন একমাত্র সঙ্গতি দাতা বাবা। বাচ্চারা তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করছ। এই পতিত মনুষ্য সৃষ্টি শেষ হয়ে দৈবী দুনিয়া হতে চলেছে। যদিও এখনও দেবতাদের পূজা করছে, কিন্তু এটা জানে না যে নিশ্চয়ই আমরা দেবী-দেবতা ধর্মের, যাদের পূজা করা হয় সেটাই তো তার ধর্ম বলা হবে তাইনা। ভারতবাসীদের তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন বলছে - মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নিয়ে থাকে। সবাই কি নেয় ? এতো লক্ষ জন্মের জন্য তো আরও বড়ো কল্পের প্রয়োজন। এটাও ড্রামার অনুসারে খেলা তৈরী হয়েই আছে। যা অতীত হয়ে গেছে সেটাও ড্রামা। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন সম্পর্কেও তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমরা হচ্ছে স্ব-দর্শন চক্রধারী। ওরা বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী বলে থাকে। বাবা বোঝান- বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বদর্শন চক্রধারী নয়। স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। কত পার্থক্য। ওরা এটাও বলে থাকে কৃষ্ণের স্বদর্শন চক্র ছিল। লড়াইয়ের ময়দানে চক্র ঘুরিয়েছিল, তারপর কৌরবরা মারা যায়। কিন্তু দেবতারা কি কখনও হিংসার পথে যায় ? ওরা তো ডবল অহিংসক। না ওদের মধ্যে বিকার থাকে, না ওরা লড়াই করে। সবচেয়ে বড় হিংসা একে অপরকে বিষ পান করানো, কাম বাসনা চরিতার্থ করা। বাবা বলেন এর জন্যই আদি মধ্য অন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছে। সত্যযুগে কাম বাসনা থাকে না। নির্বিকারী রাজ্য ছিল। সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিল। কোনো হিংসা ছিল না। এই সময় সব রাবণ রাজ্য। সর্বত্র ৫ বিকারে পরিপূর্ণ। আর ওরা বলে থাকে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। সায়েন্সের দ্বারা বিমান ইত্যাদি যা কিছু তৈরী হয়েছে, ১০০ বছরের মধ্যেই হয়েছে -- কেন তৈরি হয়েছে ? এখন ট্রায়াল চলছে। এই সবকিছুই ভবিষ্যতে কাজে আসবে। এর দ্বারাই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। তখন এইসব সুখের কাজে আসবে। এখানে তো সুখও আছে, তো দুঃখও আছে। একে মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। বিনাশ হবে সেটা তো ভালোই তাই না ? মানুষ বলেও থাকে পতিত পাবন এসো - এসে কী করব ? বাবা আবার স্বর্গের স্থাপনা করো তো আমরা সুখ পাই। বাবা বোঝান, হে বাচ্চারা এই খেলা পূর্ব নির্মিত। বাবা সুখধাম রচনা করেন - রাবণ পুনরায় দুঃখধাম বানিয়ে দেয়। শান্তিধামের থেকে

আল্লামা সবার প্রথমে আসে সুখধামে। পবিত্র আল্লামাই আসে। এই সময় সবাই হল পতিত, তবেই তো স্মরণ করে যে এসো। বাবাও ডামার বন্ধনে রয়েছেন। বাবা বলেন যখন সবাই দুঃখী হয়ে যায় তখনই আমাকে আসতে হয়। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির হল এই সঙ্গমযুগ। তারা সঙ্গমে কুস্তুর মেলার আয়োজন করে। সেটা হল জলের সাগর আর নদী গুলির মিলন মেলা। তোমরা বলবে, এ হল পরমপিতা পরমাত্মা আর আমরা আল্লামাদের মেলা। বাবার তো নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমাকে নলেজ দেওয়ার জন্য তন অবশ্যই প্রয়োজন। নাহলে আমি কথা কীভাবে বলবো ? সেইজন্য আমি এনাকে অ্যাডপ্ট করি। তোমরা এখন ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছো - বাবার দ্বারা জানতে পারো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। এখন পরমপিতা পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন, আমি আসবো কীভাবে ? কার মধ্যে প্রবেশ করবো ? নিশ্চয়ই আমাকে পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। এরা সবাই হল অসুন্দর (কালো)। বাবা বলেন, তোমরা সবাই সুন্দর (গৌর বর্ণের) ছিলে। এখন হলে কালো। তোমাদের প্রত্যেকের নাম হল - শ্যাম সুন্দর। এখন শ্যাম হয়েছে। কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম সুন্দর। অবশ্যই পূর্বে ভারত সুন্দর ছিল। গোল্ডেন এজ ছিল। ফার্স্ট ক্লাস প্রকৃতি ছিল। সেখানে কানা খোড়া কেউ হয় না। কৃষ্ণ হল নম্বর ওয়ান শ্যাম সুন্দর। শিব বাবা এনারই (ব্রহ্মার) তনের আধার নিয়ে এনাকে এবং তার সাথে সাথে বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্যাম থেকে সুন্দর বানিয়ে থাকি। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম চোটি অর্থাৎ শীর্ষ স্থানীয়, সব থেকে উত্তম, এই নেশাতে থেকে শ্রীমতের আধারে ভারতকে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানানোর সেবা করে থাকো। আস্তিক হতে হবে এবং বানাতে হবে।

২) দেহ-অহংকারকে ত্যাগ করে আল্ম-অভিমানী হতে হবে। বিচিত্র (অশরীরী) হওয়ার সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা প্রতিটি শক্তি বা গুণের অনুভবকারী অনুভাবী মূর্তি ভব সবথেকে বড় অথরিটি হল অনুভবের। যেই রকম তোমরা ভাবো আর বলে থাকো যে, আল্মা হল শান্ত স্বরূপ, সুখ স্বরূপ - সেই রকমই এক একটা গুণ বা শক্তির অনুভব করো আর সেই অনুভূতিতে ডুবে যাও, হারিয়ে যাও। যখন বলছো শান্ত স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপের নিজের এবং অন্যদেরও শান্তির অনুভূতি হবে। শক্তি গুলির বর্ণনা করে থাকো তোমরা, কিন্তু শক্তি বা গুণ যেন সময় মতো অনুভবে আসে। অনুভাবী মূর্তি হওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের লক্ষণ। অতএব অনুভব গুলিকে বাড়ান।

স্লোগান:- সম্পন্নতার অনুভূতির দ্বারা সন্তুষ্ট আল্মা হও, তখন অপ্রাপ্তির নামটুকুও থাকবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সবাইকে প্রকৃত গীতা শুনিয়ে সুখ প্রদানকারী প্রকৃত ব্যাস, তোমাদের নিজেদের ভালোভাবে পড়ে সবাইকে পড়াতে হবে, সুখ দান করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি, তোমরা যেখানে পৌঁছানোর পুরুষার্থ করো ?

*উত্তরঃ - নিজেকে অশরীরী মনে করা, এই দেহ বোধকে জয় করা -- এ হলো উচ্চ লক্ষ্য, কেননা সবথেকে বড় শত্রু হলো দেহ - বোধ । তোমাদের এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অন্তিম সময় বাবা ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে । এই শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে । এই শরীরও যেন স্মরণে না থাকে । এই পরিশ্রমই করতে হবে ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে...

ওম্ শান্তি । জীব আত্মারা বা বাচ্চারা মনে অনুভব করতে পারে যে, এই সময় বাবা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন । বরাবর যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেখানেই নিয়ে যাবেন । তারপর আমাদের পুণ্য আত্মাদের সৃষ্টিতে, জীব আত্মাদের দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন । শ্রেষ্ঠ আর ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা অবশ্যই জীব আত্মাদেরই বলা হবে । আত্মা যতক্ষণ শরীরে থাকে, ততক্ষণই সুখ বা দুঃখের ভোগ হয় । বাচ্চারা জানে যে, এখন বাবা এসেছেন । বাবার নাম সর্বদাই শিব । আমাদের নাম শালগ্রাম । শিবের মন্দিরে শালগ্রামেরও পূজা হয়, বাবা বুঝিয়েছিলেন -- এক হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, দ্বিতীয় হলো রুদ্র যজ্ঞ । ওতে বিশেষ করে বেনারসের ব্রাহ্মণদের আর পণ্ডিতদের ডাকা হয় - এই রুদ্র যজ্ঞের পূজার জন্য বেনারসেই শিবের থাকার জন্য অনেক মন্দির আছে । একে শিবকাশী বলা হয়, প্রকৃত নাম ছিলো কাশী । তারপর ইংরেজরা বেনারস নাম রেখে দিয়েছে । বারাণসী নাম এখন রাখা হয়েছে । ভক্তিমার্গে তো আত্মা - পরমাত্মার জ্ঞান নেই । দুইয়ের পূজা পৃথক ভাবে করা হয় । এক বড় শিবলিঙ্গ বানায়, বাকি ছোটো - ছোটো শালগ্রাম অনেক বানায় । তোমরা জানো যে - আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নাম শালগ্রাম, আর আমাদের বাবার নাম শিব । শালগ্রাম সব এক সাইজের বানায়, তাই বরাবর বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ । আত্মা স্মরণ করতে থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । আমরা পরমাত্মা নই । পরমাত্মা আমাদের বাবা, এই কথা বোঝানোর মত তোমাদের দেওয়া হয়েছে । প্রতিদিন তোমরা শ্রীমৎ পাও যে, কাউকে প্রথমে বাবার পরিচয় প্রদান করে উত্তরাধিকারের অধিকারী করতে হবে । প্রথমে তোমাদের যুক্তি দিয়ে প্রমাণের সাথে বোঝাতে হবে যে, তিনি হলেন নিরাকার বাবা । এই প্রজাপিতা হলেন সাকার । উত্তরাধিকার নিরাকারের থেকেই পাওয়া যায় । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন -- আমার একটাই নাম, শিব । আমার দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । সমস্ত আত্মাদের শরীরের নাম অনেক হয় । আমার কোনো শরীর নেই । আমি হলাম সুপ্রীম আত্মা ।

বাবা জিজ্ঞেস করেন - বাচ্চারা, তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু কে ? যারা বুদ্ধিমান হবে তারা বলবে, দেহ বোধ হলো সবথেকে বড় শত্রু, যার দ্বারা কামের উৎপত্তি হয় । এই দেহ বোধ দূর করাতেই খুব পরিশ্রম হয় । দেহী অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা দেহের সম্বন্ধে চলেছো । তোমরা এখন জানো যে, বরাবর আমি আত্মা অবিনাশী, যার আধারে এই শরীর চলতে থাকে । যারা রিলিজিয়াস মাইণ্ডেড (ধার্মিক) তারা জানে যে, আমি হলাম আত্মা, দেহ নই । আত্মার নাম একই থাকে । দেহের নাম পরিবর্তন হয় । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । বাবা আমাদের বলেন - তোমাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে যেতে হবে । এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । রাবণ তোমাদের ব্রহ্মচারী তৈরী করে । দশ মাতার কোনো মানুষই হয় না, কিন্তু এই কথা কোনো মানুষই জানে না । সবাই রামলীলা ইত্যাদিতে অভিনয় করতে থাকে । সকলে এক মতেরও নয় । কেউ কেউ এইসব বিষয়কে কল্পনা মনে করে, কিন্তু এই কথা জানেই না যে, ব্রহ্মচারীকেই রাবণ বলা হয় । অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করা, এ তো ব্রহ্মচার হলো, তাই না । এই সময় সকলেই ব্রহ্মচারী কেননা সকলেই বিকারে আছে । যে বিকারে যায় না তাকে নির্বিকারী বলা হয়, আর সে হলো রামরাজ্য । এ হলো রাবণ রাজ্য । এই ভারতেই রামরাজ্য ছিলো । ভারত সবথেকে প্রাচীন দেশ ছিলো । এই সৃষ্টিতে সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের পতাকা প্রথম নম্বরে উচ্চ ছিলো । সেই সময় চন্দ্রবংশীরাও ছিলো না । বাচ্চারা, এখন তোমাদের সামনে হলো সূর্যবংশীর পতাকা । তোমাদের লক্ষ্য কি তা তোমরা জানতে পেরেছো, তবুও ভুলে যাও । স্কুলে বাচ্চারা কখনো এইম অবজেক্টকে ভুলতে পারে না । স্টুডেন্ট টিচারকে বা পড়াকে কখনোই ভুলতে পারে না । এখানে কিন্তু ভুলে যায় । এ কতো বড় শিক্ষা, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্যভাগ্য লাভ করো । এমন স্কুলে রোজ কতো সুন্দর

করে পড়া উচিত। এই কল্পে যদি পাস করতে না পারো তাহলে কল্পে - কল্পেও ফেল করতে থাকবে। তখন কখনোই আর পাস করতে পারবে না। তাই তোমাদের কতটা পুরুষার্থ করা উচিত। তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রীমৎ বলে যে, খুব ভালোভাবে ধারণা করো এবং করাও। তোমরা যদি ঈশ্বরীয় নির্দেশে না চলতে পারো তাহলে উচ্চ পদও লাভ করতে পারবে না। নিজের মনকে জিপ্তেস করো, আমরা শ্রীমতে চলছি তো? নিজেকে কখনোই অতি চালাক মনে করবে না। এখন তোমরা নিজেকেই জিপ্তেস করো, যেমন ব্রহ্মা - সরস্বতী শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতেন, আমরা সেভাবে চলছি কি? নিজে পড়ে তারপর পড়াচ্ছি কি? কেননা তোমরাই সত্য গীতা শোনানো ব্যাস। সুখদেব শিব বাবা হলেন গীতার ভগবান তোমরা হলে তাঁর সন্তান কথক ব্যাস।

এ হলো স্কুল, স্কুলে বাচ্চাদের পড়াশোনা দেখে নম্বর সম্বন্ধে জানা যায়। জাগতিক স্কুল গুলি হলো প্রত্যক্ষ আর এ হলো গুপ্ত। এটা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় যে, আমরা কতখানি উপযুক্ত হয়েছি। কাউকে পড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, অমুকে আমাকে এমন তীর লাগিয়েছে যে, আমি আপনার হয়ে গেছি আবার কেউ তো সামনে থেকেও বলতে পারে না যে, বাবা আমি আপনার হয়ে গেছি। কোনো কোনো বাচ্চা পবিত্রতার কারণে মারও খেতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার বাবার বাচ্চা হয়ে আবার ভেঙ্গেও পড়ে, কেননা তারা ভালোভাবে পড়ে না। না হলে বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো আর পড়ো, এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। তোমরা ঘরের বাইরেও লিখে দাও -- এক সেকেন্ডে জনকের মতো ২১ জন্মের জন্য জীবনমুক্তি পাওয়া সম্ভব। তোমরা এক সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক হতে পারো। বিশ্বের মালিক তো দেবতারাই হবেন, তাই না। তাও নতুন বিশ্ব, নতুন ভারতের। যে ভারত নতুন ছিলো তা এখন পুরানো হয়ে গেছে। ভারত ছাড়া আর কোনো খণ্ডকেই নতুন বলা যাবে না। যদি নতুন বলা হয়, তাহলে আবার পুরানোও বলতে হবে। আমরা সব ফুল, যারা নতুন ভারত খণ্ডে যাই। ভারতই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, আর কোনো খণ্ডই পূর্ণ চন্দ্র হতে পারে না। সে সব তো অর্ধেক থেকেই শুরু হয়। এ কতো সুন্দর রহস্য পূর্ণ কথা। আমাদের ভারতকেই সত্যখণ্ড বলা হয়। সত্যের পিছনে আবার মিথ্যাও আছে। ভারত প্রথমে পূর্ণ চন্দ্র হয়। পরের দিকে অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথম পতাকা হলো স্বর্গের। এমন গায়নও আছে - ভারত স্বর্গ ছিলো, আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি কারণ আমাদের সমস্ত অনুভব আছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে আমরা কীভাবে রাজত্ব করেছিলাম, তারপর দ্বাপর আর কলিযুগে কি হয়েছিলো, এইসব বুদ্ধিতে আসলে আমাদের কতটা খুশী হওয়া উচিত। সত্যযুগকে প্রভাত আর কলিযুগকে অন্ধকার বলা হয়, তাই তো বলা হয়, জ্ঞান অঞ্জন সন্ধুর দেন... বাবা কীভাবে এসে তোমাদের মতো অবলাদের, মাতাদের জাগিয়েছেন। বিত্তবানদের উপস্থিত হতে খুব কমই দেখা যায়। এই সময় বাবা সত্যিই গরীবের ভগবান। গরীবই স্বর্গের মালিক হয়, সাহকার নয়। এরও গুপ্ত কারণ আছে। এখানে তো বলিহারি বা সমর্পণ করতে হয়। গরীবদের বলিহারি যেতে দেবী হয় না, তাই সুদামার উদাহরণের গায়ন আছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন আলোর দিশা পেয়েছো, তবুও তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে। আর সকলের জ্যোতি এখন নিষ্প্রভ। এতো ছোটো আত্মার মধ্যে অবিনাশী পাট নিহিত আছে। এ তো আশ্চর্যের, তাই না। এ কোনো সায়েন্সের শক্তি নয়। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে শক্তি পাও, বরাবর এই যে অবিনাশী চক্র, তা ঘুরতে থাকে, তার কোনো আদি - অন্ত নেই। নতুন কেউ এই কথা শুনলে যাঁতাকলে পড়বে। এখানে ১০-২০ বছরও যারা আছে, তারাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না, না কাউকে বোঝাতে পারে। ভবিষ্যতে তোমরা সবই জানতে পারবে যে, অমুকে অমুকের কাছে জন্ম নেবে, এই হবে... যারা মহাবীর হবে তাদের ভবিষ্যতে সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। ভবিষ্যতে তোমরা সত্যযুগের ঝাড় খুব নিকটে দেখতে পাবে। মহাবীরদেরই তো মালা তৈরী হয়, তাই না। প্রথমে ৮ মহাবীর, তারপর ১০৮ মহাবীর। ভবিষ্যতে তোমাদের এক নম্বর সাক্ষাৎকার হবে। গায়নও আছে -- পরমপিতা পরমাত্মা বাণ মারিয়েছিলেন। নাটকে অনেক তথ্য বানানো হয়েছে। বাস্তবে এ কোনো স্কুল বাণের বিষয় নয়, কন্যারা, মাতারা বাণের কথা কি জানবে। বাস্তবে এ হলো জ্ঞান বাণ, আর এদের জ্ঞান দান করেন অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা। এ কতো আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাচ্চারা একই মুখ্য কথা বার বার ভুলে যায়। সবথেকে কড়া ভুল হয়, যে - দেহ বোধে এসে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে না। সত্য কেউই বলে না। সত্যি হলো, কেউ আধ ঘণ্টা, কেউ এক ঘণ্টা সারাদিনে অতি কষ্টে স্মরণে থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ তো বুঝতেই পারে না যে, যোগ কাকে বলা হয়। এই লক্ষ্যও খুবই উচ্চ। নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে, যতটা সম্ভব ততটা পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে পরের দিকে অন্য কেউই স্মরণে না আসে। কোনো ভালো তত্ত্ব জ্ঞানী, ব্রহ্ম জ্ঞানী তাদের গদিতে বসে অনুভব করে যে, আমরা তত্ত্ব লীন হয়ে যাবো। তাদের দেহের বোধ থাকে না। তারপর তারা যখন দেহত্যাগ করে তখন আশেপাশের চারিদিক নিঃস্বচ্ছ হয়ে যায়। মানুষ মনে করে যে, কোনো মহান আত্মা দেহ ত্যাগ করেছেন।

বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণে থাকবে তখন চারিদিকে কতো শান্তি ছড়াবে। এই অনুভব তাদেরই হবে যারা তোমাদের কুলের হবে। বাকি সকলের মৃত্যু তো মশার মতো হবে। তোমাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। এই অভ্যাস তোমরা এখানেই করো। ওখানে সত্যযুগে তো আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। এখানে তো তোমরা জানো যে, এই শরীর ত্যাগ করে তোমাদের বাবার কাছে যেতে হবে, কিন্তু পরের দিকে যেন কেউই স্মরণে না আসে। শরীরই যদি স্মরণে না থাকে তাহলে বাকি আর কি রইলো। এতেই পরিশ্রম। পরিশ্রম করতে করতে পরের দিকে পাস করে বেরিয়ে যাবে। যারা পুরুষার্থ করে তাদের কথাও তো জানা যায়, তাদেরও শো বের হতে থাকবে। বন্ধনে আবদ্ধ গোপিনীরাও এমনভাবে পত্র লেখে যে, যারা মুক্ত তারাও এভাবে লেখে না। তাদের তো সময়ই নেই। বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তারা মনে করে, শিব বাবা এই হাতের লোন নিয়েছেন, তাই শিব বাবার পত্র আসবে। এমন পত্র তো আবার পাঁচ হাজার বছর পরে আসবে। বাবাকে রোজ পত্র লিখি না কেন। নয়নের কাজল দিয়েও লিখি, এমন - এমন খেয়াল আসবে। আরো লেখে যে, বাবা আমি সেই পূর্ব কল্পের গোপিকা। আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে মিলিত হবো আর অবশ্যই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। যোগবল থাকলে নিজেকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে থাকবে। তখন মোহও আর কারোর প্রতিই থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে বোঝাতে হবে। নিজেকে রক্ষা করতে হবে, সম্পর্কে পৃথক থেকে কর্তব্য পালনের প্রয়াস করতে হবে। মাতারা মনে করে যে, আমরা পতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমাদের দায়িত্ব হলো ওদের বুঝিয়ে বলা। পবিত্রতা তো খুবই ভালো। বাবা নিজেই বলেন, কাম মহাশত্রু, একে জয় করো। তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করবো। এমন বাচ্চারাও আছে যারা নিজের পতিকে বুঝিয়ে নিয়ে আসে। বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তাদেরও এখানে পাট আছে। অবলাদের উপর অত্যাচার তো হয়ই। শাস্ত্রেও এই গায়ন আছে যে -- কামেশু ক্রোধেশু... এ কোনো নতুন কথা নয়। তোমরা তো ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পাও, তাই তোমাদের অল্পকিছু তো সহ্য করতেই হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা নিজের সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত হতে হবে, কারোর প্রতি মোহ রাখবে না।

২) যে ঈশ্বরীয় নির্দেশ পাও, তাতে সম্পূর্ণ চলতে হবে। খুব ভালোভাবে পড়তে আর পড়াতে হবে। অতি চালাক হয়ো না।

বরদান:- বাবার প্রেমের পালনার দ্বারা সহজ যোগী জীবন বানিয়ে স্মৃতি এবং সমর্থী স্বরূপ ভব সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মারা পরমাত্মাকে বাবা বলে, কিন্তু পালনা আর পড়ার জন্য উপযুক্ত পাত্র তৈরী হয় না। সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা অল্প কিছু আত্মারা এখনই এই ভাগ্যের উপযুক্ত পাত্র হয়ে ওঠো। তাই এই পালনার প্রত্যক্ষ স্বরূপ হলো - সহজ যোগী জীবন। বাবা, বাচ্চাদের কোনো সমস্যাই দেখতে পারেন না। বাচ্চারা নিজেরাই চিন্তা করতে করতে সমস্যা তৈরী করে ফেলে, কিন্তু স্মৃতি স্বরূপের সংস্কারকে তোমরা ইমার্জ করো তাহলেই সমর্থ ভাব এসে যাবে।

স্লোগান:- সদা নিশ্চিন্ত স্থিতির অনুভব করতে হবে, তাই আত্ম চিন্তন আর পরমাত্ম চিন্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ভালোবাসার সাথে বলে থাকো মিষ্টি বাবা, মুখ তখন রসে ভরে ওঠে, ঈশ্বর বা প্রভু বললে সেই রস আসে না"

*প্রশ্ন:- কোন কর্তব্যটি (ধান্দা) হল সর্বশক্তিমান পিতার, যা মানুষের হতে পারে না ?

*উত্তর:- পতিত আত্মাদের পবিত্র করে তোলা, সম্পূর্ণ বিশ্বকে নতুন রূপে গড়ে তোলা - এই কর্তব্য বাবার, বাবাই পবিত্র হওয়ার শক্তি দিয়ে থাকেন। এই কাজ মানুষ করতে পারে না। মানুষ তো মনে করে ভগবান যা চান তাই করতে পারেন, আমাদের রোগও ঠিক করে দিতে পারেন। বাবা বলেন আমি এমন আশীর্বাদ করি না। আমি শুধু পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিই।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা এসে বাচ্চাদের জাগিয়ে তোলেন। মাতা-পিতা যিনি যাঁর কাছ থেকে সুখ পাওয়া যায় তিনিই এসে অন্ধকার রাত থেকে জাগিয়ে তোলেন। তোমরা মাতা-পিতার সন্তান, জানো যে আমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম, এখন জেগে উঠছি। সারা দুনিয়াই ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্রই আর এই সম্পূর্ণ দুনিয়া, গড ফাদারের ফ্যামিলি। মাতা-পিতা গডফাদারকেই বলা হয়। গডফাদারের স্ত্রী ছাড়া তাঁর সন্তান কীভাবে হবে ? ভারতবাসীরা বলে তুমি মাতা-পিতা সুতরাং এটা হয়ে গেল ফ্যামিলি। ওরা তো শুধু গায়ন করে, তোমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালি আছো আর গডফাদার নিজের ফ্যামিলিকে জাগিয়ে তুলছেন। জাগো বাচ্চারা রাত সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন দিন আসার সময় হয়েছে। গেয়েও থাকে জ্ঞান সূর্য প্রকট হল, তিমির অন্ধকারের বিনাশ....কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। যতই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে থাকুক না কেন, কিন্তু কিছুই বোঝেনি। যে বুঝে - সে যথার্থ রীতিতে উপার্জন করেছে। যে অজ্ঞ সে নিঃস্ব হয়ে গেছে। বাবা বলেন বাচ্চারা মায়া তোমাদের কত অজ্ঞ করে তুলেছে। একদিকে বলছ ও গড ফাদার, আবার বলছো পরমাত্মা সর্বব্যাপী। একদিকে বলছ সব মানুষ মাত্রই ভাই-ভাই বা আমরা এক পিতার সন্তান। আবার বলছ যেকোনো তাকাই শুধুই তুমি অর্থাৎ উই আর অল ফাদার্স। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমি আসি পরমধাম থেকে। সব ধর্মাবলম্বীরাই কোনো না কোনো ভাষায় বলে থাকে ও গডফাদার। সুতরাং মাতা-পিতার পরিবারভুক্ত হলো তাইনা। বাবা বলেন- যাঁকে তোমরা স্মরণ করছ তার পেশা সম্পর্কে তো জানা উচিত না! যিনি এতো বড় সৃষ্টি রচনা করেছেন। বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তাঁকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বলা হয়। তিনিই সত্য বলেন। তিনি সত্য বলেন এবং তিনি অমর। তিনিই অমরকথা শুনিয়ে থাকেন।

এখন তোমরা জানো অমরনাথ শিববাবা আমাদের অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকের মালিক করে তুলছেন। যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছে, তারা কার সন্তান ? মাতা-পিতার সন্তান। তোমরা সবাই পার্বতী। তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছি। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে প্যারাডাইস ছিল। সৃষ্টির এই নাটকের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতা....নতুন ঘর পুরানো হয়ে যায়। স্বস্তিকারও ৪ টি ভাগ তৈরী করেছে। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা। গাওয়াও হয়ে থাকে তোমাদের উত্তরণ কথায় সকলের কল্যাণ.... সমস্ত মানুষ মাত্রই এখন তমোপ্রধান, দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে সতোপ্রধান হয়ে যায়। সৃষ্টিও সতোপ্রধান হয়ে যায়। পরমপিতা পরমাত্মা বা শুধুমাত্র ঈশ্বর বললে বাবা ডাকের আশ্বাদ পাওয়া যায় না, বাবা বললে উত্তরাধিকারের গন্ধ তখনই পাওয়া যায় যখন নিজেদের বাবার বাচ্চা বলে মনে করে। আমরা বাবার বাচ্চা, এমনিতে সব আত্মাই বাচ্চা কিন্তু বাবা এখন এদের রচনা করেছেন। বলে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ বলবে না যে পতিত-পাবন এসো, কেননা তখন তারা পবিত্র। সাধু-সন্ত সবাই গাইতে থাকে। গাঙ্কীজিও বলতেন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারতে নতুন রামরাজ্য হোক, হাতে গীতা থাকত। কেননা তিনি জানতেন গীতার দ্বারাই মহাবিনাশ হয়েছিল এবং নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়েছিল। গীতা হলো সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, গীতা হলো মা। আত্মা- মাতার স্বামী কে ? ভগবান। তিনিই পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। ভগবানুবাচ...কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হয় না। মানুষ কখনও পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে পারে না।

এখন তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা বলে থাকো আত্মা আর পরমাত্মা দীর্ঘ সময় আলাদা ছিল...। বলে থাকে মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা...এমন তো বলে না মহান পরমাত্মা। তারপর নিজেকে শিবোহম পরমাত্মা ইত্যাদি কেন বলে। পুণ্য আত্মা, পাপ

আত্মা বলে তারপর আবার নির্লেপ কেন বলে। তোমরা ব্রাহ্মণরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে। সমস্ত খেলা ভারতকে কেন্দ্র করেছে। এ'সবই শিববাবা বোঝান, ব্রহ্মা নন। ব্রহ্মাকে তো ষাঁড় (নন্দী) বানিয়ে দিয়েছে। তারপর ভ্রুকুটিতে শিব দেখানো হয়েছে। শিবের সওয়ারি ভ্রুকুটিতে থাকে। কেউ পিতৃপুরুষকে খাওয়ায়। আত্মাকে ডাকে, সেও এসে পাশে বসে। আত্মা নক্ষত্রের মতো। বলা হয় ভ্রুকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করে...। তোমরা জানো এ'হলো অসীম জগতের বড় খেলা। প্রতি সেকেন্ডে যা কিছু পার হচ্ছে ড্রামা অনুসারে মানুষ সেই ভূমিকা পালন করছে। মানুষ ৮৪ জন্ম কীভাবে নেয়, সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। কেউ-কেউ তো এখনও উপর থেকে আসছে। এখন বাবা বলছেন সজনীরা জাগো....যখন কন্যার বিবাহ হয় তার মাথার উপরে কলসি রেখে তার ভিতর দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। বাবা বলেন তোমাদের আত্মার জ্যোতিতে ঘৃত এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাকে স্মরণ করতে থাকলে আবারও ঘৃত পরিপূর্ণ হয়ে দীপ জ্বলে উঠবে, তারপর তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। ঐ নিরাকার বাবাই ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, এবং প্রধান অ্যাক্টর। কাকে স্মরণ করে ? ব্রহ্মাকে ? বিষ্ণুকে ? না। দুঃখে সবাই স্মরণ করে গডফাদারকে। এটা সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের খেলা। মায়া পরাজিত করে, বাবা জয়ের মালা পরান। বলে থাকেন আমি সর্বশক্তিমান তাইনা। এমন নয় যে আমি রুগী, ভগবান আশীর্বাদ করলে আমি ভালো হয়ে যাব... বাবা বলেন আমি এ'সব ধান্দা করতে আসিনা। আমি আসি পতিতদের পবিত্র করে তুলতে, শ্রীমৎ দিতে। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর শিববাবা তারপর নম্বরানুসারে অন্যান্যরা। মালাও আছে না! তোমরা এখন জেনেছ আমরা সবাই ঐশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। যেমন শিববাবার মহিমা অপরিমেয় তেমনই রচনার মহিমাও অপরিমেয়, ভারতের মহিমাও অপরিমেয়। ভারতে হীরে জহরতের মহল ছিল। গড যখন ক্রিয়েটর তখন মাদারও প্রয়োজন। তোমরা এখানে যখন বসেছ প্রথমে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সূক্ষ্ম বতনবাসীদের স্মরণ করা উচিত। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। এই সময় তোমরা ঐশ্বরীয় পরিবারের তারপর দৈবী পরিবার ভুক্ত হবে। সেটাও এই সঙ্গম যুগে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীয়, বিরাট রূপের চিত্রও আছে। শুধু চূড়াকে (ব্রাহ্মণদের) দেখানো হয়নি। দেবতা, ক্ষত্রিয়...। কিন্তু দেবতাদের আগে কি ছিল ? এখন অসীম জগতের পিতা বলছেন মন্মনাভব। আমার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাও আর অনন্ত উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। জন্ম-জন্মান্তর নিয়েছো। সত্যযুগ, ত্রেতা পর্যন্ত ২১ জন্মের জন্য অনন্ত উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলে। এখন তো আর কিছুই নেই, আবারও বাবার কাছ থেকে নিতে হবে। ওরা তো বলে থাকে পরমাত্মা নাম-রূপহীন, তিনি এখানে কীভাবে আসবেন। গীতায় আছে শ্রীমত ভগবৎ গীতা। ভগবানুবাচ - কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানা হয় না। এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। ভগবান হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর। পরে যারা রাজত্ব করে তাদের মহিমা ভিন্ন। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এই সময় সবাই হিংস্র কাম বাসনায় লিপ্ত। লক্ষী-নারায়ণের জন্য এমনটা বলা হয় না। ওরা সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। সুতরাং বাবার মহিমা ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ মাত্রেই আলাদা-আলাদা ভূমিকা। কত ছোট আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। আমিও আত্মা কিন্তু আমাকে সুপ্রিম বলা হয়। ভক্তি মার্গে বড়-বড় লিপ্স তৈরী করে থাকে। সেটা ভুল হয়েছে। সবার আত্মাই একইরকম নক্ষত্রের মতো। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রিমা, জ্ঞানের নক্ষত্রও আছে। ড্রামায় এতো ভূমিকা পালনকারী রয়েছে। প্রত্যেকের নিজ-নিজ ভূমিকা। কীভাবে এই ড্রামা তৈরি হয়েছে, একেই বলে প্রকৃতির নাটক। বাকি সমস্ত নাটক তো সাধারণ। ৪ ঘন্টার রিল। এই নাটকের রিল ৫ হাজার বছরের জন্য। ওরা বলবে কলিযুগের আয়ু ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছরের। কত অবাস্তব সব কথা। মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। তবুও ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে।

বাবা বলছেন এখন জাগো, তোমরা ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে আসছো। এখন বাবা বলছেন ভক্তি মার্গ শেষ হতে চলেছে। আমি এসেছি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে। এই সময় দেখো মানুষের কত ক্রোধ। লড়াইও শিখছে। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই এসবের শুরু। সত্যযুগে রামরাজ্য। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি। তারপর তোমরা যখন নীচে নামতে থাকো পবিত্র রাজারা পতিত হয়ে পড়ে। এখন তো তারাও নেই। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা শোনাচ্ছেন। যারা শুনে মহারাজা মহারানী হয়েছিল, তারাও এখন পতিত হয়ে গেছে। এটা হলো আসুরি সৃষ্টি। সত্যযুগ ঐশ্বরীয় সৃষ্টি। রাম এবং রাবণ দুটো নামই প্রসিদ্ধ। রাবণের অর্থ কেউ জানেনা। নর এবং নারী দুই-ই ৫ বিকারগ্রস্ত, সেইজন্যই ১০ টি মাথা দেখানো হয়েছে এবং একেই রাবণ রাজ্য বলা হয়। দীপমালা সাজিয়ে পূজা করে থাকে। মহালক্ষ্মীর ৪ ভূজ বানিয়ে দেয়। দুই ভূজ লক্ষ্মীর, দুই ভূজ নারায়ণের। বাকি বিষ্ণু কিছু নেই। তোমরা এখন রাজারও রাজা হবে, ডবল মুকুটধারী। এই সময় তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠো। তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অনন্ত সুখ, লৌকিক পিতার কাছ থেকে সীমিত সুখ পাও। সত্যযুগ হলো ব্রহ্মার দিন, কলিযুগ ব্রহ্মার রাত। প্রজাপিতাও নিশ্চয়ই এখানেই হবে। শিববাবার সন্তান তো সবাই। তিনি ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। তা না হলে এতো বাচ্চারা কীভাবে অ্যাডপ্ট হবে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। বাবা বলেন তোমরা তো আমারই। এখন তোমাদের

নতুন জন্ম। দাদার প্রপাটি তোমরা পেয়ে থাকো, বিশ্বের রাজত্ব পাবে ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মাকে সূক্ষ্মবতনে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে কীভাবে মিলিত হবে। বাবার তো মুরলী চালানোর জন্য রথ প্রয়োজন। ভারতের নম্বর ওয়ান শাস্ত্র হচ্ছে গীতা। বাকি সব শাস্ত্র বাচ্চা। প্রথমে আসে দেবতাদের বংশধর তারপর ঋত্বিয়দের...যেই ধর্ম স্থাপন করতে আসুক না কেন তাকে সতঃ, রজঃ, তমঃ'র মধ্য দিয়ে আসতে হয়। যেমন ক্রাইস্ট এসেছিল, সে প্রথমে পবিত্র ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিকর্ম না হবে দন্ড ভোগ করতে হবে না। সত্যযুগে পবিত্র আত্মারা আসবে। ওখানে মায়া নেই সুতরাং দুঃখও নেই। আমাদের বিকর্ম শুরু হয় তখন যখন আমরা বাম মার্গে আসি। এটা বোঝার বিষয়। বিকর্মাজিত সম্বৎসর আছে তারপর আছে বিকর্ম সম্বৎসর। কাহিনী তো অনেক আছে। মোহ জীত রাজার কাহিনীও আছে, মোহ জীত হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওটা হলো রামরাজ্য। এখানে রাবণ রাজ্য। রাবণকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অর্ধকল্প রামরাজ্য তারপর শুরু হয় রাবণ রাজ্য। স্বদর্শন চক্র সম্পর্কে তোমরা জানো। তোমরা সবাই গডফাদারের সন্তান। বাবা ডাইরেস্ট ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন, সেইজন্যই তোমাদের হারানিধি বাচ্চা বলে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মা রূপী প্রদীপ সবসময় প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য স্মরণের ঘূত ঢালতে হবে। স্মরণের দ্বারাই আত্মাকে সতোপ্রধান করে তুলতে হবে।

২) সবসময় জ্ঞানের আলোয় থাকতে হবে। অসীম জগতের নাটককে বুদ্ধিতে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

বরদানঃ:- ব্যর্থ সংকল্পের স্রোতকে সেকেন্ডে স্টপ করে নির্বিকল্প স্থিতি ধারণকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তারপর কেন, কি, কীভাবে, এইভাবে না ওইভাবে....এইসব ভেবে সময় নষ্ট করবে না। যত সময় ধরে ভাবনা স্বরূপে থাকো তত সময় ধরে দাগের উপর দাগ লাগিয়ে যেতে থাকো। যে পেপার(পরিস্থিতি) আসে তাকম সময়ের, কিন্তু ব্যর্থ ভাবনার সংস্কার পেপারের সময়কে আরও বাড়িয়ে দেয়। সেইজন্য ব্যর্থ সংকল্পের প্রবাহমানতাকে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা সেকেন্ডে স্টপ করে দিলে নির্বিকল্প স্থিতি তৈরী হয়ে যাবে। যখন এই সংস্কার ইমার্জ হবে তখনই বলা হবে ভাগ্যবান আত্মা।

স্নোগানঃ:- খুশীর খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হলে বাকি সব খাজানা স্বতঃই এসে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পড়ায় গাফিলতি কোরো না, অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করতে থাকো, বিনাশী ধনের জন্য এই উপার্জনকে পরিত্যাগ কোরো না"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা বাবার সমান দয়ালু, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তাদের জ্ঞানের নেশা চড়ে থাকবে, তারা জ্ঞান রত্নকে নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যদের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাতে থাকবে, সকলকে আসুরীয় মত থেকে মুক্ত করতে থাকবে। ২) বাবা যা শোনান তা নোট করতে থাকবে আর সকাল-সকাল তার উপর মনোনিবেশ করবে, বিচার সাগর মন্থন করে সদা প্রফুল্লিত থাকবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ আলাদা....

ওম্ শান্তি । শিবরাত্রি কবে হয় বা পরমপিতা পরমাত্মা শিব কখন অবতীর্ণ হন, তা ভারতবাসী জানে না। বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে জেনে থাকো যে শিব কবে অবতীর্ণ হন! গায়নও করে যে রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কোন্ রাত্রি ? এই যে সাধারণ রাত-দিন হয়, সেই রাত্রি অথবা আর কোনো রাত্রি আছে ? তা ভারতবাসীরা জানে না। শিবের পরিবর্তে তারা আবার কৃষ্ণের জন্ম-রাত্রি রেখেছে ১২টার সময়। শিবকে মানে কিন্তু তিনি কবে জন্ম নেন, তা জানে না। শিবের অবতরণের দিন সকলের জন্য সবচেয়ে বড় দিন। কারণ তিনি হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। যখন সকলের উপর দুঃখ এসে ভীড় করে তখন চিৎকার করে -- হে পতিত-পাবন এসো। ওহ গডফাদার দয়া করো। পোপও বলে -- হে গডফাদার, এই মানুষদের উপর কৃপা করো। এরা একে-অপরকে আঘাত (মারধোর করা) করার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। কারোর (কথা) শোনেও না। তাদেরকে ঈশ্বরই মত দিক। কেউ ঘরেই বিগড়ে গেলে তখন বলে যে ঈশ্বর একে সুমতি (ভালো 'মত') দাও, কারণ এ তো আসুরীয় মতে চলছে। এখন ভগবান কে, সেও জানে না। বলে যে ঈশ্বর নিরাকার, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। তাহলে তো কোনো কথাই দাঁড়ায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা কিভাবে সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে অবতরিত হন। ব্রহ্মার কোথায় জন্ম হয়েছে, তা ভারতবাসী জানে না। দাদার (ব্রহ্মা) চিত্র দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে করে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে জন্ম নিয়েছেন। এখন নাভি থেকে জন্ম তো কারোর হতে পারে না, বিষ্ণু কোথাকার বাসিন্দা, কারোর বায়োগ্রাফী জানেই না। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণু কি বেদের সমগ্র সারকথা শুনিয়েছেন ? ব্রহ্মার হাতে বেদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এও তো হতে পারে না। বাবা বোঝান, এক তো বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হয়ে এখানে বসতে হবে। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে এই কানের মাধ্যমে শুনছি। কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মা বার্তালাপ করছেন। যিনি সকলের সঙ্গতিদাতা, জ্ঞানের সাগর তিনি বসে বাচ্চাদের পড়ান। এ'কথা তোমরা ব্যতীত আর কারোর বুদ্ধিতে বসে না, সেইজন্য এত রিগার্ড দেয় না। যদি নিশ্চয় থাকে যে ভগবান পড়ান তাহলে এই পড়া এক সেকেন্ডের জন্যও ছাড়তে পারবে না। এই পড়া আধা-পোনে ঘন্টা(৩০-৪৫ মি.) ধরে চলে। বাবা বলেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। এই একটি কথা কখনও ভুলো না। বাকি সব হলো বিস্তারিত বর্ণনা। বাবা বোঝান, এই যে বেদ-শাস্ত্র পড়া, দান-পুণ্য করা.... এ'সব যাকিছুই করে এসেছো, এও ড্রামায় নির্ধারণ করা আছে। অর্ধেক সময় হলো জ্ঞান আর অর্ধেক সময় ভক্তি। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। সাধারণ এই দিন-রাতকে তো পশুরাও বোঝে। কিন্তু এই ব্রহ্মার দিন-রাত্রিকে তো বড়-বড় বিদ্বানরাও জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, কাজ-কর্মাদি করে পড়তেও অবশ্যই হবে, এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা জানেন অমুকে-অমুকে গাফিলতি করে। রেগুলার না পড়লে তখন ফেল করে যাবে অথবা স্বল্প পদ লাভ করবে কারণ তারা বিনাশী ধন-লোভী(বিশয়াসক্ত)। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কদর করে না। বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানোই। সঙ্গে করে এই অবিনাশী রত্নই যাবে। যারা প্রভূত অর্থ (পয়সা) একত্রিত করেছে, গভর্নমেন্ট তাদের পিছনে পড়ে রয়েছে। যেমন মানুষের যখন মৃত্যু আসে, তখন হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। তেমনি গভর্নমেন্টের অফিসাররা যখন নেওয়ার জন্য আসে তখন হলুদ হয়ে যায়। দেখো, দুনিয়ার কি হাল(অবস্থা), আমি বোঝাই - বাচ্চারা, সময় অতি অল্প। এই মৃত্যুলোককে নরক বলা হয়ে থাকে। তারা বলেও - আমরা পতিত তবুও নিজের মতেই চলতে থাকি। কনফারেন্স করে যে শান্তি কিভাবে হবে ? ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেন পরস্পরের মধ্যে লড়াই না করে। একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীই আপন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে লড়াই করেছে। মানুষ তাদের এখন কীভাবে শান্ত করতে পারবে। একদমই অনাথ হয়ে পড়েছে। ঋষি-মুনিরাও বলে যে আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের ধনীকে(নাথকে) জানো না। মালিককে মানো তবে তো (তাঁকে) জানাও উচিত, তাই না! ভগবান, ঈশ্বর, গড -- এ'সব বিভিন্ন ধরনের নাম রাখে।

বাস্তবে তো হলো ফাদার, তাই না! আমাদের রচয়িতা তাই আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। মা-বাবা আর সন্তান। আমরা তো হলামই ঈশ্বরীয় পরিবার। মাতা-পিতার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার পরিবার। বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে তখন তো পরিবার হতে পারবে না। আমরা হলাম মালিক রচয়িতার পরিবার। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা অবশ্যই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। না কেবল আমাদের উপরন্তু সকলকেই দিয়ে থাকেন। আমাদের জীবনমুক্তির দেন, বাকি সকলকে মুক্তির দেন। কত সহজ। এতেও খুশির পারদ উর্ধ্ব হওয়া উচিত। কিন্তু ওহো! আমার মায়া, এখান থেকে বাইরে গেলেই মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবাকেই ভুলে যায়। এখন তোমরা বাবার হয়েছেো, তোমরাই জানো শিববাবাও ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের অ্যাডাপ্ট করেছেন। এমন নয় যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে বের হয়েছেন। এই চিত্র রাখা উচিত। (গাঁন্ধীর নাভি থেকে নেহরু) কিন্তু বিষ্ণুর নাভি থেকে এত বড় ব্রহ্মা কিভাবে বের হবে। আবার ব্রহ্মা বসে জ্ঞান শোনান - বেদ এর, সেও আবার কোথায়? সূক্ষ্মলোকে কী? কিছুই বুদ্ধিতে বসে না। যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে সে তো এ'সব কথা বোঝে। বাকি সকলেই বলে দেয়, এ হলো কল্পনা। এখন বাচ্চারা তো মানে যে অবশ্যই বাবা সত্যই শোনান আর তোমাদের ব্রাহ্মণদের আবার গিয়ে সকলকে সত্যিকারের গীতা শোনাতে হবে। সকলেই একইভাবে বোঝাতে পারে না। নম্বরের অনুক্রমে ওখানে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। সকলেই একই রকমভাবে পড়তে পারে না। ধারণা করে পুনরায় তার উপর বিচারসাগর মন্বন করতে হবে। শুনলে, নোট করলে তারপর বসে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। আজ বাবা কি শুনিয়েছেন। সকালে উঠে খেয়াল করা উচিত। তোমাদের সকলের উপর দয়া হওয়া উচিত। বাবার আদেশ হলো, নিজের রচনা স্ত্রী, সন্তানদেরকেও বোঝাও। পুরুষ রচনা করে আপন সুখের জন্য। অসীমের এই পিতা স্বয়ং সুখ ভোগ করেন না। তারা বলে যে বাচ্চাদের জন্যই সমস্ত পরিশ্রম করি। যখন ধারণা হবে তখনই নেশা চড়বে তবেই কাউকে ইঞ্জেকশন লাগাতে পারবে। বাবার মতন দয়াশীল হতে হবে। আসুরী মত থেকে সকলকে মুক্ত করতে হবে। কত বড় শত্রুতা রয়েছে রাম আর রাবণের। এ হলো রাবণ-রাজ্য, ও'টা হলো রাম-রাজ্য। মানুষ তো কিছুই জানে না যে পবিত্রে পরিণত কে করেন, পতিতে পরিণত কে করে। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। বোঝানোর জন্যই এই চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী বাবা-ই বুঝিয়ে থাকেন। এই চিত্রগুলিতে অত্যন্ত ভালোভাবে লেখা রয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে নিরাকার গডফাদার বসে থেকে সমগ্র ওয়ার্ল্ডের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। শোনে অনেক কিন্তু বোঝে না কিছুই। বাস্তবে এই সমস্ত চিত্রগুলি হলো অন্ধের সম্মুখে আয়না দেখানো। (কল্প) বৃক্ষ আর ড্রামা, সে তো অত্যন্ত পরিষ্কার। এ তো বাবা বুঝিয়েই তৈরী করেছেন। এইসময় সকলেই অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়ে যাও। রুহানী পথিক বানানোর জন্য কত জ্ঞান প্রদান করতে হয়। বুদ্ধি স্বচ্ছ হওয়া উচিত। এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এও আশ্চর্যজনক, যেখানে নিজের জড় স্মারকচিহ্ন রয়েছে, সেখানে এসেই বসেছে। ও'টা হলো জড়, এ হলো চৈতন্য। বড় গোপন রহস্য। যেমন আমরা গুপ্ত, তেমনই মন্দির, স্মারকচিহ্নও গুপ্ত। মন্দির নির্মাণকারীরা জানে না। বাবা তোমাদের সব কথাই বোঝান। প্রদর্শনীতে শব্দও(বোল) অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। তোমাদের অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝানোও উচিত। প্রতিটি মানুষকে চেনাও উচিত। বড়-বড় মানুষেরা আসি, কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ তো বলে দেয় যে ভাল লাগে কিন্তু অবসর কোথায়। কেউ বলে কাল থেকে এসে বুব্ব। বাবাও বলে দেন যে তুমি কখনও আসবে না, আসা অত্যন্ত মুশকিল। তোমরা জানো যে আমরা দেবতা হতে চলেছি, আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা রাজত্ব করবো। কিন্তু এই হৃদয়-দর্পণে দেখা উচিত যে আমরা রাজা-রানী হবো নাকি দাস-দাসী নাকি প্রজা। মধুবনে এসে এমন নেশা চড়িয়ে যাও, যা পরে সদাই বজায় থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে পৃথক হয়ে থাকো। স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে জ্ঞান ধারণ করে তারপর অন্যকে ধারণা করাতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করতে হবে।

২) বাবার সমান দয়াশীল হয়ে সকলকে আসুরী মত থেকে উদ্ধার করতে হবে।

বরদানঃ- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা বিগতকে বিন্দুতে পরিণতকারী (ইতি টানা) নির্মল এবং নির্মান (নিরভিমানী) ভব পরিবর্তন শক্তির দ্বারা প্রথমে নিজের স্বরূপের পরিবর্তন করো, আমি শরীর নই আত্মা। তারপর স্বভাবের

পরিবর্তন করো, পুরোনো স্বভাবই পুরুষার্থী জীবনে ধোঁকা দেয়, তাই পুরোনো স্বভাব অর্থাৎ নেচারের পরিবর্তন করো। তারপর হলো সঙ্কল্পের পরিবর্তন। ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমর্থ (সঙ্কল্পে) পরিবর্তন করে দাও। এইভাবে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা প্রতিটি অতীতের বিষয়ে বিন্দু লাগিয়ে দাও তাহলে নির্মল এবং নির্মান (নিরহংকারী) স্বততঃ-ই হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ- কপালে সদা স্মৃতির তিলক - এ'টাই প্রকৃত সৌভাগ্যবতীর (সুহাগান) নিদর্শন।

(দাদীদের ডায়েরী থেকে নির্বাচিত কিছু অমূল্য রত্ন)

মানুষের মূল্য শুদ্ধ বুদ্ধি এবং অশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, যেমন সর্বোত্তম দেবী-দেবতা ঘরানার বুদ্ধি হলো সর্বোচ্চ মূল্যবান। তেমনই মধ্যম ঘরানার মূল্য হলো মধ্যম। এইরকমভাবে কনিষ্ঠ ঘরানার বুদ্ধির মূল্যও সর্বনিম্নই হয়। এ হলো তিনটি সম্প্রদায়। এই তিনটিই হলো সমগ্র বুদ্ধির আধার। প্রথমে সর্বোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতার সম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা সর্বোত্তম উপার্জন করে বিশ্বের সার্বভৌমত্বের চাবি অথবা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করেছে, অর্ধেকল্ল ধরে প্রকৃতি তাদের দাসী হয়ে রয়েছে, সেইজন্য প্র্যাণটিক্যালি তারা সুখ ভোগ করে আর অর্ধেক কল্ল তাদের মূর্তিগুলি মন্দিরে পূজিত হয়, তাই সবকিছুর ভিত্তি এই বুদ্ধির উপরেই। এরজন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। ঈশ্বর পিতার মহাবাক্য হলো, তেজগতিতে আমার সাথে বুদ্ধিযোগ সংযোগকারী হল সাক্ষাৎ আমারই স্বরূপ।

বাবা নিজের দৈবী বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল উপহার পণ হিসেবে দিয়ে থাকেন। এখন তোমরা কি ধরণের উপহার পাও ? অবিনাশী জ্ঞান-ধনের ? বুঝেছ, কিন্তু এর পর কি পাও ? সমস্ত শৃঙ্গার হয়েছে ওয়ান্ডারফুল বৈকুণ্ঠের, এই বিস্ময়কর উপহারই তোমরা পণ হিসেবে পাও, কারণ এই বাবার নিজের বাচ্চাদের প্রতি অতি প্রেম রয়েছে। তিনি বলেন, ওখানে তো প্রত্যেকের নিজের-নিজের বাবা-মা যা দেওয়ার তাই-ই দেবে, কিন্তু আমি তো বাচ্চাদের এখনই দিয়ে দেব, তাই না! তিনি বোঝান যে আমার বাচ্চারা সবকিছু পেয়ে যাক তাহলে তাদের হৃদয় কি'করে পরিপূর্ণ হবে! সেইজন্য এই স্বরূপে সকলকে বৈকুণ্ঠের উপহার দিয়ে দিতে থাকি। এ'রকম নয় যে যারা জ্ঞানী আত্মা, সর্বোত্তম তাদেরকেই দিয়ে থাকি, সর্বোত্তমের তো ওখানেও কানেকশন থাকে, কিন্তু মধ্যম, সর্বোত্তম দু'জনেই পেয়ে থাকে। কারণ এইসময় দৈবী সন্তান হওয়ার কারণে এক সমান অতি প্রিয় হয়ে থাকে। যেই কারণে বৈকুণ্ঠের এ'রকম উপহার আমি দিয়ে দিতে থাকি, যারজন্য জন্ম-জন্মান্তর সকল বাচ্চারা সুখ ভোগ করে। সেই রয়্যাল ঘরানার মহিমা এবং পূজা হয়, এই ঘরানা হলো রয়্যাল, তাই এর মহিমাও এ'ওয়ান (প্রথম সারির)। দেখো, লর্ড কৃষ্ণের কত ধুমধাম করে মহিমা করে। ইউরোপিয়নরাও বলে, লর্ড কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পূজারী আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে বলে থাকে যে আমরা হলাম কৃষ্ণের পূজারী। পূজা করে যে পূজারী, তাকে ব্রাহ্মণ টাইটেল দেওয়া হয়ে থাকে, যারজন্য প্রকৃতিও তাদেরও দাসী হয়ে যায়। কিন্তু প্র্যাণটিক্যালি তাদের জীবন ব্রাহ্মণদের মতন নয়, কেবল নিজের উপর এই টাইটেল রাখা হয়েছে। নিজের নামের প্রচার করেছেন। সত্যযুগের সময়ও যে ধরণের নিয়ম ছিল, সে'সব এখান থেকেই শুরু হয়। সেই সব কানুন প্রথমে এখানেই স্থাপিত হয়, যে কানুন এখানে মার্জরূপে থাকে, ওখানে ইমার্জ হয়ে প্র্যাণটিক্যাল স্বরূপ ধারণ করে। এখান থেকে যে জ্ঞান তোলা(ধারণ) হয়ে থাকে তাতেই অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। এখানে যেমন মতি, ওখানে তার দ্বারাই প্র্যাণটিক্যাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। চিন্তা করা হয়ে থাকে, তাই না! বলা হয় যে, ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নাও। প্রথমে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না, এখানে প্রথমে ভাবা হয় তারপর ওখানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। এখানে ভাবনাচিন্তা ইমার্জ থাকে, আর মার্জ থাকে কদম। ওখানে কদম থাকে ইমার্জ, ভাবনাচিন্তা থাকে মার্জ। যদি মানুষের বুদ্ধি সঠিক থাকে তাহলে সবকিছুই আছে, বুদ্ধি অনেক বড় হওয়া উচিত। এই দিব্য বাবার এত গায়ন কেন হয়েছে? কারণ তিনি হলেন বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন। বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ রাজা আর বুদ্ধির দ্বারাই ফকির হয়ে যায়। সকল কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধিরই শিরোমণিরূপে গায়ন করা হয়ে থাকে। বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন দিব্য আত্মার ললাট জ্বল-জ্বল করে কারণ বুদ্ধিতেই সমগ্র জ্ঞান ভরা থাকে, তারা আবার যখন অন্যদের নিজেদের বুদ্ধিরূপী রত্ন-ভান্ডার থেকে জ্ঞানের রত্ন বের করে দেয় তখন তার চমক দেখা যায়। সেই আত্মার দ্বারা তখন ডিভাইন বাবার মহিমা কীর্তিত হয়, কিন্তু তা নশ্বরের ক্রমানুসারে। তাদের মধ্যেও শিরোমণি দিব্য-পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মহিমার গায়ন করা হয়েছে। ওম শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি কদমে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা, বাবার শিক্ষা গুলিকে ধারণ করা, এটাই হলো নিজের উপরে কৃপা করা”

*প্রশ্ন:- বাম্বু বাদশা আর পীরু উজীর এই দু'জন এই সময় প্রত্যেকের অঙ্গে-সঙ্গে আছে - কীভাবে ?

*উত্তর:- বাম্বু বাদশা হল কাম বিকার আর পীরু উজীর হল ক্রোধ। এই দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। প্রতিটি মানুষ এই সময় এই দুইয়ের বশীভূত হয়ে আছে। যদি কেউ বাবার বাচ্চা বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে কাম বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়, তখন বাবার নিন্দুক হয়ে যায়। নিন্দুক বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যে রেখা টেনে দেয়। বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, এই শত্রুদেরকে জয় করো। ক্রোধের জন্য তো বলা যায় - যেখানে ক্রোধ আছে সেখানে জলের ঘড়াও শুকিয়ে যায়।

*গীত:- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেওনা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে সভাতে কে এসেছেন ? বাবা আর দাদা একত্রে এসেছেন। যদি সাকারি হয়ে আসতেন তাহলে বাবা এবং দাদা আলাদা আলাদা হয়ে আসতেন। এটা হলো আশ্চর্যপূর্ণ লক্ষণ। কে এসেছেন ? বাচ্চাদের বুদ্ধি বলে যে শিব বাবা এসেছেন। স্বর্গের রচয়িতা এক বাবা-ই, দু'জন নয়। হ্যাঁ সহায়ক অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। বাবা আর বাচ্চারা - এই দু-পক্ষকে নিয়ে কাজ হয়। বাবার মহিমা অর্থাৎ বাচ্চাদের মহিমা, এই দাদাও তো বাচ্চা, তাই না। এখানে তোমরা ক্লাসে আসো। সভা শব্দটাও হল কমন্। সভা তো অনেক হয়ে থাকে, এটা হল ভগবানের পাঠশালা। সবদিকেই দেখা যায় যে, বরাবর এই জ্ঞান শুনে ধারণ করছে, এঁনার মুখ প্রফুল্লিত হচ্ছে। শুনতে শুনতে খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। লৌকিকের বাবা টিচার এবং গুরুও হয়ে থাকেন। ইনি হলেন অসীমের বাবা এবং টিচার। তিনি আজ তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন তাই কতইনা খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত। বাচ্চাও অনেক আছে। শিব ভগবানুবাচ বা শিবাচার্যও বলতে পারো। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। শিবাচার্যের পরে আবার শঙ্করাচার্য আসেন। সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয়। এটা হল সতোপ্রধান দেবতা হওয়ার জন্য সন্ন্যাস। সহজ যোগ। তোমরা জানো যে বাবা এই দাদার শরীরে এসেছেন, এইজন্য বাপ-দাদা বলতে হয়। গ্র্যান্ড চিল্ড্রেন হলে তোমরা তাইনা। সেখানে তো সাকার ফাদারই গ্র্যান্ডফাদার, গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে থাকেন। এখানে হল নিরাকার গ্র্যান্ডফাদার। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছে, তারাই ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে। বলে যে, হে পরমপিতা পরমাত্মা আমরা আপনার ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। কতই না সহজ কথা। লৌকিক ক্ষেত্রেও বাবার ৫-৭ টি সন্তান হয় তো তাদের মধ্যে দুয়েকটি কুপুত্র বেরিয়ে আসে। এই বাবার কতো বাচ্চা, তাই কতোগুলি কুপুত্র এবং কতগুলি সুপুত্র হবে! কারো মধ্যে কামের, কারো মধ্যে ক্রোধের প্রবেশ হয়। ঘরে কোনো একজনের ক্রোধ হলে তো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, ক্রোধ ঘরকে বড়ই দুঃখী করে দেয়। এখানেও যদি কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকে তো শিব বাবার নিন্দুক হয়ে যায়, তাইনা! বাবার নাম বদনাম করে দেয় অর্থাৎ নিজের ভাগ্যতে রেখা লাগিয়ে দেয়। ক্রোধ হলো অনেক বড় শত্রু, যেখানে ক্রোধ, কলহ-ক্লেষ হয় তাকে নরক বলা যায়। বলে যে ক্রোধে ঘরের ঘড়ার জলও শুকিয়ে দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, যার মধ্যে ক্রোধ আছে তার প্রতি শ্রীমৎ এটাই যে ক্রোধের দ্বারা কাউকে দুঃখী করো না, না হলে তো ভাগ্যতে রেখা লেগে যাবে। পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরীয় সন্তানের পরিবর্তে আসুরীয় সন্তান হয়ে যাবে। এখানে তো লেখাই যায় যে - ডিটি সভরেন্টি ইজ ইওর গডফাদারলী বার্থ রাইট। তোমাদের অধিকার আছে সত্যযুগের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার। সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। যদি কেউ স্বর্গে প্রজাতেও আসে তবুও অহো সৌভাগ্য। আসবে তো অবশ্যই তাই না। ধীরে ধীরে স্থাপনা হচ্ছে। পুনরায় তাদের থেকে প্রতিজ্ঞা করানো হয়। কঙ্গন বাঁধো। কেউ লুকিয়ে তো থাকতে পারবে না।

এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমাদের কুল বড়, নাকি দৈবী কুল বড় ? সবথেকে উচ্চ কে ? (ব্রাহ্মণের কুল) আমরা দেবতাদেরকেও এতটা উচ্চ বলতে পারিনা। ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরীয় কুলের। এরাই ভারতকে স্বর্গ বানায়। ব্রাহ্মণদেরকে চোটি বলা হয়। বাস্তবে শিবের মন্দির বানানোই উচিত উচ্চ পাহাড়ের উপর। কিন্তু আজকাল কেউ সেখানে যেতে পারে না, তাই শহরেই বানিয়ে দেয়। উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন শিব বাবা তো তাঁর মন্দিরও উচ্চ স্থানে হওয়া উচিত। এখন দেখো দুনিয়ার কি অবস্থা হয়ে গেছে। সকলেই বরবাদ হয়ে গেছে। বাবা এসে সকলকে আবাদ করেন। সঙ্গম যুগের তোমরা সবাই আবাদ হয়ে থাকো। সম্পূর্ণ ৬৩ জন্ম নরকবাসী হয়ে যাও।

অ্যাক্যুয়েট হিসাব আছে। ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গে রাজ্য করেছিলে পুনরায় ৬৩ জন্ম নীচের দিকে নেমে এসেছো। কলাও কমতে থেকেছে। এখন কোনো কলাই নেই। ধূলায় পড়ে আছে। প্রবাদ আছে না - গাধাকে একশত বার শৃঙ্গার করেও... এটা এখানকার প্রবাদ। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে শৃঙ্গার করছি যে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হও, পুনরায় বিকার মাটিতে ফেলে দেয়। ক্রোধের ধূলা বিরক্ত করতে থাকে, ক্রোধীও অনেকে হয়। হিংসাও এক প্রকারের ক্রোধ, তাই না। ক্রোধ না করলে কেউ কারো উপরে চড়াও হতে পারে না। প্রপাটির ভাগ না পেলে, রাগ হয়ে গেলে, ভাইকেও মেরে দেয়। এই লড়াই ক্রোধের থেকে শুরু হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে প্রিয় বাচ্চারা, ক্রোধ করো না। নাহলে তো ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে আর যারা সার্থী হবে তাদেরও ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে। ক্রোধান্বিত হয়ে বলে যে তুমি যদি আমার ঘরে আসো তাহলে আমি তোমায় মেরে ফেলবো।

মাতারা, এখন বাবা তোমাদেরকে সামনের সারিতে রেখেছেন। তোমরা জানো যে আমরা হলাম শিব শক্তি, কল্প-কল্পে হই। শিব বাবা এসে আমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা যদি না থাকো, তাহলে একা শিববাবাও কি করবেন। তোমারা শিবশক্তির ভারতেই প্রসিদ্ধ আছে। নিজের স্মরণিক মন্দির যদি না দেখে থাকো তাহলে আবুতে দেখো। অবিকল তোমাদেরই স্মরণিক আছে। হাতির উপর সওয়ার হওয়ারও চিত্র আছে। আশ্চর্যের বিষয় যে তোমাদের নিবাস এখানেই এসে হয়েছে। মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, তবে তো অবশ্যই তিনি এসেছেন তাই না। কবে এবং কিভাবে এসেছেন, জানা আছে ? যিনি ভারতকে হীরের মত তৈরী করেছিলেন, তাঁর অক্যুপেশনকে তোমরা জানো না! দেবতারাই প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, যারা হীরের মত তৈরী হয়, যে ব্রাহ্মণেরা সাহায্য করেছিল তারাই দেবতা হয়েছে। তোমরা সকলের অক্যুপেশন বোঝাতে পারো। কিন্তু বুঝবে খুব অল্প সংখ্যক আত্মা, কেননা রাজধানীর লিমিট আছে তাইনা, এইজন্য কোটির মধ্যে কয়েকজন বলা যায়। মাঝমাঝে বাবা বলেও পুনরায় ভুলে যায়। অহো মায়া, তুমি কতই না শক্তিশালী। এটা তো হতেই থাকে। বড় বড় কমান্ডাররাও মারা যায়, গুলি লেগে যায়। সৈনিক তো অনেক মারা যায়। যখন বড়-বড়রা মারা যায় তখন হাহাকার হয়ে যায়। শিবশক্তি সেনাদের মধ্যে অমুককে মায়া মেরে ফেলেছে। এটাও হওয়ারই আছে। সৈনিক মারা গেলে এতটা চিন্তা হয় না। মহারথীদের জন্য সবাই বলবে, হায় মায়া এনাকে মেরে দিয়েছে। এমন নয় যে স্বর্গে যেতে পারবে না। যদিও আসবে কিন্তু পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। এইজন্য বাবা বলেন ওই লাইনে যেওনা। কল্প পূর্বে যারা গিয়েছিল তারা তো যাবেই। সমাচার লেখে যে অমুককে চার বছর ধরে রেগুলার আসতো, তারপর মায়া ধরে নিয়েছে। যেরকম মাছি মারা গেলে তো পিঁপড়েরা থাকে একদম খেয়ে শেষ করে দেয়। মায়ার ৫ ভূত তার সর্বনাশ করে দেয়।

বাচ্চারা এখন তোমরা সকলের অক্যুপেশন জানো। ইসলামী, বৌদ্ধী খ্রীস্টান কত জন্ম নেয়, সেটাও তোমরা জানো। কতইনা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। জ্ঞানে তৃতীয় নেত্র শক্তিশালী প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন - গীতা হলো সবথেকে মুখ্য। বাকি সব হলো তার বাচ্চা। গীতা হলো মা বাবা। মা হলো গীতা বাবা হলেন শিব। তাঁদের দ্বারাই আমাদের জন্ম হয়। সেইরকমই অন্যান্য শাস্ত্র সবই তার থেকেই জন্ম হয়। যে রকম আত্মাদের হেড হলেন শিব বাবা, সবথেকে উপরে আছেন, সেইরকমই সকল শাস্ত্রের উপরে সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি হল শ্রীমদ্ভগবদগীতা। শুধু কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দেওয়ায় সমগ্র গীতার প্রভাব উড়িয়ে দিয়েছে। এটাও ড্রামাতে আছে। মূল কথা হলো নিরন্তর শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যে বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণ রীতিতে চলতে থাকে, তার স্মরণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতটা আঙুলাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে, বলবে বাবা আমি তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে গেছি। দেহের সাথে সবকিছু ভুলে একা হতে হবে। এতটাই সন্মাস করতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা একদমই বন্ধনমুক্ত থাকে। আবার এমনও আসতে থাকে যেন মোহের পোকা। পতি বা সন্তানের সাথে মোহ আছে তো শিব বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে পারে না। যতক্ষণ না সত্য হৃদয় থেকে সাহেবের উপর সমর্পিত না হয়। গল্প তো অনেক বলে দেয় কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া চাই। সম্পূর্ণ নিমিত্ত হতে হবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে শ্রীমত নিতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা শিব বাবাকে দৈনন্দিন চার্ট পার্টিয়ে দেয়। আবার জিজ্ঞাসা করে বিবাহ দেব, বাড়ি তৈরি করব। বাবা বলেন, ইচ্ছে হলে বানাও, কোনো সমস্যা নেই। কখনো না বলা যায় না। যখন নষ্টমোহ হয়ে যাবে তখন জিজ্ঞাসা করার দরকারই থাকবে না। এমন নয় যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে বিকারে যাবো, তো বলবে হ্যাঁ যেতে পারো। না এটাকে তাহলে মূর্থতা বলবে। এ ছাড়া যদি কোনো বিষয়ে ক্ষতি না হয় তাহলে অবশ্যই করো। নষ্টমোহ হয়ে তারপর তো যা চাও সেটাই করো। বাবা জানেন যে তোমরা সার্ভিসে তৎপর থাকবে, বাবাকে ফলো করতে থাকবে। এই পুরানো বাচ্চারা সবাই নিজেদের বলিদান দিয়েছে তাই না। বলিদানেরও মহিমা আছে। আছে তো সবাই গরীব। মাতারা খুব ভালো - এনাদেরকে কি বলিদান দিতে হবে। বলিদান দিতে হবে তো ধনিদের। স্ত্রীকে তো কিছুই দেয় না। কোনো বিরলই আছে যে স্ত্রীর নামে সবকিছুরই উইল করে দেয়। আর তা না হলে বাচ্চারা সব লুটে নেয়। আজকাল তো কেউই কিছু শোনে না, দুটো পয়সা দাও, কাজ হয়ে যাবে। জাজমেন্টও মিথ্যা দিয়ে দেবে তো কারোর জীবন ছাড়খার হয়ে যাবে।

বাবাকে তো বলা যায় সুপ্রিম জাস্টিস, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সন্ধুর। আবার সুপ্রিম ধর্মরাজও বলা যায়। তাঁর জাজমেন্টে নিচে উপর কিছুই হয় না। ড্রামাতে এইরকম কিছুই নির্ধারিত নেই। এছাড়া এখানে তো একটির উপরে একটি বড় বড় আদালত রয়েছে। কোথাও কোথাও তো প্রেসিডেন্টকেও মান্য করে না।

বাবা বলেন - আদরের বাচ্চারা, অশরীরী হতে হবে। বাবার সাথে যেতে হবে। বাবা হলেন গাইড তাই না। মুক্তিদাতাও তাকেই বলা যায়। সব উপাধি তারই। পিস মেকারও হলেন তিনি। আজকাল এখানেও পিস প্রাইজ দিতে থাকে। পিসলেস তৈরি করে মায়া। পিস হয় সত্যযুগে বা মুক্তিধামে। নির্বাণধামে তো সম্পূর্ণ পিস থাকে। সত্যযুগেও ১০০% পিস, পিওরিটি আর প্রস্পারিটি আছে। নামই হলো সুখধাম। দুঃখধামে পিস কোথা থেকে আসবে। সন্ন্যাসীদের কাছে অল্প একটু শান্তি আছে। কিন্তু সেটা তো হলো কাক বিষ্ঠার সমান। সত্যযুগে এইরকম বলা যায় না। এখানকার রাজ্যও তো হল কাক বিষ্ঠার সমান।

বাবা বোঝাচ্ছেন, মায়া অনেক খাপ্পর মারবে। অন্তরে অনুশোচনা বোধ হবে। সত্য বলবে না। অবিনাশী সার্জনের সামনে তো সবই বলতে হয় তাই না। না হলে তো পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে। তারপর তো আরো বড় শাস্তি খেতে হবে, সত্য না বললে। আচ্ছা পরে তো আর পাপ করবে না তাই না। বদনাম করার শাস্তি অনেক বেশি হয়। বাবা এসেছেন স্বর্গের মালিক বানাতে। এখানে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়বে। অসুর বিঘ্ন ঘটায়। বাচ্চারা তোমাদের দ্বারা যেন বিঘ্ন না আসে। এখানেই বাচ্চারা তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। ক্রোধীর মুখ দেখাও পাপ হয়ে যায়। হিয়ার নো ইভিল... ক্রোধীর মুখও না দেখা উচিত। লোভ মোহও কম নয়। বাচ্চু বাদশা হল কাম, পীরু উজীর হল ক্রোধ। এই দুই হলো বড় ডাকাত। ক্রোধ হল অত্যন্ত খারাপ ডাকাত। সুপুত্র বাচ্চা তারাই, যারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নাম উজ্জ্বল করে। এই বাবা বলেন যে বাচ্চিরা আমার থেকেও হুশিয়ার। শিব বাবার থেকে তো হুশিয়ার কেউ হতে পারে না। বাবাই বাচ্চাদেরকে মাথার উপরে রেখেছেন। অসীমের বাপ-দাদারও বাচ্চাদের জন্য সম্মান এবং ভালোবাসা আছে। তিনি চান যে প্রত্যেক বাচ্চাই নিজের রাজ্য ভাগ্য নেয়। সদা সুখে থাকে। বাবা তো বলেন - বাচ্চারা বেঁচে থাকো। আয়ুজ্ঞান ভব। বাবা যা শিক্ষা দেন সেটা ধারণ করে নিজের উপরে কৃপা করো। শ্রীমতে না চললে তো ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, পুনরায় যে যত পুরুষার্থ করবে, যত নিজের উপর কৃপা করবে, ততই নিজেকে উচ্চ বানাতে পারবে। বিকারে গেলে তো দীপ নিভে যাবে। তখন জ্ঞান ঘৃত ধারণ হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) হৃদয় থেকে সাহেবের উপরে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ হয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে প্রত্যেক কদম শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। দেহের সাথে সবকিছু ভুলে একা হয়ে যেতে হবে।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পর বাবার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। বদনাম হয় এমন কোনো কাজ করবে না। আঙুকারী, বিশ্বস্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- সময় আর বায়ুমন্ডলকে পরখ করে নিজেকে পরিবর্তনকারী সকলের স্নেহী ভব যার মধ্যে পরিবর্তন শক্তি আছে, সে সকলের প্রিয় হয়, সে বিচারের ক্ষেত্রেও সহজ হবে। তার মধ্যে মোন্ড হওয়ার শক্তি থাকবে সে কখনও এ'রকম বলবে না যে, আমার বিচার, আমার প্ল্যান, আমার সেবা এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কেন মান্যতা দিলো না। এই আমার ভাব আসা মানে খাত মিশ্র হয়ে যাওয়া। এইজন্য সময় আর বায়ুমন্ডলকে পরখ করে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও - তাহলে সকলের স্নেহী, নম্বর ওয়ান বিজয়ী হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- সমস্যাগুলির সমাপ্তকারী হও - সমস্যা স্বরূপ হযো না।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ অমৃতবেলায় জ্ঞান ও যোগের সুগন্ধি ধূপ জ্বালাও তাহলে বিকার রূপী ভূত দূরে থাকবে”

*প্রশ্ন:- কোন্ একটি ভুল অনেক ভূতের প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কারণ ?

*উত্তর:- আমি আত্মা, এই কথাটি ভুলে গেলে ভিতরে অনেক ভূতের প্রবেশ ঘটে। দেহ-অভিমানের ভূত হল সবচেয়ে বড়, যার প্রবেশের পরে সব ভূত এসে পড়ে, তাই যতখানি সম্ভব দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করো।

*গীত:- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এই গীতের অর্থ বোঝাচ্ছেন, ভক্ত ভগবানের কাছে চায় যে ভগবান এসে স্বচক্ষে সাক্ষাৎকার করান। এখন তোমরা বাচ্চারা তো সম্মুখে বসে আছো, তোমরা ঈশ্বরকে পেয়েছো, এই চোখ দিয়ে দেখেছো। ঈশ্বরকে কীভাবে কাছে পেতে হয়, উনি নিজে এসে বলেন অর্থাৎ এই নলেজ প্রদান করেন। বোঝান এই দেহের আধার নিয়ে। তোমরা সব আত্মারাও নিজ দেহের দ্বারা নিজ পার্ট প্লে করো, দেহ ব্যতীত কেউ পার্ট প্লে করতে পারে না। পার্ট আত্মাই প্লে করে দেহের দ্বারা। দেহের নামও রাখা হয় ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা তো একই থাকে - আত্মা নিজে বলে এবং বাবাও বোঝান যে ৮৪ জন্ম আত্মা গ্রহণ করে। আত্মা বলে আমরা এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। শরীর তো বলে না। এখন তোমরা বাচ্চারা তো জেনেছো যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা এসে আমাদেরকে আত্ম অভিমানী বানান। এই দেহের দ্বারা আত্মা সব কিছু করে। দেহের ভিতরে অবস্থিত আত্মা বলে, এই দেহের দ্বারা আমি চলাফেরা করি। আমি আত্মা জজ, উকিল ইত্যাদি হই। আত্মা বলে আমরা এই দেহের দ্বারা রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে রাজা-রানীর পরিধানে সুসজ্জিত হবো। এখন তোমাদের আত্ম অভিমানী বানানো হয়। দেহ-অভিমানে আসা - এটাই হল প্রথম নম্বরের ভুল, যার দ্বারা অন্য অনেক ভুল হয়। একেই দেহ-অভিমানের ভূত বলা হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ৫-টি ভূত তো অবশ্যই আছে। ভূত তাড়াতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালানো হয়। এই ৫-টি বিকারের জন্য সুগন্ধি ধূপ হল - জ্ঞান ও যোগ। এই ভূত গুলি দ্রুত পালিয়ে যায় না। তাদেরকে ভাঙিতে রাখা হয়, কারণ এই ৫-টি বিকার হল পুরানো শত্রু। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই ভূতের প্রবেশাধিকার হয়েছে অর্ধকল্প ধরে, যখন থেকে রাবণের রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। বরাবর ভারতবাসী রাবণকে শত্রু মনে করে দাহ করে এসেছে। একবার রাবণের বিনাশ হয়েছে তখন থেকে প্রচলনে চলে আসছে। এই সময় তোমরা এই ৫-টি বিকারকে পরাজিত করেছিলে। রাবণ মূর্ত্যবাদ হয়েছিল - অর্ধকল্পের জন্য। বাচ্চারা বলে বাবা - এই রাবণ আবার কবে জিন্দাবাদ হবে? বাবা বলেন বাচ্চারা, আবার অর্ধকল্পের পরে জিন্দাবাদ হবে। নিজের রাজত্ব করবে। মানুষ বলে রামরাজ্য চাই তাইনা। তাহলে এখন কি রাজ্য চলছে ? রাবণের রাজ্য, তাইনা ? সত্য যুগে রাবণের রাজ্য থাকবে না, সেখানে হবে রাম রাজ্য। আত্মা, রামরাজ্যের সর্বপ্রথম রাজা-রানী কারা ছিল ? সে কথাও কেউ জানেনা। রাম-রাম বলে রামকে উপরে নিয়ে গেছে আর কৃষ্ণকে নীচে নিয়ে এসেছে। সত্য যুগের কথা তো তারা জানেই না। তোমরা প্রদর্শনীতেও লিখে দাও যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ৫-টি ভূতের প্রবেশ হয়ে আছে। মিনিমাম ৭ দিন ভাঙিতে থাকলে তবে এই সব ভূত দূরে যাবে। তাদের জ্ঞান ও যোগের ধূপ চাই। তা ছাড়া কখনও মুক্তি, জীবন-মুক্তি প্রাপ্ত হবে না। এই জ্ঞান ও যোগের ইঞ্জেকশন একমাত্র সার্জন শিববাবার কাছে আছে। এখন এই জ্ঞান আত্মার প্রাপ্ত হচ্ছে। আত্মা বুঝতে পারে বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, অন্য কোনো ভাষায় এমন বলা হবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভগবান নিজেও নিরাকার তো বাচ্চারাও হল নিরাকার। নিরাকার এই সাকারের দ্বারা, সাকারী বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। এই কথা তোমরা ভালো ভাবে জানো। কিন্তু জ্ঞানে চলতে চলতে অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলে যাওয়ার সর্ব প্রথম কারণ হল দেহ-অভিমানের ভূত। তাকে তাড়ানোর জন্য অমৃতবেলায় পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃতবেলায় বাবার স্মরণ ভালো থাকে। বলা হয় - সিমর সিমর সুখ পাও অর্থাৎ স্মরণ করে সুখ প্রাপ্ত করো। অমৃতবেলার নিয়ম। ভক্তরাও অমৃতবেলায় স্মরণ করে। রাম সিমর প্রভাত মোরে মন অর্থাৎ রামকে স্মরণ করো প্রভাতে হে আমার মন..... আত্মা বুদ্ধিকে বলে রামকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তো এমনই টোটকা বানায়। সেসবের কোনো সত্যতা নেই। এইটুকুও বোঝে না কাম বিকারও হল ভূত। তোমরা লিখে দাও সবার মধ্যে ভূত আছে। প্রথম নম্বরের ভূত হল দেহ-অভিমান। পরে সেকেন্ড নম্বরের হল কাম মহাশত্রু। আগে স্কুলেও পড়ানো হত যে, তোমরা হলে আত্মা এই দেহ ৫ তন্ত্রের দ্বারা নির্মিত। আত্মা অবিনাশী, দেহ হল বিনাশী। এখন তো এই পড়াশোনা ইত্যাদি কিছুই নয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট বলা হবে। প্রাইম মিনিষ্টারকে প্রাইম মিনিষ্টার, দুইজনের পার্ট আলাদা। ঠিক সেইরকম পরমপিতা পরমাত্মা এবং ত্রিমূর্তি, তাঁদের অ্যাক্টও হল তাঁদের নিজস্ব। শিবকে বলাই হয় পতিত-পাবন।

উনি ব্রহ্মার দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন, এটা হল তাঁর ডিউটি। এখন সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা। শিববাবা কখনও জনম মরণের চক্রে আসেন না। যদিও ব্রহ্মার দ্বারা সার্থিস করেন। শিববাবা হলেন এভার পিওর। ব্রহ্মা বিষ্ণু পুনর্জন্মে আসেন। শিববাবা তো হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি করান। এইসময় বাবা মিষ্টি গাছের চারা রোপণ করছেন, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। অতএব এমন নতুন তথ্য নতুন কেউ বুঝবে না। ৭ দিন ভাঙিতে না বসলে মুক্তি জীবনমুক্তি কেউ পেতে পারে না। তোমরাও ভূত তাড়াতে অনেক পরিশ্রম করেছ। বুদ্ধি যখন পবিত্র হবে তখন জ্ঞান অমৃত বুদ্ধিতে ধারণ হবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো তো সঠিকভাবে বাবার স্মরণ করতে হলে অন্য সব কিছুর বিস্মৃতির দরকার। সেটা খুবই কঠিন, দেহ-অভিমানের অনুভূতি এলে মিত্র আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা যায়। কিন্তু কারো প্রতি যেন মোহের ভূত না থাকে। বাবার তো অসংখ্য সন্তান আছে। মোহের কোনো কথা নেই। তারা জানে যে আত্মা কখনো মরে না। মৃত্যুরই ভয় থাকে। আত্মাও অবিনাশী, পরমাত্মাও হলেন অবিনাশী, উনি জনম মরণের চক্রে আসেন না। বাবা বলেন আমি এই দেহের লোন নিয়েছি। আমি থাকি তাতে এনার অনেক লাভ। এনার আয়ু বৃদ্ধি পায়, গুলগুল বা ফুল হয়ে যায়। এনার সব দুর্বলতা মিটিয়ে একেবারে নতুন স্বরূপ প্রদান করি। বাবা তো হলেন সুখ দাতা, আমার জন্য ইনি যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করেন, তাই সুস্থ সবল হয়ে যান। কাউকে কটুকথা বলা, ক্রোধ করা এসবই হল আসুরিক স্বভাব। সত্য যুগে এইরূপ কটু কথা ইত্যাদি থাকে না। নামই হল ফাস্টফ্লাস হেভেন, বৈকুন্ঠ, প্যারাডাইজ, বলা হয় - খ্রীষ্টের ৩০০০ বছর পূর্বে ভারত প্যারাডাইজ ছিল। সেই হিসেবে যথাযথ ভাবে ৫ হাজার বছরই হয়েছে। এই সত্য জ্ঞান এবং সত্য নারায়ণের কাহিনী খুবই সহজ। আমরা এখন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শুনি - রাজ যোগের। তারপরে এখানকার কথা ভক্তি মার্গে প্রচলনে চলে এসেছে, ওয়ান্ডার তাইনা। ভারত বাসীরা জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন রাধে-কৃষ্ণ তাই আমরা এই চিত্র তৈরি করি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। বাচ্চারা, তোমাদের সেন্টার বৃদ্ধি পায়। অনেকে চায় সেন্টার খুলতে, পরীক্ষণ করতে হবে যে, কতজন পড়তে আসে? স্কুলে স্টুডেন্টও থাকা উচিত তাইনা। প্রথমে ২-৪ জন আসবে তারপরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। প্রতিটি গলিতে মন্দির ইত্যাদি খুলতে থাকে। তখন একে অপরকে দেখে অনেকেই আসে। সেন্টার খোলার মত থাকাও চাই। অসুবিধে নেই খুলতে, কিন্তু বিঘ্নের সৃষ্টি হয় অনেক, বিকারের জন্য। আমি তো শুধু গীতা শোনাই, কিন্তু শুরু থেকে এই বিষের কারণে কলহ ক্লেস হতে থাকে। তারা ভাবে এইখানে গেলে বিষের স্বাদ প্রাপ্ত হবে না। এই বিষয়ে মীরার ইতিহাসও আছে। এমন তো অনেক কন্যা এবং বালক ব্রহ্মচারী থাকে তাদের তো কেউ কিছু বলে না। ইনি তো কল্প পূর্বেও কটু কথা শুনেছেন, এইসব তো হওয়ারই আছে। কেউ তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। কল্প কল্পের লটারি। এতে পরীক্ষণ করা হয় যে, কতখানি বর্সা প্রাপ্ত করবে, তারপরে কল্প কল্প প্রাপ্ত করবে। কখনও কাম বিকারের ইচ্ছা পূরণ না হলে ক্রোধ বশতঃ অশান্তি করে। কষ্ট দেয়, মারধর করে, তারপরে যখন বুঝতে পারে তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবুও অপকারীদের উপরে উপকার করা উচিত। বলবে আচ্ছা তাহলে এবারে ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো। অপকারীদের, উপকার করে উদ্ধার করা ভালো। দয়ালু হতে হবে। সর্ব প্রথমে পরিশ্রম হল আত্ম অভিমানী হওয়ার। দেহ-অভিমানী হলে বাবাকে ভুলে যায় তারপরে অনেক ভুল হতেই থাকবে। প্রত্যেকের আচার ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায়। মুখের কথায় সর্বদা রক্ত বের হওয়া উচিত, পাথর নয়। পূর্বে পাথরও বের হতো। এখন রক্ত বের হওয়া উচিত। তোমাদের নামই হল রূপ-বসন্ত। বাবাও হলেন রূপ-বসন্ত, জ্ঞানের সাগর এবং তাঁর রূপও দেখানো হয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গম, কিন্তু হলেন স্টার। পূজার জন্য বিরাট রূপ রাখা হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্ব প্রথমে আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, দেহ-অভিমাণে কখনও আসবে না। দয়ালু হয়ে অপকারীদের প্রতি উপকার করতে হবে।

২) ভূত তাড়াতে হলে অমৃত বেলায় বিশেষ স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। মিষ্টি বৃক্ষের চারা বপন করার সেবায় বাবার সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ:- অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা আমার ভাবের রয়্যাল রূপ সমাপ্তকারী নির্লিপ্ত ও প্রিয় ভব সময়ের নৈকট্য প্রমাণ বর্তমান সময়ের বায়ুমন্ডলে অসীমের বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ রূপে থাকা উচিত। যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির অর্থ হল - সর্বের সম্বন্ধ-সম্পর্কে যতখানি নির্লিপ্ত ততই প্রিয় হওয়া। যে নির্লিপ্ত বা পৃথক

এবং প্রিয় থাকে সে হয় নিমিত্ত এবং নির্মান, তার আমার ভাবের বোধ আসে না। বর্তমান সময়ে 'আমার' ভাবের রয়্যাল রূপও বৃদ্ধি পেয়েছে - বলবে এই আমার কাজ, আমার স্থান, আমি এইসব সাধন ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত করেছি... অতএব এমন রয়্যাল রূপের আমার ভাব সমাপ্ত করো।

স্লোগান:- পর চিন্তন অর্থাৎ অন্যের চিন্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে শুভ চিন্তন করো এবং শুভ চিন্তক হও।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -

"আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের ছোট সংসার"

গীত : - দেখো আমার ছোট সংসার.....। এই গীত কোন্ সময় গাওয়া হয়েছে ? কারণ এই সঙ্গম যুগের সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের ছোট সংসার আছে। আমাদের পরিবার কোনটি ? সেই উত্তরও ক্রম অনুসারে দেয়। আমরা পরম পিতা পরমাত্মা শিবের পৌত্র। ব্রহ্মা সরস্বতীর মুখবংশী সন্তান এবং বিষ্ণু শঙ্কর হলেন আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতা এবং আমরা নিজেদের মধ্যে সবাই হলাম ভাই বোন। এ হল আমাদের ছোট সংসার... এর পরে আর কোনও সম্বন্ধ রচনা করা হয়নি, এই সময়ে এতটুকু সম্বন্ধ বলা হবে। দেখো, আমাদের সম্বন্ধ কত বিরাট অথরিটির সঙ্গে রয়েছে! আমাদের গ্র্যান্ড ফাদার হলেন শিব, তাঁর নাম কত উঁচু উনি হলেন সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সর্ব আত্মাদের কল্যাণকারী হওয়ার জন্য তাঁকে বলা হয় হর হর ভোলানাথ, শিব হলেন দেবেরও দেব মহাদেব। তিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টির দুঃখ হরণ কর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। তাঁর দ্বারা সুখ-শান্তি-পবিত্রতার বিশাল অধিকার আমাদের প্রাপ্ত হয়, শান্তিতে বাস করা কালীন কোনও কর্ম বন্ধনের হিসেব নিকেশ থাকে না। কিন্তু এই দুটি বস্তু পবিত্রতার আধারে রাখা হয়। যতক্ষণ পিতার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ বর্সা বা অধিকার প্রাপ্তির সার্টিফিকেট পিতার কাছে না প্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ বর্সা প্রাপ্ত হয় না। দেখো, ব্রহ্মার উপরে অনেক বড় দায়িত্ব আছে, স্লেচ্ছ ৫-টি বিকারগ্রস্ত অপরিষ্কার অপবিত্র আত্মাদের গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করেন, যে অলৌকিক কর্তব্য পালনের ফল স্বরূপে সত্য যুগে প্রথম নম্বরে শ্রী কৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হয়। এখন দেখো, সেই পিতার সঙ্গে আমাদের কেমন সম্বন্ধ আছে ! অতএব কতই না নিশ্চিত (বেফিকর) এবং খুশীতে থাকা উচিত। এখন প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি তাঁর মতন সম্পূর্ণ হয়েছি ? আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নিজের এবং সেবার তীব্রগতিতে পরিবর্তনের গূহ্য রহস্য"

আজ সকল বাচ্চাদের স্নেহী মাতা-পিতা তাঁদের স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের আন্তরিক আওয়াজ আর স্নেহের অমূল্য মুক্তোর মালা গুলিকে দেখতে দেখতে বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্নে বিশেষ বরদান দিচ্ছেন - "সদা সমীপ ভব, সমান সমর্থ ভব, সদা সম্পন্ন সন্তুষ্ট ভব"। তোমাদের মনে সংকল্প ওঠার সাথে সাথেই, তোমাদের সকলের হৃদয়ের স্নেহ অতি তীব্র গতিতে বাপদাদার কাছে এসে পৌঁছে যায়। চতুর্দিকের দেশ বিদেশের বাচ্চারা আজ ভালবাসার সাগরে লাভলীন রয়েছে। বাপদাদা, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মা মা বাচ্চাদেরকে স্নেহে লাভলীন দেখে নিজেও বাচ্চাদের লভে, স্নেহে সমায়িত হয়ে আছেন। বাচ্চারা জানে যে, ব্রহ্মা মায়ের বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ ছিল আর এখনও আছেও। লালন পালনকারী মা'এর স্বতঃতই বিশেষ স্নেহ থাকে। তো আজ ব্রহ্মা মা এক একটি বাচ্চাকে দেখে হর্ষিত হচ্ছিলেন যে, বাচ্চাদের মনে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে, নয়নে মাতা-পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। সব বাচ্চারা 'এক বল এক ভরসা'র দ্বারা এগুচালিত হচ্ছে। যদি কোথাও থেমেও পড়ে, তখন মাতা-পিতার স্নেহ পুনরায় তাকে সমর্থ বানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজ মাতা-পিতা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গীত গাইছিলেন। কেননা আজকের দিন হল বিশেষ ভাবে সূর্য, চন্দ্রের ব্যাকবোন হয়ে তারাদেরকে বিশ্বের আকাশে প্রত্যক্ষ করাবার দিন। যেমন যজ্ঞের স্থাপনার আদিতে ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের সামনে নিজের সব কিছু সমর্পিত করেছিলেন অর্থাৎ 'উইল' করেছিলেন। সেইভাবে আজকের এই দিবসে ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদেরকে সর্ব শক্তি গুলির উইল করেছিলেন অর্থাৎ উইল পাওয়ার্স দিয়েছিলেন। আজকের দিনে নয়নের দ্বারা আর সংকল্পের দ্বারা বাচ্চাদেরকে বিশেষ 'সন শোজ ফাদার' এর বিশেষ সওগাত দিয়েছেন। আজকের দিবসে বাবা প্রত্যক্ষ ভাবে সাকার রূপে করাবনহার এর পার্ট প্লে করার প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়েছেন। ব্রহ্মা বাবাও আজকের দিনে প্রত্যক্ষ রূপে করাবনহার বাবার সাথী হয়েছিলেন, করনহার নিমিত্ত বাচ্চাদেরকে বানিয়েছিলেন আর মাতা-পিতা করাবনহার হয়ে সাথী হয়েছিলেন। আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবা তাঁর সেবার রীতি আর গতিকে পরিবর্তন করেছিলেন। আজকের দিবসে বিশেষতঃ ব্রহ্মা বাবা সূক্ষ্ম ফরিস্তা স্বরূপ ধারণ করে উচ্চ বতনবাসী, সূক্ষ্ম বতন নিবাসী হলেন, কীসের জন্য? বাচ্চাদেরকে তীব্রগতিতে উচ্চ থেকে আরও উচ্চতায় ওঠানোর জন্য। বাচ্চাদেরকে ফরিস্তা রূপের দ্বারা ওড়ানোর জন্য। এতখানি শ্রেষ্ঠ মহত্বের দিন হল এটা। কেবল স্নেহের দিবস নয় বরং বিশ্বের আত্মাদের, ব্রাহ্মণ আত্মাদের এবং সেবার গতি পরিবর্তন ড্রামাতে নির্ধারিত ছিল, যা কিনা বাচ্চারাও দেখছে। বিশ্বের আত্মাদের প্রতি বাবা বুদ্ধিমানদেরও বুদ্ধি হয়েছেন। বুদ্ধির পরিবর্তন হল, তারা সম্পর্কে এসে সহযোগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ আত্মাদেরও শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা তীব্রগতিতে বৃদ্ধি হল। সেবার প্রতি 'সন শোজ ফাদার' এর গিফ্টের দ্বারা বিহঙ্গ মার্গের সেবার সূচনা হল। এই গিফ্ট সেবার ক্ষেত্রে লিফ্ট হয়ে গেল। পরিবর্তন হল না? এখন যত দিন যাবে সেবাতে আরও পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে।

এখনও পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা তন এবং মনের পরিশ্রমের দ্বারা প্রোগ্রাম বানিয়ে যাচ্ছো, স্টেজ প্রস্তুত করছো, নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপাচ্ছো, কোনও কোনও ভি. আই. পি. কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, রেডিও, টেলিভিশনের লোকেদেরকেও সহযোগী বানিয়ে যাচ্ছো, এর পিছনে ধনও নিয়োজিত করছো। কিন্তু পরে গিয়ে তোমরা নিজেরাই ভি. আই. পি. হয়ে যাবে। তোমাদের থেকে বড় আর কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তৈরী হয়ে থাকা স্টেজে অন্যরা তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ পাঠাবে। নিজেদের তন - মন - ধনকে সেবায় দেওয়ার জন্য নিজেরাই অফার করবে, তোমাদেরকে অনুরোধ করবে। পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে না, তারা রিক্যুয়েস্ট করবে তাদের কাছে যাওয়ার জন্য। তখনই প্রত্যক্ষতার আওয়াজ জোরালো হবে আর সকলের অ্যাটেনশন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দ্বারা বাবার দিকেই যাবে। বর্তমানের এই সময় বেশী সময় ধরে চলবে না। সকলের নজর বলে বাবার দিকে যাওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষতা হওয়ার আর তখন চারিদিক থেকে জয়জয়কারের ঘন্টা ধ্বনি বাজবে। ড্রামার এই সূক্ষ্ম রহস্য তৈরী হয়েই রয়েছে। প্রত্যক্ষতার পরে অনেক আত্মারা অনুতাপ করতে থাকবে। আর বাচ্চাদের অনুশোচনা হচ্ছে দেখে বাবার সেটা একেবারেই তখন ভালো লাগবে না। সেইজন্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মাদের উচ্চ স্টেজ সদাকালের জন্য নির্মিত হচ্ছে। তোমাদের উচ্চ স্টেজ সেবার স্টেজের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসবে। আর বেহদের বিশ্বের স্টেজে জয় জয়কারের পার্ট প্লে করবে। শুনলে, সেবার পরিবর্তন!

ড্রামাতে বাবার অব্যক্ত হওয়ার গুপ্ত রহস্য নিহিত রয়েছে। অনেক বাচ্চারা ভেবে থাকে - ব্রহ্মা বাবা যাওয়ার আগে আমাদেরকে একবার বলে তো যেতে পারতেন। তোমরা কী তাহলে যেতে দিতে? দিতে না, না? তাহলে বলবান হল কে? যদি বিদায় নিতেন তবে 'কর্মাতিত' হতে পারতেন না। কেননা ব্লাড কানেকশন এর থেকে আত্মিক কানেকশন পদমণ্ডল বেশী হয়ে থাকে। ব্রহ্মাকে তো কর্মাতিত হতে হত। নাকি স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে থাকার ছিল? ব্রহ্মা বাবাও বলেন - আমাকে কর্মাতিত বানানোর জন্য ড্রামা বেঁধে রেখেছিল। আর কত সময় ধরে সেও বা নিজেকে এখানে বেঁধে রাখবে! সে যদি আরও বেশী সময় থাকে তাহলে তখন আবার অন্য পার্ট শুরু হয়ে যেত। সেইজন্য ঘড়ির খেলা ওখানেই ইতি হল। বাচ্চাদেরকেও বুঝতে দেওয়া হয়নি, বাবাকে বুঝতে দেওয়া হয়নি। একেই বলা হয় - বাঃ ড্রামা বাঃ! এই রকমই তো না? যখন 'বাঃ ড্রামা বাঃ' তখন আর কোনো সংকল্প উঠতে পারে না। ফুল স্টপ লাগিয়ে দিয়েছ তো? নাহলে হয়ত বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করতে পারত যে এ'সব কী হচ্ছে? কিন্তু বাবাও চুপ, বাচ্চারাও চুপ ছিল। একে বলা হয় - ড্রামার ফুল স্টপ। সেই মুহূর্তে তো ফুলস্টপই তো লাগল না? পরে যদিও অনেক অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তো হয়নি। তো 'বাঃ ড্রামা বাঃ' বলা হবে তাই না! 'বাবা বাবা' পরে ডেকে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু আগে তো ডাকেনি। এই ড্রামার বৈচিত্র্য নির্ধারিতই ছিল আর হওয়ারও। পরিবর্তনশীল ড্রামা পার্টকেও পরিবর্তন করে দেয়।

মেজরিটি টিচাররা তোমরা হলে অব্যক্ত রচনা। সাকার পালনা নেওয়া টিচার সংখ্যায় খুব অল্পই। ফাস্ট গতিতে জন্ম হয়েছে তোমাদের। কেননা সংকল্পের গতি হল সব থেকে তীব্র। আদি রত্ন হল মুখ্য বংশাবলী আর তোমরা হলে সংকল্পের বংশাবলী। সেইজন্য ব্রহ্মার দুটি রচনার গায়ন রয়েছে - এক হল মুখ্য বংশাবলী, আরেক হল সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টির রচনা করেন। রচনা তো ব্রহ্মারই, তবেই তো বলা হয় ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারী। শিবকুমারী তো বলা হয় না না? ডবল ফরেনাররাও হল সংকল্পের রচনা। এই রকম তীব্র গতির দ্বারা সব টিচার্স অগ্রচালিত হচ্ছে। রচনাই যখন তীব্রগতির হবে, তবে পুরুষার্থও তীব্রগতিতে হওয়া চাই। সর্বদা এটাই চেক করো যে, সদা তীব্র পুরুষার্থী নাকি কখনো কখনো? বুঝতে পেরেছ? এখন 'কী', 'কেন'র গীতের সমাপ্তি করো। 'বাঃ বাঃ' এর গীত গাও। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সর্ব স্নেহ আর শক্তি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার সাথে সাথে তীব্রগতির দ্বারা পরিবর্তনের সাথী সমীপ আত্মাদেরকে, সদা নিজের উড়তি কলার দ্বারা অন্য আত্মাদেরকেও উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নির্বন্ধন উড়ন্ত বিহঙ্গ আত্মাদেরকে, সদা 'সন শোজ ফাদারে'র গিষ্টের দ্বারা নিজের এবং সেবায় তীব্র গতির দ্বারা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, এইরকম সর্ব লভলীন বাচ্চাদেরকে এই মহত্বপূর্ণ দিনের মহত্বের সাথে সাথে মাতা-পিতার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

হবলী জোনের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

সদা নিজেকে প্রতিটি কদমে পদম পদম উপার্জনকারী পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করো? এই যে গায়ন রয়েছে যে - প্রতিটি কদমে পদ্ম... কাদের বিষয়ে প্রচলিত রয়েছে? সারাদিন ধরে কতো পদ্ম জড়ো করে থাকো? সঙ্গমযুগ হল অনেক বিশাল থেকেও বিশাল উপার্জন করবার সীজনের যুগ। তো সীজনের সময়ে কী করা হয়ে থাকে? এতখানি অ্যাটেনশন রেখে থাকো? সব সময় এটাই যেন স্মরণে থাকে যে, 'এখন নয় তো কখনোই নয়।' যে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, সেটা আর কখনো ফিরে আসবে না। এক মুহূর্ত ব্যর্থ যাওয়া অর্থাৎ কতো কদম ব্যর্থ চলে গেল। পদম ব্যর্থ গেল! সেইজন্য প্রতিটি মুহূর্তে এই স্লোগান যেন স্মরণে থাকে - 'যে সময়ের গুরুত্বকে জানে সে স্বতঃতই মহান হয়ে যায়।' নিজেকেও জানতে হবে আর সময়কেও জানতে হবে। দুটোই হল বিশেষ। এই স্মৃতি দিবসে বিশেষতঃ সদা সমর্থ হওয়ার শ্রেষ্ঠ সংকল্প করেছো? ব্যর্থ সংকল্প, বোল, সকল রূপ থেকে ব্যর্থকে সমাপ্ত করবার দিন। যখন নলেজ পেয়ে গেছো যে ব্যর্থ কী, সমর্থ কী - তাহলে নলেজফুল আত্মা কখনোই সমর্থকে ত্যাগ করে ব্যর্থের দিকে চলে যেতে পারে না। আর যত নিজে সমর্থ (শক্তিশালী) হবে, ততই অন্যদেরকে সমর্থ বানাতে পারবে। ৬৩ জন্ম নষ্ট করেছো আর সমর্থ হওয়ার জন্য এই এক জন্ম রয়েছে। তাই এই সময়কে তো ব্যর্থ করা উচিত নয় তাই না? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নিজের দিনচর্যাকে চেক করো। এই রকম নয় যে কেবল রাত্রির চার্ট চেক করবে, বরং দিনের মাঝে মাঝেও চেক করো। বারে বারে চেক করলে তখন চেঞ্জ করতে পারবে। যদি কেবল রাতে চেক করো তবে যেসব ব্যর্থ গেল সেসব ব্যর্থের খাতাতেই চলে যাবে। সেইজন্য বাপদাদা সারাদিনের মাঝে মাঝে ট্রাফিক কন্ট্রোলার টাইম ফিক্সড করিয়েছেন। ট্রাফিক কন্ট্রোল করো নাকি সারাদিন বিজি থাকো? নিজের নিয়মকে ঠিক রাখতে হবে। টাইম যদি কিছুটা পরিবর্তনও হয়ে যায়, কিন্তু যদি অ্যাটেনশন থাকে তবে উপার্জন জমা হবে। সেই সময় যদি কোনো কাজ থাকে, তবে সেটা আধ ঘন্টা পরে করো, কিন্তু করা তো যায়। ঘড়ির আধারে চলবে কেন? তোমার বুদ্ধিই হল ঘড়ি, দিব্য বুদ্ধির ঘড়িকে স্মরণ করো। যে বিষয়ের অভ্যাস তৈরী হয়ে

যায়, অভ্যাস এমন জিনিস যে, না চাইলেও নিজের দিকে টানবে। খারাপ অভ্যাস যদি টিকতে না দেয়, তার দিকে টানতে থাকে, তবে ভালো সংস্কার নিজের দিকে টানবে না কেন ? সুতরাং সদা চেক করো আর চেঞ্জ করো, তাহলে সদা কালের জন্য উপার্জন জমা হতে থাকবে। আচ্ছা !

২) সদা নিজেকে রূপ-বসন্ত অনুভব করো ? রূপ অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মাও আর যোগী আত্মাও। যে সময়ে চাও রূপ হয়ে যাও আর যে সময়ে চাও বসন্ত হয়ে যাও। সেইজন্য তোমাদের সকলের স্লোগান হল - "যোগী হও, পবিত্র হও অর্থাৎ জ্ঞানী হও"। অন্যদেরকে এই স্লোগান স্মরণ করিয়ে দাও তো না ! তো দুটি স্থিতিই সেকেন্ডে তৈরী হতে পারে। এই রকম যেন না হয় যে, হতে চাইছে রূপ আর স্মরণে আসছে জ্ঞানের কথা। সেকেন্ডেরও কম সময়ে যেন ফুলস্টপ লেগে যায়। এমন নয় যে ফুলস্টপ লাগলে এখন আর লাগল পাঁচ মিনিট পরে। একে পাওয়ারফুল ব্রেক বলা যাবে না। পাওয়ারফুল ব্রেক এর কাজ হল, যেখানে লাগাবে লাগবে। এক সেকেন্ডও যদি দেরীতে লাগে তবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ফুলস্টপ অর্থাৎ ব্রেক যেন পাওয়ারফুল হয়। যেখানে মন-বুদ্ধিকে যুক্ত করতে চাও সেখানে যুক্ত করে দাও। এই মন-বুদ্ধি-সংস্কার হল তোমরা আত্মাদের শক্তি। সেইজন্য সদা এই প্র্যাক্টিস করতে থাকো যে - যে সময়, যে বিধিতে মন-বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে চাও, সেখানে নিয়োজিত করতে পারো নাকি সময় চলে যায় ? চেক করে থাকো নাকি সারাদিন চলে যাওয়ার পরে রাতে গিয়ে চেক করো ? সারাদিনে মাঝে মাঝে চেক করো। যে সময় বুদ্ধি খুব বিজি থাকবে সেই সময় ট্রায়াল করে দেখো যে, এখনই এখনই যদি বুদ্ধিকে এই সব থেকে সরিয়ে নিয়ে বাবার দিকে যুক্ত করতে চাও, তবে সেকেন্ডে যুক্ত হতে পারছে ? এমনিতে তো সেকেন্ডও অনেক বেশী সময়। একেই বলা হয় - কন্ট্রোলিং পাওয়ার। যার মধ্যে কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই, সে রুলিং পাওয়ারের অধিকারী হতে পারে না। স্বরাজ্যের হিসাবে এখন তোমরা হলে রুলার (শাসক), স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে ! এমন নয় যে, চোখকে বললে এটা দেখো আর সে দেখছে অন্য কিছু, কানকে বললে এটা শুনো না অথচ শুনতেই থাকল। একে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বলা যাবে না। কখনো কোনো কর্মেন্দ্রিয় যেন ধোঁকা না দেয় - একে বলা 'স্বরাজ্য'। তো রাজ্য চালাতে শিখে গেছো না ? রাজাকে যদি প্রজা না মানে তবে তাকে নামেই রাজা বলা হবে নাকি কাজের ? আত্মার অনাদি স্বরূপ হলই রাজা, মালিকের। এ তো পরে পরতন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু আদি আর অনাদি স্বরূপ হল স্বতন্ত্র। তো আদি আর অনাদি স্বরূপ সহজে স্মরণে নিয়ে আসা উচিত তাই না ? স্বাধীন (স্বতন্ত্র) নাকি একটু আধটু পরাধীন (পরতন্ত্র) ? মনেরও বন্ধন নেই। যদি মনের বন্ধন থাকবে তবে এই বন্ধন আরও অনেক বন্ধনকে নিয়ে আসবে। কত গুলো জন্ম তো বন্ধনে থেকে দেখে নিলে। এখনও বন্ধন ভালো লাগে নাকি ? বন্ধন মুক্ত অর্থাৎ রাজা, স্বরাজ্য অধিকারী। কেননা বন্ধন, প্রাপ্তির অনুভব করতে দেয় না। সেইজন্য সদা ব্রেককে পাওয়ারফুল রাখো, তবে অগ্নিমে পাস উইথ অনার হবে অর্থাৎ ফাস্ট ডিভিশনে এসে যাবে। ফাস্ট মানে ফাস্ট (দ্রুত), টিলাঢালা নয়। ব্রেক যেন ফাস্ট লাগে। যখন পাহাড়ী রাস্তায় যাও, তার আগে ব্রেককে চেক করে নাও তাই না ! তোমরা কতো উঁচুতে যাচ্ছে ! তাহলে ব্রেকও পাওয়ারফুল হওয়া চাই। বারে বারে চেক করো। এই রকম না হয় যে, তুমি মনে করছো ব্রেক তো খুব ভালো আছে, অথচ সময় মতো লাগল না, তবে ধোঁকা খেয়ে যাবে। সেইজন্য অভ্যাস করো - স্টপ বলার সাথে সাথেই স্টপ হয়ে যাবে। রিদ্ধি-সিদ্ধি যারা করে তারা কী করে থাকে ? সিদ্ধি দেখিয়ে থাকে - চলন্ত ট্রেনে স্টপ করিয়ে দিল... ইত্যাদি। কিন্তু এতে লাভ কী হয় ? তোমরা সংকল্পের ট্রাফিককে স্টপ করে থাকো। এতে লাভ অনেক। তোমাদের হল 'বিধির দ্বারা সিদ্ধি' আর তাদের হল 'রিদ্ধি-সিদ্ধি'। ওটা হল অল্প কালের আর এ হল সদাকালের। তাহলে সকলে নলেজফুল হয়ে গেলে। রচয়িতা আর রচনার সম্পূর্ণ নলেজ এসে গেছে। দুনিয়ার মানুষ মনে করে - মাতা'রা কী করবে ! আর মাতা'রা অসম্ভবকেও সম্ভব বানিয়ে দেয়। এই রকম 'শক্তি' তোমরা, তাই না ? আচ্ছা !

বরদান:-

অন্যদের বিষয়ে রিমার্ক দেওয়ার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তনকারী স্বচিন্তক ভব
কোনো কোনো বাচ্চা (জ্ঞানে) চলতে চলতে একটা খুব বড় ভুল করে ফেলে, তা হল - নিজেই অন্যদের জজ হয়ে যায় আর নিজের উকিল হয়ে যায়। বলবে, তার এই রকম করা উচিত নয়, নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত আর নিজের ক্ষেত্রে বলবে - এটা তো একেবারে সঠিক, আমি যেটা বলি সেটাই রাইট...। এখন অন্যদের বিষয়ে এই রকম রিমার্ক দেওয়ার পরিবর্তে নিজের জজ হও। স্বচিন্তক হয়ে নিজেকে দেখো আর নিজেকে পরিবর্তন করো, তবে বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

সদা প্রফুল্লিত থাকতে হলে প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখো।

1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অধ্যয়নের মাধ্যমেই তোমাদের রাজত্ব নিতে হবে, এই অধ্যয়নই তোমাদের দ্বিমুকুটধারী করে দেবে, তোমরা নিজেদের জন্য আপন রাজ্য স্থাপন করে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কৰ্তব্য একমাত্র বাবারই যার জন্য মানুষ পুরুষার্থ তো অনেক করে কিন্তু তা করতে পারে না ?

*উত্তরঃ - অশান্ত জগৎকে শান্ত করা -- এই কার্য কেবলমাত্র বাবারই। মানুষ পুরুষার্থ করে, সকলে মিলেমিশে এক হয়ে যাক। সমগ্র বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। একে-অপরকে শান্তি পুরস্কারও দেয়। কিন্তু তাদের জানা নেই যে যখন দুনিয়ায় রাম-রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল, এখন রাবণ-রাজ্য, এখানে শান্তি থাকতেই পারে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের মনে এ'টা এসেছে যে পারলৌকিক পিতা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় নিয়ে যাবে ? শান্তিধামে। তারপর কি হবে ? যারা ভালভাবে পড়েছে তারা সুখধামে আসবে। ওখানে আসতে হবে ভায়া মুক্তিধাম থেকে। আত্মা বোঝে যে অসীম জগতের পিতা সুখ প্রদানের জন্য এসেছেন। সারাদিন এ'কথা স্মরণে থাকতে পারে। যাদের নিশ্চয় নেই তারা আসতে পারে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবাও বোঝেন যে আমি বাচ্চাদের সম্মুখে এসেছি। অবশ্যই কল্প-পূর্বেও পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়ায় এসেছিলেন। এখানে সকলেই ব্রষ্টাচারী, ওখানে সকলেই হলো শ্রেষ্ঠাচারী। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। এই খেলা হলো ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং আসুরীয় সম্প্রদায়ের।

গীত : - কে এইসকল খেলা রচনা করেছে....

যখন কোনো গান বাজে তখন হৃদয়ে আসা উচিৎ যে বাবা আমাদের অনেক উচ্চ (পদমর্যাদাসম্পন্ন) বানিয়েছেন। সর্বোচ্চ পিতা অবশ্যই উচ্চই বানাবেন। এমন পিতার মহিমাও অনেক। কেউ যদি কিছু করে তখন তার মহিমা করা হয়। অমুকে এই কাজ-কর্ম খুবই ভালো। অমুক মানুষটি খুব হুশিয়ার। প্রত্যেকের ভিতরেই গুণ থাকে। পরমপিতা পরমাত্মার ভূমিকা সবচেয়ে বড়। প্রত্যেক মানুষমাত্রই আপন-আপন ভূমিকা প্রাপ্ত করেছে। পরমপিতা পরমাত্মারও সর্ব-বৃহৎ ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছে। এই ড্রামায় সর্ব-বৃহৎ, মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কে ? কৌরব আর পান্ডব দু'পক্ষকেই ভাই-ভাই দেখানো হয়েছে তারপর ওই তরফে এইসমস্ত বড়-বড় ভীষ্ম পিতামহ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি বিদ্বান, পন্ডিতদের নাম রয়েছে। এখন বিদ্বানেরা যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করবে নাকি! এমন নিয়ম নেই। মিথ্যা কায়া মিথ্যা মায়া.....রাবণ অসত্য, রাম সত্য বানান (পথে নিয়ে যায়)। পরমপিতা পরমাত্মাকেই সত্য বলা হয়। ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বর অদ্বিতীয়। বাকি রচয়িতা এবং রচনার বিষয়ে যাকিছু বোঝানো হয় সে'সব হলো অসত্য। এ'সমস্ত হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞানে সত্য কি, মিথ্যা কি তা বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন। ভারতের গীতা জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাকি আটায় নুনের(পরিমাণ) মতন কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। বাবা বলেন -- আমি এসে বাচ্চাদের বেদের, শাস্ত্রের সার কথা শুনিয়ে থাকি। গীতা হলো মুখ্য, যেখানে ভগবানুবাচ রয়েছে। বাবা বলেন -- তোমরা ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ লিখে দিয়েছো। কিন্তু বাবা এসে বোঝান যে যাঁকে তোমরা ভগবান বলা তিনি হলেন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স। উনি সর্বপ্রথমে আমার থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিধাম থেকে এসেছিলেন -- সত্যযুগের প্রিন্স হতে। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের এত মহিমা, ওঁনার তো বাবাও আছেন, তাই না! যেমন বাবা তেমনই বাচ্চা। শ্রীকৃষ্ণের বাবার মহিমা কোথায় গেল। তিনি কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের সূচনাকালের(আদি)। স্বয়ম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছেন। কত ধনশালী ছিলেন। এত ধন-সম্পদ ওঁনাদের কাছে কোথা থেকে এসেছে ? এইসময়ে তো কিছুই নেই। কি হয়েছে ? এত জিনিস কোথা থেকে আর কিভাবে পেয়েছেন ? কে দিয়েছে ? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে অসীম জগতের বাবা পড়িয়েছেন। এই পঠন-পাঠনের দ্বারা তোমরা অবশ্যই সত্যযুগের রাজা হয়ে যাবে। যারা ওই অল্পকালের জন্য বিকারী রাজা হয়, তারা কোনো জ্ঞানের মাধ্যমে হয় না। যে অনেক দান-পুণ্য করে সে গিয়ে বিত্তশালীর ঘরে জন্ম নেয়। এখানের তোমরা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে রাজা-মহারাজা হয়ে যাও, সেও আবার দ্বিমুকুটধারী। তাই বলা হয় যে সবকিছু করে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে নেয়। তোমরা যারা বাচ্চা হয়েছে তোরা জানো যে বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন, বড় সুখী ছিলে। দেবতাদের কত ভালভাবে পূজা করা হয়, পূজা দেখতে হলে শ্রীনাথ দ্বারিকায় যাও। দেবতাদের জড় চিত্রের উপর এত জিনিসপত্র চড়ায়(দান করে) তাহলে স্বয়ং যখন মালিক হবে তখন ভোজন-পানাদি কি-কি ধরনেরই না হবে। নতুন দুনিয়া তো, তাই না! নতুন ক্ষেত্র জিনিস ভাল দেয়। পুরোনো হলে শক্তি কমে যায়। বাচ্চারা, তোমরা সাফাৎকার করেছে। বাবা বোঝান, এরকমই ছিল, তাই না! তারপর কি হলো ? তোমাদের

উপর ৫ বিকার-রূপী মায়া এসে চমক দেখায় আর তোমরা কাঁটা হয়ে পড়ো। বাবলার (বাবুল) তো গাছ হয়, তাই না! তাতে অত্যন্ত কাঁটা হয়। তাকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এই সময় এক-একজন মানুষই হলো কাঁটা। কাম-কাটারী চলাতেই থাকে। মায়ার চমকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। তোমরা রয়েছে গুপ্তবেশে। কারোরই জানা নেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন পূর্ব-কল্পের মতোই শ্রীমতানুসারে চলছো। কেবল পূর্ব-কল্পের মতনই নয়, প্রতিকল্পের মতন। তোমরা বসে বাবার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষালাভ করছো। তোমরা হলে অহিংস। তোমরা হলে অগ্নাতনামা (গুপ্ত)। তোমরা নিজেদের জানো, দুনিয়া তো জানে না যে এই শক্তির গুপ্তরীতিতে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের উপর নিজেদের দৈবী রাজত্ব স্থাপন করছে। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের রাজত্ব নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। ওই সৈন্যরা লড়াই করে নিজেদের রাজত্বের জন্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের জন্যই সবকিছু করো। ভারতকেই স্বর্ণযুগে পরিণত করো। যে-যে বানায় তারাই এসে আবার রাজ্য করবে। তোমরা কেবল গুপ্তভাবে ভারতেরই সেবা করো। যে করবে সে-ই ফল পাবে। যে পরিশ্রম করে রাজা-রানী বা প্রজা হবে তারাই আসবে। ভারতেই এসে রাজ্য করবে। তোমাদের এখানে রয়েছে শিব শক্তি পান্ডব সেনা। পান্ডব শব্দটি পান্ডা কথার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। বাবা এসে বুঝিয়েছেন -- প্রধান আধ্যাত্মিক পান্ডা হলো আমি। পান্ডবদের মধ্যে পুরুষও যেমন রয়েছে, তেমনই নারীরাও রয়েছে, প্রবৃত্তিমার্গ তো, তাই না! বাকি লড়াইয়ের তো কোনো কথাই নেই। শাস্ত্রে তো বসে-বসে কিসব লিখে রেখেছে। কত নাম দেখানো হয়েছে। বাবা বসে থেকে বুঝিয়েছেন -- এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত। কথিত রয়েছে, ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হবে। ভক্তির ফল প্রদান করা অর্থাৎ সঙ্গতি করা। তারপর সত্যযুগে ভক্তি ইত্যাদি থাকে না। সন্ন্যাস ধর্মের (এসেছে) তো অনেক কম সময় হয়েছে। স্বর্গে এরা আসতে পারবে না। এখন তোমরা জেনেছো যে স্বর্গে কাদের রাজ্য ছিল। কোন ধর্ম ছিল? বাবা এসে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন তখন আবার অন্যান্য ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। ওরা হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের। এ হলোই অপবিত্র দুনিয়া। এখন তোমরা সকলেই বলবে আমরা হলো ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে? তিনি হলেন নিরাকার শিব, ব্রহ্মা নয়। মানুষ মনে করে ব্রহ্মাই ঈশ্বর। এখন ব্রহ্মকে কি পরমপিতা পরমাত্মা বলবে নাকি! নিজেকে ঈশ্বর বলে, নাম রাখে ব্রহ্মজ্ঞানী। কোনো অর্থই নেই। ব্রহ্ম হলো মহাতত্ত্ব যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি। শালগ্রামও বলা হয়ে থাকে। রুদ্র যন্তু যখন রচনা করে তখন পরমপিতা পরমাত্মার বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট-ছোট শালগ্রাম তৈরী করে। কিন্তু এ'রকম হয় না। পরমাত্মা বড় আর আত্মারা ছোট। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম সোল, পরমধাম বসবাসকারী আত্মা। আত্মা কর্মেন্দ্রিয়(অরগ্যান্স) দ্বারা স্মরণ করে। এখন এই সমস্ত কথা তোমরা জানো। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্ত আর মুখ্য পাটধারী কে? কিভাবে ভূমিকা পালন করে? কে কত জন্ম নেয়? এই হিসাব তো হবে, তাই না! কিন্তু এর মধ্যে যাওয়ারও দরকার নেই। বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক জন্ম। ৮৪ জন্ম তো ঠিকই আছে। এ হলো আধ্যাত্মিক কল্যাণকারী জন্ম। এখন আমাদের কল্যাণ হবে। সেইজন্য একে কল্যাণকারী জন্ম এবং কল্যাণকারী যুগ বলা হয়ে থাকে। এই সঙ্গমকে কেউই জানে না। সঙ্গমকে যুগে-যুগে বলা হয়েছে, তাহলে ৪টি সঙ্গম রাখা হয়েছে। বাবা বলেন -- না, এ তো অবরোহণ কলার। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হলে ২ কলা কম হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপর থেকে আরোই কম হয়ে যাবে। অপবিত্র হতেই থাকে। এ হলো নানাবিধ ধর্মের বৃক্ষ, কতরকমের ভাষা। কত অশান্তি। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে অশান্তি থাকতে পারে না। এখানে অনেকেই শান্তি পুরস্কার পায়। শান্তি তো নেই। পুরুষার্থ করে যে মিলেমিশে এক হয়ে যাক। পোপও বলেন, ওয়াননেস (একতা) হয়ে যাক। সকলেই ভাই-ভাই কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বনিবনা কেন হয় না? ওদের তো ড্রামা জানা নেই। যখন দুনিয়ায় এক রাম-রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন তো রাবণ-রাজ্য। অনেক ধর্ম রয়েছে। এখন এই অশান্তি থেকে পুনরায় শান্তিপূর্ণ করা অদ্বিতীয় বাবারই কাজ, তাই না! এ তো দুনিয়ার প্রশ্ন, তাই না! জগতের পিতার তো চিন্তা থাকবে, তাই না! বাবা বলেন -- আমিই দুনিয়াকে শান্তির পথে নিয়ে আসি। ভারতে শান্তি ছিল, তাই না! অশান্ত আত্মাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওয়ার্ল্ডের শান্তির জন্য ওয়ার্ল্ডের গডফাদারকে আসতেই হবে। ওঁনারই পাট রয়েছে। সেইজন্য বলে যে সবকিছু করে.....সকলকে সুখ শান্তি দিয়ে তারপর লুকিয়ে পড়ি। এমনভাবে লুকিয়ে পড়ি যাতে সত্যযুগ-ত্রেতাতেও কেউ জানতে পারে না। দ্বাপর-কলিযুগেও কেউ জানতে পারে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। দেবতারাও জানে না। আপন আত্মাকে জানে, বাকি রচনাকে জানতে পারে না।

বাবা বলেন -- এই নলেজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই যে এত মন্দির, শাস্ত্র ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে, সবকিছুকে সমাপ্ত হতেই হবে। ভক্তিমার্গের একটি জিনিসও থাকে না। এখন বাবা বলেন, আমায় অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাবাকেই স্মরণ করো আর সবার থেকে মমত্ব দূর করো। সন্ন্যাসীরা তো এমনভাবে বলতে পারবে না। ওদের হলো নিবৃত্তিমার্গ। পবিত্র থেকে পতিত, পতিত থেকে পবিত্র তোমাদেরই হতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও ড্রামায় অনুসারে ভূমিকা রয়েছে। তা নাহলে ভারত আরোই

দুঃখী হয়ে পড়বে। মুখ্য কথা হলোই পবিত্রতার। পবিত্রতার শক্তি দ্বারাই তোমরা পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করো, বাবার শ্রীমতানুসারে। আমরা আল্লাহ বাবার সাথে চলে যাব। পবিত্র হতে হতেই আমরা পৌঁছে যাব। এই যাত্রা অত্যন্ত আশ্চর্যের। হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেওনা। সত্যযুগকে দিন বলা হয়। প্রথমে তোমরা সুইটহোমে গিয়ে তারপর দিনে আসবে। তোমরাই আধ্যাত্মিক(রুহানী) যাত্রার ব্রাহ্মণ, কতখানি বোঝার মতন বিষয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে পদও ততই উচ্চ প্রাপ্ত করবে। রোজগার অনেক বেশী। না করলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিছু পরিশ্রম তো করা উচিত, তাই না! লৌকিক বাবাকে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করে থাকো, তাই না! পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও কেন? লজ্জা করে না ! লৌকিক বাবাকে কখনও ভুলে যাও কী? পারলৌকিক বাবা যার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তাঁকে ভুলে গেলে তবে তো উত্তরাধিকারও ভুলে যাবে তাহলে কি পদ আর পাবে! যুক্তির দ্বারা বোঝাতে থাকেন। ব্যস্, বাবা এখনই এলেন কি এলেন। আমাদের এখন এই শরীরও চাই না। এ বড় মিষ্টি নলেজ। প্রদানকারীও অত্যন্ত মিষ্টি। অর্ধেককল্প দুঃখে স্মরণ করে এসেছো। বাবা আমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করো। এখন তোমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। যদি আমার মতানুসারে চলো তবেই। আমি তোমাদের বাবা, তাই না! তাহলে কেন বলো যে বাবা আমরা ভুলে যাই। তোমরা তো সন্তান, তাই না! শান্তিধাম, সুখধামে যাবে তো তাই না! আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে পারো না! আমি তোমাদের দ্বিমুকুটধারী বানিয়ে দেব। বাচ্চারা বলে -- হ্যাঁ বাবা, স্মরণ করবো তারপর বলো ভুলে গেছি। আশ্চর্যের তাই না! -- এত স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তথাপি ভুলে যাও ? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার শ্রীমৎ আর পবিত্রতার শক্তির দ্বারা এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে। নিজের জন্যে আপন রাজ্য স্থাপন করতে হবে।

২) পারলৌকিক পিতা যিনি মধুর থেকেও মধুর, যার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হয়, তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের রাজত্ব নিতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি বাণীর দ্বারা সঞ্চয়ের খ্যাতি সম্প্রসারণকারী আত্মিক ভাব এবং শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব বাণীর মাধ্যমে ভাব এবং ভাবনা দুই-ই অনুভূত হয়। যদি প্রতিটি বাণীতে শুভ এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকে, আত্মিক ভাব থাকে তাহলে সেই বাণীর দ্বারা জন্মের খাতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদি বাণীতে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণার ভাবনার কোনও পারসেন্টও সমাহিত থাকে তবে বোলের দ্বারা নষ্টের খাতা বেশী হয়ে যায়। সমর্থ-বোলের(শক্তিশালী) অর্থ হলো -- যে বোলে প্রাপ্তি ভাব বা সারকথা থাকে। যদি বাণীতে সারকথা না থাকে তখন সেই বাণী ব্যর্থের খাতায় চলে যায়।

স্নোগানঃ:- প্রতিটি কারণকে নিবারণ করে সদা সন্তুষ্ট থাকাই হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;